বিশ্ববন্ধু-গীতাঞ্জলি

প্রণেতা—
শ্রীমৎ স্বামী বিশ্ববন্ধু
[ফটিক গোসাই]

প্রকাশক
শ্রীজীবনচন্দ্র ভদ্র
মালতী বুকডিপো, পোঃ বৌলতলী জিঃ ফরিদপুর,

(১ম সংস্করণ)

স্বত্বাধিকারিণী
শ্রীযুক্তেশ্বরী হরমোহিনী দেবী
(মাছ কান্দী)

সন ১৩৩৮ সাল

বাঁধাই— ১৷৷০ টাকা

মূল্য ১৲ টাকা

ঢাকা—
নবাবপুর,—নারায়ণ-মেশিন-প্রেসে
শ্রীরাধাবল্লভ বসাকদ্বারা মুদ্রিত

প্রস্তাবনা

১৩০৬ সালে আমার মনোগত ভাবে কয়েকটী সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলাম। খাগাইল গ্রাম নিবাসী গৌরচন্দ্রবালা মহাশয় সঙ্গীত কয়টী অভ্যাস করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে সফলা নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত যুধিষ্ঠির ঠাকুর মহাশয় একদিন খাগাইল গ্রামে আসিয়াছিলেন সেই দিন গৌরচন্দ্র বালা, ঠাকুর মহাশয়ের সমীপে সঙ্গীত কয়টী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; সঙ্গীতের ভনিতায় আমার নাম থাকায় ঠাকুর মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ ফটিকের রচিত এই সঙ্গীতগুলি? ইঁহার বাড়ী কোথায়? গৌরচন্দ্রবালা বলিলেন; ইঁহার বাড়ী এই গ্রামেই। ঠাকুর মহাশয় বলিলেন; তিনি কি এখন বাড়ী আছেন? তাঁহাকে দেখা যায় কি? গৌরচন্দ্রবালা বলিলেন; হঁা দেখা যায় আমি এখনই সংবাদ দিতে যাচ্ছি। অতঃপর গৌরচন্দ্রবালা আমার নিকট আসিয়া সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিল। আমি তখন কোন সৎসঙ্গ ও পাইনা অসৎসঙ্গও করি না; এই সময়ে আমাকে একজন মহাপুরুষ দর্শন করিতে চাহেন শুনিয়া বিস্মিত হইলাম এবং ত্রস্তব্যস্ত ভাবে তাঁহার নিকট গমন করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন এই সঙ্গীত কয়টী তোমারই রচনা? আমি বলিলাম প্রভো! আমি উপলক্ষ মাত্র। এই নিখিল জগৎ যাঁহার রচনা এই সঙ্গীত কয়টীও তাঁহার রচিত। তিনি বলিলেন সে যাহা হউক তুমি এই সমস্ত সঙ্গীতগুলি যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়া রাখিও ইহাতে জগতের উপকার হইবে। আমি ঠাকুর মহাশয়ের শেষ বাক্যটী অসম্ভব বলিয়া ধারনা করিলাম তথাপি শ্রীগুরু গৌরগোবিন্দ বিশ্বরূপের দত্তা জিনিষগুলি মহাপুরুষের মহাবাক্যের উপর নির্ভর করতঃ বিশ্ববাসী নিখিল জীববৃন্দের সেবা অভিলাসে যাবতীয় সঙ্গীতগুলি লইয়া বিশ্বদ্বারে দণ্ডায়মান হইলাম। এক্ষণে দয়া করিয়া অযোগ্য সেবকের সেবা গ্রহণ করিলেই কৃতার্থ হইব। ইহাতে প্রার্থনা, মনঃশিক্ষা, ভাবতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, নামকীর্ত্তন, গোবিন্দগীতি, গৌরগীতি, শৈব ও শাক্তগীতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইতি

গ্রন্থকার।

এই গ্রন্থের ১ম সংস্করনের ভার পদ্মবিলা নিবাসী শ্রীযুক্ত জীবন চন্দ্র ভদ্র মহাশয়ের প্রতি ন্যস্ত করা হইল।

সূচীপত্র।

১ম অধ্যায়।

প্রার্থনা গীতি।

২য় অধ্যায়।

মনঃশিক্ষা গীতি।

৩য় অধ্যায়

ভাবতত্ত্ব গীতি।

৪র্থ অধ্যায়।

দেহতত্ত্ব গীতি।

৫ম অধ্যায়।

নাম-কীর্ত্তন গীতি।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

গোবিন্দ গীতি

৭ম অধ্যায়।
গৌর গীতি।

৮ম অধ্যায়।
শৈব-শাক্ত গীতি।

বিশ্ববন্ধু গীতাঞ্জলি।

প্রথম অধ্যায়।

প্রার্থনা গীতি।

১নং গীত।

নমঃ শ্রীহরি, গোকুলবিহারী, গিরিগোবর্দ্ধনধারী।
শ্রীনন্দনন্দন ; হরি মদনমোহন বংশীধারী ॥
জয়তি যাদব, নমঃ শ্রীমাধব, বাসব কেশব হরি হর ;
দেবকীনন্দন, যশোদাজীবন, জীবাদিজীবন নটবর ;
শ্রীনন্দনন্দন ; হরি দীনের দীনবন্ধু দানবারি ॥
ভূভারহরণ, ধরণীধারণ, তাপিত ত্রিতাপ ভঞ্জন ;
মধুর মাধুরী, কিশোর কিশোরী, শ্রীমতীমতিরঞ্জন ;
শ্রীনন্দ নন্দন ; হরি দয়াল দীনবন্ধু ত্রাণকারী ॥
জয় জগদীশ, দেব হৃষীকেশ, যদুপতি গতি মতিকারী ;
এদীন ফটিক, ভেবে বলে ঠিক, ধন্য অরণ্য ব্রজপুরী ;
শ্রীনন্দ নন্দন ; দেওহে ভক্তিহীন ভক্তে কৃপাবারি ॥

২নং গীত।

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ হরি থেক হৃদ্‌মাঝারে।
তুমি দয়া না করিলে কেমনে যাই পারে॥
পড়ে অকূল সাগরে, প্রভু ডাকিহে তোমারে;
এবার জন্মের মত ডুবাও গুরু তব প্রেম সাগরে॥
আর পারিনে বলিতে, আর পারিনে চলিতে;
আমায় নিজগুণে শ্রীচরণে রেখ দয়া করে॥
অসীম দয়ার সাগর তুমি, ভজন জানিনা হে আমি;
এই অচল তরী চালাও হরি হিমাদ্রি শিখরে॥
গুরু থেকে' মোদের সাথে, চালাও এ দুর্গম পথে;
দীনাতিদীন তোমার ফটিক ধীরেন যজ্ঞেশ্বরে॥

৩নং গীত।

জয় শ্রীসচ্চিদানন্দ হরি প্রাণধন।
জয় জয় পতিত পাবন, জয় মহা উদ্ধারণ॥
জয় বিশ্বরূপ হরি, নিত্য নবরূপধারী,
সত্যে সত্য রক্ষিতে নৃসিংহ মুরারী;
জয় সত্যেন্দ্র সত্যরঞ্জন, জয় সত্য সনাতন॥
জয় রঘুপতি রাম, নব দুর্ব্বাদল শ্যাম,
জয় জয় জগত্ত্রাতা ত্রেতার রাম নাম;
জয় জয়তি জানকীনাথ, জগত্ত্রাত জনার্দ্দন॥
জয় জয় রাধা প্রেমাধার, জয় জয় শ্রীনন্দ কুমার,

জয় জয় নবদ্বীপের নব সুধাকর ;
ও-যার প্রেম সুধারস পান করিয়ে, পাপী পায় পরমরতন ॥
বিশ্বরূপ বলে ফটিক শোন, হরি রাম কৃষ্ণ যেজন,
সেই তো প্রভু নবদ্বীপে শ্রীশচীনন্দন ;
হরি ইদানীং সচ্চিদানন্দ, শচীসিন্ধু হেম রতন ॥

৪নং গীত।

কৈরে আমার গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ প্রাণের হরি।
আজ আমার মানব জনম সফল করি, হৃদ্‌পদ্মে পাদপদ্ম ধরি।
কৈরে বৃন্দাবনের ধন, নিত্য নবীন মদন,
বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভর বিশ্ব বিমোহণ ;
যেন' তব প্রেম সাগরে সাঁতার দিয়ে, এজনমে আর না ফিরি ॥
এস ভক্ত প্রাণধন, ভক্তের হৃদয় রতন,
কত জন্ম জন্মান্তরের পরে জুড়াইরে জীবন ;
নাই অন্য মতি হে শ্রীপতি, ঐ পিরীতি মূরতি হেরি ॥
ফটিক বলে দয়াময়, আমার তাপিত হৃদয়,
পেলে কৃপাবারি প্রাণের হরি প্রাণ শীতল হয় ;
প্রাণে আর সহেনা এ যাতনা, জ্বালায় জ্বালায় জ্বলে মরি ॥

৫নং গীত।

কৃপা কর কৃপাসিন্ধু করুণা নিদান।
(তুমি দীন দয়াময়) (এই ভবের হাটে)
(দীন হীনের জন্য)
(দয়াল হরি)

তুমি ত্রিজগতের প্রাণ ॥
(তুমি পরমাত্মা) (এই জীব দেহেতে)
(ভব পারের কর্ত্তা)
(পরম বন্ধু)
আজ আমায় কর পরিত্রাণ ॥
(ত্রিতাপ জ্বালায়) (আমার তাপিত অঙ্গ)
(এদীন ফটিক বলে)
ও আমায় তরাও ভগবান ॥

৬নং গীত

এস বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভর' দয়াল নিতাইকে লয়ে'।
হরি বল বলিয়ে, ভুবাহু তুলিয়ে, দাঁড়াও হে বাঁকা হয়ে ॥
না জানি ভজন, হৃদি পদ্মাসন, রেখেছি সাজায়ে ;
এস দয়া করি, দীনবন্ধু হরি, কাঙ্গালের সখা হয়ে ॥
স্বমাধুর্য্য আস্বাদন, হরিনাম সংকীর্ত্তন, অনর্পিত প্রেমধন লয়ে।
বেহাল বেশ পরি, বলেছে হরি হরি, আপনি হরি হয়ে ॥
নিয়তি চালক, বিশ্বপালক, বালক মূরতি হ'য়ে ;
ফটিক বলে হরি, কুসঙ্গ করি করি, সাধের জনম গেল ব'য়ে ॥

৭নং গীত ॥

আমার হৃদ্‌মাঝারে দাওহে দেখা, প্রাণসখা গৌর হরি।
আমার মানব জনম সফল করি, হৃদ্‌পদ্মে পাদপদ্ম ধরি ॥

পতিতের বন্ধু তুমি, অতি দীন দৈন্য আমি,
ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলে মরি ;
আমার তাপিত অঙ্গ শীতল কর, দিয়ে অভয় চরণ তরী ॥
গৌর তোমায় পাব বলে, হরি নামের বাদাম তুলে,
খুলিয়াছি এই দেহ তরী ;
আমি দীনহীন কাঙ্গালের বেশে, দেশ বিদেশে কেঁদে ফিরি ॥
ফটিক বলে শ্রীগৌরাঙ্গ, জুড়াও মোর তাপিত অঙ্গ,
দান করিয়ে কৃপা বারি ;
তোমার অহৈতুকী প্রেমের দোকান, বেচা কেনা কোথায় করি ॥

৮নং গীত।

১। সাজাও আমায়, হে রসময়, তব প্রেম ভূষণে হরি।
(ওহে দীন দয়াময়)
কমলিনী সহ হৃদয় কমলে, সতত বিহর হৃদি শতদলে ;
ওরূপ দেখে কুতূহলে, ভাসি নয়ন জলে ;
ত্রিতাপ জ্বালা যাই পাসরি ॥
ভব রঙ্গ মঞ্চে অভিনয় করি, তুমি নটের গুরু ওহে শ্রীহরি,
যে সাজে সাজাও সে সাজ পরি, স্বকীয় করম যোগেহে ;
পরেছিলাম যত মায়িক ভূষণ, ভূষণের ফল পেয়েছি ভীষণ ;
করি নিবেদন শ্রীমধুসূধন ; নিত্য ভূষন দেওহে পরি ॥
শুনাও বাঁশরী অনাহত ধ্বনি, জাগিবেন রাই কুল কুণ্ডলিনী ;
মূলাধার ছেড়ে ধীরে ধীরে ধনি, রাসমঞ্চে উদয় হবেহে ?
স্বগুণ সঞ্চারি আমাপানে চাও, আপনি নাচিয়ে আমাকে নাচাও
যুগল রূপেতে বাঁশরী বাজাও ; ফটিক বলে বিনয় করি ॥

২। প্রেম ভূষণ অঙ্গে পরে, বল্‌ব হরে কৃষ্ণ হরে ;
কৃপা করে পুরাও এই বাসনা ॥
(আমার এই বাসনা) হরি হে (ওহে কৃপাসিন্ধু কেলেসোনা)
মুক্তভাবে মুদে আঁখি, হৃদ কমলে তোমায় দেখি ;
কমলাখি করহে করুনা ॥
(আমায় করুনা কর) হরি হে (ওহে পরম বন্ধু পরাৎপর)
প্রেম পীযূষ দানে, তৃষিত তাপিত জনে ;
তার নিজগুণে গোকুল বিহারী ॥
(আমি অতি দীন হীন) হরিহে (ভক্তিশূন্য ভজন বিহীন)
অকূলে প্রাণ পরিহরি, গোকুল বিহারি হরি ;
কৃপা করি দাওহে চরণ তরী ॥
(চরণ তরীতে তরি) হরিহে (এই বিষমভবসিন্ধুবারি)
(চরণ তরী দাও) (ওহে দীনবন্ধু)
(আমায় শ্রীপদে রেখহে) (অসময় বিপদের বন্ধু)

৯ নং গীত।

(১) দীনহীনে দয়া কর নদীয়ার চাঁদ শচীর দুলাল হে ॥
গৌর হে—
(২) তুমি অধম তারণ, পতিত পাবন ;
কাঙ্গালের সখা হরি ॥ (তুমি)
আমি অতি দীনহীন, ভজন বিহীন,
কুপথে ঘুরিয়া মরি ॥ (আমি)

তুমি পাতকী তরাতে, এসেছ ধরাতে ;
শুনেছি শ্রবণ ভরি। (আমি)
প্রভু' তব কৃপাবল, করিয়ে সম্বল
খুলিয়াছি দেহ তরী ॥ (আমি)
একে' সংসার সমুদ্র, তরী তাহে ক্ষুদ্র ;
তরঙ্গ উঠেছে ভারি ॥ (এবার)
যদি' তরী ডুবে যায়, ক্ষতি নাহি তায়,
প্রাণে ধরে ডুবে মরি ॥ (এস)
(প্রাণে এস হে) (ওহে প্রাণের ধন)
(তোমার প্রাণের ভাইকে সঙ্গে লয়ে)
(প্রাণে যে এস হে) (প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ)
গৌর হে—

(৩) পতিতের বন্ধু তুমি শুনেছি শ্রবণে।
মো'সম পতিত প্রভু নাই ত্রিভুবনে ॥
আর কেহ নাই হে) (আমার মত অপরাধী)
(তুমি বিনে দীন হীনের)
অনন্ত দুঃখের সাগরে ভাসায়েছি তরী।।
কোন দুঃখ নাই যদি একা ডুবে মরি ॥
(কেহ যেন ডোবে না) (আমা হ'তে এসংসারে)
(সুমতি দাওহে) (ছ'জন সাথী দুষ্ট অতি)
ফটিক বলে আছে আমার নিন্দুক বন্ধু যারা।
কৃপা কর গৌর যেন সুখে থাকে তারা ॥

(এই যেন দেখে যাই) (তব প্রেমে মাতে তারা)
(আনন্দ দাও হে) (ত্রিতাপ দগ্ধ জীবের প্রাণে)
(প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ)
গৌর হে—
(আনন্দ দাও হে) (নিরানন্দ বিদায় দিয়ে)
(প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ)
(মো'সম পাতকী নাই) (হা গৌর হা নিতাই)
(দয়া না কর হে) (পাতকী বলিয়া যদি)
(এই মাত্র কর হে) (দীন দয়াময় দয়াল হরি)
(তৃণ হয়ে থাকি হে) (নদীয়ার পথে যেন)
(ধন্য হব হে) (ভক্ত পদরজঃ পেয়ে)

১০নং গীত।

(১) আমায় দয়া, ও দয়া কর, বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই।

তান

রাধে গো, রাধে প্রেমময়ী, তুমি মৌনভাবে মন মোহিনী।

পদ

(২) তুমি চতুর্দ্দলে কুণ্ডলিনী ; তুমি স্বাধিষ্ঠানে নারায়নী ;
তুমি দশম দলে কালরূপিণী ; তুমি হৃদকমলে কমলিনী ;
রাধে আমায় দয়া কর হে ॥
রাধে গো—

(৩) তুমি বিশুদ্ধাখ্যে পঞ্চাননী ; দ্বিদলে আনন্দরূপিণী ;
সহস্রারে ব্রজ বিলাসিনী ; রাধে আমায় দয়া কর হে ॥
রাধে গো—

(৪) আমায় কৃপা কর রাই-কমলিনী।
আমি ভজন সাধন নাহি জানি ॥
তব ভজন পূজন, রসিক সুজন ;
কত মতে করে জানি ; (ভজন)
আমার' নাই সেই জ্ঞান, সদা করি ধ্যান ;
তব রাঙ্গা চরণ দুখানি ॥ (রাধে)
জানি' তব শক্তি বলে, এই ভূমণ্ডলে ;
শক্তিমান যত প্রাণী ; (আছে)
এদীন' ফটিক বলে তাই, কমলিনী রাই ;
আমি কি তোমার কেউ নয় ধনি ॥ (রাধে)
(কৃপা করহে) (এই ভজন বিহীনে) (দীন হীন বলে)
(আমায় দয়া কর হে) (ওহে মদনমোহনমনমোহিনী রাই)
(ওহে শুদ্ধচন্দ্রপ্রদায়িনী রাই)
(ওহে বৃন্দাবনবিলাসিনী রাই)
(দয়া যে কর হে) (বৃন্দাবন বিলাসিনী)

১১নং গীত।

(১) কৃপাসিন্ধু ওহে দীনবন্ধু হরি আমায় দয়া কর হে।
(আমায় দয়া কর হে) (অনাথের বন্ধু)
(দীন হীন বলিয়া)
(ব্রজেন্দ্র নন্দন আমায়)

ও প্রভু ব্রজেন্দ্র নন্দন, আমায় দয়া কর। দয়া কর হে—

(২) শুনেছি হে কৃপাসিন্ধু, তুমি হে অনাথের বন্ধু ;
কৃপাসিন্ধু তার ত্বরা করি ॥
(বন্ধু আর কেহ নাই) হরিহে (তুমি বিনে দীন হীনের)
ভব নদীর ঘোর তুফানে, কে তরাবে তোমাবিনে ;
দীন হীনে দেও হে চরণ তরী ॥
(আমার আর গতি নাই) হরি হে (ওহে অগতির গতি হরি)
তুমি হরি তুমি হর, তুমি রাম রঘুবর ;
ধরাধর অনন্ত রূপধারী ॥
(ধরায় আর ধরে না) হরি হে (এই মহাপাপীর পাপের ভরা)
তুমি ব্রজের নটবর, নবদ্বীপের দণ্ডধর ;
কৃপা কর কাল ভয় নিবারি ॥
(প্রাণে আর সহে না) হরি হে (আমি ত্রিতাপজ্বালায় জ্বলে মলেম)
লাভের আশে ভবে আসা, সার হইল যাওয়া আসা ;
আশার আশে যাওয়া আসা করি ॥
(আমার আর আশা নাই) হরি হে (যেন হৃদ্ কমলে তব দেখা পাই)

তাল—

তুমি হৃদ কমলে থেক শ্যাম, একবার বল জয় জয় রাধা নাম ॥

(৩) সাধু শাস্ত্রে শুনি আমি, জীবের স্বরূপ তুমি ;
আদি অন্ত তুমি নারায়ণ ॥ (হারে)
বড় আশা ছিল মনে, বসায়ে হৃদ্ পদ্মাসনে ;
সযতনে ধোয়াব চরণ ॥ (হারে)

কথা—

যদি বল যে, যে পদে পতিত উদ্ধারিণীর উদ্ভব হয়েছে, সুরাসুর কিন্নরে, কি, নরে কি ক'রে সে পদ প্রক্ষালন করবে, সুতরাং আমি পতিত পাবনীর—নীর সংগ্রহ না করে শুধু—

পদ—

(নয়ন নীর রেখেছি) (অভয় পদ পাখলিতে)
(নয়ন জল রেখেছি (আমার জনম সফল হবে বলে)

কথা—

(৪) নয়ন জল রেখেছিলাম বটে, কিন্তু এখন প্রায়—

পদ—

(শুকিয়ে গিয়েছে) (আর লুকিয়ে রাখিতে নারি)
(বিরহ তপন তাপে)

কথা—

(৫) যদি বল যে, পূর্ব্বে কি প্রকারে তোমার নয়ন জল ছিল, আর বিরহই বা কেন ছিল না ?

পদ—

তখন' শৈশবে তোমার সঙ্গে, খেলিতাম মন রঙ্গে ;
নিশিদিশি সদা সর্ব্বক্ষণ ॥ (হারে)

(আর বিরহ ছিল না) (অহঃরহঃ পেতেম দেখা)
তখন' সন্তাপ হরিতে হরি, অন্তরে বাহিরে হরি ;
হরষিতে হেরিতাম তখন। (হারে)
(কিবা মুচুকি হাসি) (রসরাজ অধরে)
(মধুমাখা মুখে)

পদ—

(৬) ঐ রূপেতে দেখা দিও, ফটিকের আর অন্য আশা নাই।

কথা—

(৭) অতএব আমি শৈশবে হিংসা নিন্দা করতে জানতেম না, এবং আপন পর জ্ঞান ছিল না,—তজ্জন্যই হে ভগবন! আমি সর্ব্বদা তোমার শান্ত মূর্ত্তি দেখে, শান্তি অনুভব করতেম।

শেষে হল কি,—

পদ—

আমার' করম কুঠার ধরি, ধর্ম্ম বৃক্ষ ছেদন করি ;
অধর্ম্ম বীজ করিলাম রোপণ ॥ (হারে)
পাইয়ে কুসঙ্গ জল, বৃক্ষেতে ধরিল ফল ;
হলাহল রসেতে পূরণ ॥ (হারে)
(এই ফল ধরেছে) (আমার বাড়ী আমার ঘর)
(সপরিবার সবই আমার)
(কেহ আপন কেহ পর)

কথা—

অতএব আমি ইচ্ছা ক'রে, সেই ফল খেয়েছিলাম, কিন্তু, সেই ফল আমি পরিপাক করিতে পারিলাম না। সেই ফলেই আমাকে পাকে ফেলেছে, তজ্জন্যই নয়ন জল চক্ষু ছেড়ে বক্ষে এসেছে।

পদ —

(তাই নয়ন জলে ভাসিগো) (অবিরল আমি কেবল)
(ঐ অভয় পদ পাব বলে)
চরণ পাব বলে ভাসি দুনয়নের জলে ; (দীনবন্ধু হে)

১২নং গীত।

দয়া কর কৃপা সিন্ধু হে, বন্ধু বড় বিপদ সময়।
ঘোর বিপদে পড়ে ডাকি, ও হরি রহিলে কোথায় ॥
অনিত্য সম্পত্তি পেয়ে, হারে মায়া ফাঁসী গলে লয়ে,
রলেম বন্দী হয়ে ;
সাধু গুরু না ভজিয়ে, এ দেহ তরী মারা যায় ॥
পতিতেরে উদ্ধারিতে, তোমার পতিত পাবন নাম জগতে,
সাধু শাস্ত্র মতে ;
জানা যাবে আমা হতে, ও হরি নামের পরিচয় ॥
ঠক বাজারে দোকান ক'রে, বড় ভয় হতেছে মোর অন্তরে,
নিজের কর্ম্ম ফ্যারে ;
ফটিক বলে বারে বারে, ও হরি পার কর আমায় ॥

১৩নং গীত।

(১) এবার দীন হীনে দয়া কর, দীনবন্ধু হরি।
ভবসিন্ধুবারি তার হরি, দিয়ে চরণ তরী ॥
ওহে' দীন দয়াময়, দাও পদাশ্রয়,
দীন হীনে দয়া করি ;
এবার' দেখে নদীর বেগ, হয়েছে উদ্বেগ,
তাই তব পদে ধরি ॥
(বুঝি প্রাণে মরি)
এঘোর তুফানে, তব কৃপাবিনে,
তরঙ্গে তরিতে নারি ;
পড়ে' সঙ্কট সাগরে, স্মরিনু তোমারে
এস হে মুরলী ধারী ॥
(ভব বিপদ হারী)

(২) (একবার এস হে) (দীনে দয়া করে)
(আমি দীন ভিখারী) (ভব পারের ভাবনা ভেবে মরি)
(আমি ভাবছি বসে) (দীন হীন কাঙ্গালের বেশে)
(দয়া যে করহে) (দীন দয়াময় দয়াল হরি)

(৩) গোলোকে গোপিকাগণে, তারা রাখে পুষ্পাসনে ;
ধরাসনে আমি দীন হীন ॥ (হরি হে)
ব্রজ পুরে আছে যত, এখানে ঠিক তেমনি মত ;
দেহস্থিত নিকুঞ্জ কানন ॥ (হরি হে)

অষ্ট দলে সখীগণ, দ্বাদশ দলে দ্বাদশ বন ;
কদম্ব বন আছে তার মাঝে ॥ (হরি হে)
প্রেমরূপ যমুনা কূলে, হৃদয় কদম্ব মূলে ;
দাঁড়াও একবার যুগল রূপ সেজে ॥ (হরি হে)
(একবার যে দাঁড়াও হে) (হৃদ্ কদম্ব তরুমূলে)

১৪নং গীত।

এস গৌর নিত্যানন্দ রায়, এই আসরে হও হে উদয়।
হৃদ কমলে শত দলে, ও আমরা সাজাব তোমায় ॥
প্রেমের আসন প্রেমের বসন, হারে প্রেমাগুরু প্রেমের চন্দন,
করবো অঙ্গে লেপন ; প্রেমের পুষ্প মনের মতন ;
ও আমরা দিব রাঙ্গা পায় ॥
হৃদ্‌পদ্মে পাদপদ্ম ধরি, একবার দাঁড়াও হে চাঁদ গৌর হরি,
এই বাসনা করি ; মদনমোহন রূপ নেহারি ;
ও আমরা জুড়াব হৃদয় ॥
ফটিক কয় সাধন না জানি, আমায় কৃপাকর নিজ গুণি,
গৌর গুণ মণি ; পেলে ঐ চরণ তরণী ;
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় ॥

১৫নং গীত।

হরি আমায় কর সুখী।
আমি বিনামূলে বেগার খাটি, মোর মত নাই কেহ দুঃখী ॥
ষড়রিপু ছয় ভাই আমার, দিচ্ছে কুমন্ত্রনা ফাঁকি ;

তারা নিতে নিতে সকল নিল, প্রাণটা নিতে আছে বাকী ॥
তারে ডাক্‌লে অন্তে পদ প্রান্তে, রাখবে এসে কমল আঁখি ;
আমি ক'বে পাব অভয় পদ, তাই বলে মোর ঝোরে আঁখি ॥
ফটিক বলে ভবের হাটে, আসা যাওয়া হয় একাকী ;
এবার দাস খতে নাম লেখা হ'লে, আর কিছু থাকেনা বাকী ॥

১৬নং গীত।

হরি দীন দয়াময় নামটী তোমার শুনেছি শ্রবণে।
শেষ কালে কাঁদাবি আমায়, এই ছিল তোর মনে ॥
পতিতেরে মুক্তি দিতে, পতিত পাবন নাম জগতে,
বলে জগজ্জনে ;
আমি পতিত পড়ে রলেম, দয়া হয় না কেনে ॥
যে জন ভজন সাধন জানে, তায় তুমি তরাবে কেনে,
তরে আপন গুণে ;
পতিত পাবন ব'লে, পাড়ি ধরলেম ঘোর তুফানে ॥
ফটিক বলে ও আমার মন, নিজের কাছে নিজের রতন,
ঠিক রেখ যতনে ;
গুরু ব'লে ধর পাড়ি, কি করবে তুফানে ॥

১৭নং গীত।

হরি তোমার লীলা খেলা কার সাধ্য কে বুঝে উঠে।
যার যেমন কাজ তার তেমন সাজ যেখানে সেখানে জুটে ॥

জীবে শুধু আমিত্বের কারণ,
হারে আশার স্থসার অসার পসার করতেছে যতন ;
যে দিন ভেঙ্গে যাবে সুখের স্বপন ;
সে দিন তো যেতে হবে শ্মশান ঘাটে ॥
জ্ঞানের আলো দিয়ে বিসর্জ্জন,
হারে অবিদ্যা আঁধারে জীবে কর্‌ছে কাল যাপন ;
হয়েছে ঠিক অন্ধ কালার দশা যেমন ;
মনে ভাবে আমার মত কেউ নাই বটে ॥
জীবের কর্ম্ম যখন মন্দ হয়ে যায়,
হারে তখন বলে সবই হল ঈশ্বরের ইচ্ছায় !
আবার শুভ কর্ম্ম হয় যে সময় ;
সে সময় আমি কর্ত্তা ভবের হাটে ॥
দুর্ব্বলে পাঠায়ে অকূলে,
হারে অকূলের কাণ্ডারী হরি আছ কোন কূলে ;
বড় দায় ঠেকেছি তোমায় ভুলে ;
ফটিকের ঠিক হল পড়ে সঙ্কটে ॥

১৮নং গীত।

আমি আর কতদিন থাক্‌বরে রাঙ্গা চরণের আশায় ।
পাব পাব পাব বলে বুঝি এ জনম যায় ॥
বন্ধু বান্ধব শূন্য দেশে দীন হীন কাঙ্গালের বেশে,
আমার দিনতো ব’য়ে যায় ;
যে ডাল ধরি সে ডাল ভাঙ্গে বন্ধু দেখা দাও আমায় ॥

দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে, সম্পত্তি যায় হাওয়ায় মিলে,
আমি করি কি উপায় ;
কোন্ দিন যেন প্রাণ পাখী মোর পিঞ্জর ছেড়ে যায় ॥
গুরু আমার দয়াল ভারি, ভক্তি নাই তাই ডুবে মরি,
আমি নদীর কিনারায় ;
ফটিক বলে দীন বন্ধু পার কর আমায় ॥

১৯নং গীত।

কোন্ গুণ আছে, পাবরে হরিচাঁদ কোন্ গুণে তোমারে।
এবার তোমা বিনে বন্ধু বলে আর ডাকিব কারে ॥
সাধু জনে সন্ধান ক'রে বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তি ডোরে, বন্ধু
বেঁধেছে তোমারে ;
আমার নাই কোন গুণ এমনি নির্গুন কেমনে যাই পারে ॥
তুমিত জগতের বন্ধু, পার কর এই ভব সিন্ধু, বন্ধু ডাকিহে
তোমারে ;
তোমার দাসের অনুদাসের পদে রাখহে আমারে ॥
ফটিক বলে মন ব্যাপারী, মিছে আর কর'না দেরী ; আমি
বলিহে তোমারে ;
সাজাও হরি চাঁদের চরণ তরী যদি যাবি ভব পারে ॥

২০নং গীত।

(১) দয়া কর দীন বন্ধু দীন হীন জনে।
আমি ভজন সাধন জানিনে ॥

ত্রিতাপে তাপিত সদা এই যে কলেবর ;
অর্থের দাস সাজিয়া মোরা ভ্রমি নিরন্তর ;
(তাত জান্‌তে নারি) (মোরা নিজের দোষে নিজে মরি)
এবার তার হরি নিজ গুণে ॥
ভব ঘোরে ঘুরে ঘুরে বিপদ হ'ল ভারি ;
বিপদ ভঞ্জন মধুসূদন বিপদের কাণ্ডারী ;
(দয়া কর হরি) (নইলে এবিপদে প্রাণে মরি)
প্রভু গতি নাই আর তোমা বিনে ॥
বহু দিনের আশা মনে শ্রীমধুসূদন ,
নয়ন জলে ধোয়াইব ও রাঙ্গা চরণ ;
(বড় আশা ছিল) (আমার মনের আশা মনে রল)
আমার এই বাসনা আছে মনে ॥
(ঐ চরণে দিবহে) (নয়ন জল আর মন ফুল)

কথা—

(২) যেমন পদ প্রক্ষালনের জন্য নয়ন জল রেখেছি, তেমনি উপবেশনের জন্য আমার—

পদ—

হৃদয় কমলোপরি, কমলের শয্যা করি ;
রাখিয়াছি করিয়া যতন ॥ (হারে)
(বিকসিত হয়েছে) (কমল শয্যার কমল গুলি)
(যেন কষিত কনক কমল)
(কমল উপরে কমল)

কথা—

(৩) যদি বল যে, যে কমলের দ্বারা শয্যা নির্ম্মান হয়েছে, সেই কমল বিকসিত হওয়ার কারণ কি ; বলে—

পদ

(মিলন হব গো) (হৃদ কমলে পদ কমলে)
(কমলে কমলে আজ)
(কৃষ্ণ চরণ কমলে আজ)

কথা—

(৪) যদি বল যে, কমলে কমলে মিলন হওয়ার উদ্দেশ্য কি ? কৃষ্ণ চরণ কমলেও মধু আছে, আর হৃদ মন্দিরের শয্যাস্থিত কমলেও মধু আছে ; তা আছে বটে, এই শয্যাস্থিত কমল অপেক্ষা—যেন ঃ—

(পদ)

(কত মধু রয়েছে) ঐ চরণ কমলে যেন।

কথা—

(৫) অতএব আমার কৃষ্ণ চরণ কমলে যে মধু আছে, সেই মধুই ভবার্ণবের তরণী স্বরূপ তারক ব্রহ্ম নাম।

(পদ)

এমন মধু আর তো নাইরে, প্রেমানন্দে পান কর ভাই

(পদ)

(৬) হরি নামের মত মধু, আর কিছু নাই ভবে ;
সময় থাক্‌তে বুঝ্‌লিনা মন, একদিন বুঝ্‌তে হবে ॥
(কিছু হবেনা মন) সে দিন (যে দিন বাঁধবে এসে
রবির নন্দন)
দিনের দিনে দিন ফুরাল ; সময় বয়ে গেল ;
ফটিক বলে বাহু তুলে হরি হরি বল ॥
(হরি বল রসনা) হরি (এবার ছাড় অনিত্য বাসনা।)
(মন তোর এমন জনম আর হবেনা)
হরি বলরে, (পেয়ে জনম বৃথা গেল)
(আর হবেনা এমন জনম)
(প্রেমানন্দে বাহু তুলে—)
হরি যে বলরে ; প্রেমানন্দে বাহু তুলে।

২২নং গীত।

ভাসলেম অকূল সাগরে ও হরি হে হরি তোমার নামের বলে।
তোমার নাম ভরসা করে, ও আমি ঝাঁপ দিলাম জলে ॥
কর্ম্মক্ষেত্রে যে ঘটনা, আমার পূর্ব্ব হতে ছিল জানা,
বুঝে বুঝ্‌ হল না ;
মন্ত্রী ছিল যে ছয় জনা, ও তারা ছয় মতে চলে ॥
পেয়ে অনেক ঘোর যাতনা, আমি ত্যজিলাম বিষয় বাসনা,
ওহে কেলেসোনা ;
কাতরে ক'রে করুনা, রেখ শ্রীচরণ তলে ॥

ফটিক কয় অকূলের নেয়ে, আমি অকূলে আছি পড়িয়ে,
সম্বল শূন্য হ'য়ে ;
বিশ্বরূপ তরণী লয়ে, ও পার কর অকূলে

২২নং

যে ভাবে রেখেছ গুরু তাইতে আমি আছি খুসী।
ঘোর বিপদে পড়ে যেন শ্রীচরণে হইনা দোষী ॥
তুমি হরি অগতির গতি হারে,
সর্ব্বজীবে যা' করে তার তুমি দাও মতি ;
আবার তুমি হও অগতির গতি ; না বুঝে মন্দ বলে
প্রতিবাসী ॥
এই দেহেতে থেকে শ্রীপতি হারে,
কর্ম্মক্ষয় যজ্ঞেতে দিলে অনুমতি ;
দিলেম সেই যজ্ঞে সকল আহুতি ; এখন আমার জীবন-
মাত্র আছে বেশী ।
ফটিক বলে বিশ্বরূপ হরি, হারে,
গুরু সেবার সম্বল নাই তার উপায় কি করি ;
আমার ভরসা ঐ চরণ তরী ; চিরদিন তাই ভেবে
রয়েছি বসি ॥

২৩নং

বড় দুঃখে পড়ে ডাকিহে তোমায়, হরি তুমি আছ কোথায়।
পড়ে বিষম ঘোর অকূলে ; দেহের মালিক চায় বিদায় ॥

যে যায় তোমার কর্‌তে সাধন, দেও তার দণ্ডে দণ্ডে মন বেদন,
তোমার বিধান কেমন ; দিবানিশি ক'রে রোদন ;
তোমার ভক্তের জনম যায় ॥
থাক নিরানন্দ পারে, হরি বাস কর আনন্দ পুরে ;
ভক্তের দ্বারে দ্বারে ; তুমি চেনা দেও যাঁহারে ;
হরি সে চিনে তোমায় ॥
সাধু জনে সন্ধান পেয়ে, হারে রাগের বাদাম তুলে দিয়ে,
যাচ্ছে ওপার বেয়ে ; ফটিক ডাকে ঠিক না পেয়ে ;
ওতারে রেখ রাঙ্গা পায় ॥

২৪নং গীত।

তোমরা বলো'হরি চাঁদের কাছেরে হা'রে একজন পাপী আছে
সম্বল শূন্য দৈন্য বেশে ঘাটে বসে রয়েছে ॥
আত্ম তত্ত্ব না জানিয়ে, হারে গুরু তত্ত্ব না মানিয়ে,
রলেম নাস্তিক হয়ে ; ভুতের বোঝা বয়ে বয়ে ;
এই দশা ঘটেছে ॥
গুরু চাঁদের শরণ লয়ে, কত কর্ম্মী জ্ঞানী মুক্ত হয়ে,
সাধু সঙ্গ পেয়ে ; হরি চাঁদের হাটে গিয়ে ,
প্রেমের দোকান খুলেছে ॥
সুচতুর দোকানী যাঁরা, হারে প্রেমের আলো জ্বেলে তাঁরা,
দেন রূপের পাহারা ; ফটিক হয়ে পথিক হারা ;
বিষম পাকে পড়েছে ॥

২৫নং গীত।

কোথায়রে কাঙ্গালের হরি কোথায় গিয়ে লুকালি।
অকূলের কাণ্ডারী আমায় ঘোর অকূলে ভাসালি॥
ভব রঙ্গমঞ্চে আমায় বেহাল বেশে সাজালি;
দেশ ছাড়া বেশ পরাইয়ে জগতের লোক হাসালি॥
দুঃখ সাগরের দুঃখ তরঙ্গের মাঝে আমায় ডুবালি;
আর কিছু বাকী থাকিলে তাও তোরে দিতে বলি॥
ফটিক বলে লুকাস্ যদি মন ছেড়ে কৈ লুকালি;
তোর জন্যে সুখ সম্পদ ছেড়ে জাত কুলে দিলাম কালী॥

২৬নং গীত।

আমি দুঃখ সাগরে চল্লেম ভেসেরে,
হরি চাঁদ তোর নাম শুনেছি দয়াময়।
বাসনার তরঙ্গে পড়েরে;
হারে আমার কাঁদতে কাঁদতে জনম যায়॥
তোর নাম ভরসা করি, ভাসায়ে এই দেহতরী,
আমি না দেখি উপায়;
বিষম ভব সাগরের তুফান ভারিরে!
আমার দেখে শুনে লাগে ভয়॥
সাধু জনা সাধন বলে, অনুরাগের বাদাম তুলে,
তারা উজান বেয়ে যায়;
আমার জীর্ণ তরী বোঝাই ভারিরে;
করিস্ তোর যাহা কিছু মনে লয়॥

ফটিক বলে চল্লেম ভেসে, যা'হবার তা'হবে শেষে,
কিন্তু এই দুঃখে প্রাণ যায় ;
আমি পতিত পাবন নাম শুনেছি রে ;
আমা হতে হলনা সে পরিচয় ॥

২৭নং গীত।

আমার উপায় করিয়াছ কি।
তুমি শুন দয়াল গুরুজী ॥
গুরুহে—আমি লাভের আশায় দোকান খুলে দেখি
আসলের অনেক বাকী ॥
গুরুহে—এই আশার সংসার দোকান পসার আমি
বুঝেছি সকল ফাঁকি ॥
গুরুহে—আমার বল্‌তে চল্‌তে অবশ অঙ্গ এখন
উড়ে যেতে চায় প্রাণ পাখী ॥
গুরুহে—আমার পরাণ পাখী উড়ে যায় যেন
গুরু গুরু বলে ডাকি ॥
গুরুহে—সাধে সাধে বাদ সেধেছে আমার
সঙ্গের ছয় জন বিবাদী ॥
গুরুহে—গুরু এসংসারে আর কেহ নাই
আমার মত পাতকী ॥
গুরুহে—ফটিক বলে হৃদ কমলে যেন
সব সময় তোমায় দেখি ॥

২৭ (ক) নং গীত।

ডাক্‌লে দেখা দিওরে অন্তরে।
গুরু আমি পড়েছি অকূল সাগরে ॥
অকূল দরিয়ার মাঝে আমি ভাসিয়া বেড়াই ;
প্রভু আমায় ডাকিয়া সুধায় এমন কেহ নাই ;
গুরু আমায় দয়া করিয়া লও তীরে ॥
তুমি বিনে ব্যথার ব্যথিত প্রভু এমন কেবা আছে ;
গুরু আমার বুকের মাঝের দুঃখ জানাই কার কাছে ;
ব্যথিত নাই তুমি বিনে এ সংসারে ॥
ফটিক বলে কর্ম্মীজ্ঞানী করে স্বার্থের বেঁচা কেনা ;
এ হাটে নিঃস্বার্থ প্রেমের গ্রাহক জুটে না ;
দেশের মাল দেশে ল'য়ে চল্লেম ফিরে ॥

২৮নং গীত।

জানা যাবে আমা হ'তে কেমন দয়াময়।
শুনি সাধুজনায় পরিত্রাণায় অসাধুর হবে কোন উপায় ॥
পতিত না উদ্ধারিলে, পতিত পাবন কিসে হ'লে,
তাই বল আমায়
যে জন ভজন সাধন জানে সে তার নিজের গুণে
তরে যায় ॥

পতিত পাবন নামের বলে, ভেসেছি স্বকর্ম্ম ফলে,
অকূল দরিয়ায় ;
আমায় যেখানে যে ভাবে রাখ তোমার নামে যেন
মতি রয় ॥
ফটিক বলে গৌর হরি, সাধ করে এই দেহ ধরি,
এলেম দুনিয়ায় ;
যেন আত্ম সুখ বিলাস বাসনা এ জীবনে আর না রয় ॥

২৯ নং গীত।

(১) এসহে প্রভু শচীর নন্দন শতদলে সহ ভক্তগণ।
কাতর কিঙ্করে কৃপাদান করে, শমন কিঙ্করে কর নিবারণ ॥
পড়িয়া স্বকর্ম্ম ফ্যারে, ডাকি তোমায় বারে বারে,
মনের দুঃখ আর বলব কারে, বন্ধু নাই এমন ;
যেন তব কৃপা গুণে, ত্রিতাপ আগুণে,
পরিহরি হরি বলি সর্ব্বক্ষণ ॥
কর্ম্ম ফাঁদে পতিত হ'য়ে, পতিত পাবন নাম ভুলিয়ে,
ত্রিতাপে তাপিত হিয়ে, সদা সর্ব্বক্ষণ ;
আমায় ব্যভিচারী বলে, ফেলনা হে ঠেলে,
প্রেম সিন্ধু বিন্দু কর বিতরণ ॥
(২) সঙ্কটে পড়ে শরণ লয়েছি তোমার।
ওহে শচীর নন্দন, এ ভব বন্ধন, এ ভবে হয় না যেন
পুনর্ব্বার ॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয় পথে, মন মাঝি আর চায়না যেতে,
তৃপ্তি হয় না ত্রিগুণেতে, এ হ'ল কি রোগের বিকার ;
তোমার যে ইচ্ছা সেই পথে চালাও, চলে যাই সঁপে দিয়ে
কর্ম্মভার ॥
অনন্ত পথের মাঝারে, জীবে কি আর জানতে পারে,
কোন পথে পাই তোমারে, বসে বসে ভাবছি এবার ,
এদীন ফটিক ভণে নিজগুণে, নিগুর্ণের শতদলে হও
সাকার ॥

৩০ নং গীত।

কেশে ধরিয়া লও হে তুলে।
আমি পড়েছি আজ ঘোর অকূলে ॥
আশা করলেম জনম ভরি, অভয় চরণ বক্ষে ধরি ;
শুধু আশা করি করি, দিন ফুরাল আজ কাল বলে ॥
বহু বহু জন্মের পরে, লয়েছিলে ব্রজপুরে ;
পুনরায় স্বকর্ম্ম ফ্যারে, ডুবেছি সংসার সলিলে ॥
যেতে চাই তোমায় দেখিতে, বেধে রলেম জাত কুলেতে ;
মিথ্যা গুরু গঞ্জনাতে মন চলে যায় পা'না চলে ॥
ফটিক বলে কারে দূষী, নিজের দোষে নিজে দোষী ;
স্বীয় গলে দুঃখের ফাঁসি, বেধেছে স্বকর্ম্ম ফলে ॥

৩১ নং গীত ॥

পায় ঠেলনা আমারে ।
বহু দিনের পরে গুরু পেয়েছি তোমারে ॥
ভবের হাটে ঘুরে ঘুরে, আজীবন বাণিজ্য ক'রে,
লাভ লোকসান নৌকা চালান ধরে ;
এ জনমের মত গুরু সঁপে দিলাম তোমারে ॥
সর্ব্বস্ব দিয়াছি ধরি, ফিরায়ে না লইতে পারি,
এই আশীর্ব্বাদ কর গুরু আমারে ;
তোমার নামে যেন থাকে রুচি জন্ম জন্মান্তরে ॥
কাঙ্গাল বিশ্ববন্ধু বলে, গুরু কৃপা না হইলে,
আসা যাওয়া বিড়ম্বনা সংসারে ;
আত্ম সমর্পণ না হ'লে সে ধন মিলেনারে ॥

বিশ্ববন্ধু-গীতাঞ্জলি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মনঃশিক্ষা গীতি।

১ নং গীত।

সার্‌বি যদি ভব ব্যাধি আমার সঙ্গে আয়।
এল নবরস ঔষধি লয়ে ; ডাক্তার নদীয়ায় ॥
(নূতন এক)

করোয়া কৌপীন ধারী, খুলেছে এ ডিস্‌পেন্‌সারী ;
সে যে বিষয় রোগের বৈদ্যভারি ; গৌর দয়াময় ॥
(আমার সেই)

বাসনা বাতিক জ্বরে, ব্যবস্থা সে ভাল করে ;
শুধু বল্লে হরে কৃষ্ণ হরে ; বিকার অমনি যায় ॥
(ভব রোগের)

ফটিক বলে ও আমার মন, নিকটে তোর এল শমন ;
ওরে এই হরিনাম অমূল্য ধন ; শমন জ্বালা যায় ॥
(হরিনামে)

২ নং গীত।

ওরে তুই শোন্‌রে ও মন স্বতত্ত্ব সার,
ছেড়ে দিয়ে জ্ঞানের বিচার, হরি বল পাষাণ মন আমার।
শোন্ বলি মন লাভে মূলে হারা হলি অমূল্য রতন ;
(ভোলামন)
হিসাব করে দেখ্‌লে পরে রে ভোলামন ;
থাক্ ব্যাপার আসল পাওয়া ভার ॥
তোর কথা শুন্‌তেম ভাল, আশা ছিল হবে রে সুসার,
এখন দেখি আশা তরু, কদলী বৃক্ষের আকার ;
শোন্ বলি মন ভবের হাটে খেটে খেটে পেয়েছিস্ কি ধন ;
(ভোলামন)
দিনের দিনে দিন ফুরাল রে ভোলামন ;
শেষ বেলায় হবেনা ব্যাপার ॥
ভবে এসে মায়া পাশে, বন্দী বারে বার,
কর্ম্ম সূত্র লয়ে গলে, কর্‌লি এক উল্লুকের সংসার ;
শোন্ বলি মন তোর ভাবেতে ভাবুক হয়ে আছি আজীবন ;
(ভোলামন)
এখন আমার কথা শিরে ধরে রে ভোলামন ;
চল যাই ভব নদী পার ॥
করে, নিত্যানন্দের নিত্য খেলা, দিনের বেলা ভক্ত কতজন,
নব রসের রসিক ভজে, তারাতো জুড়াল জীবন ;
শোন বলি মন তোর ভাব দেখে ফটিক বলে বৃথা এ
জীবন ; (ভোলামন)

দিন থাকিতে হরি বল্‌রে ভোলামন ;
দিন গেলে হবেনা এবার ॥
দিন যে গেল রে দিন থাকিতে হরি বল ॥

৩নং গীত।

(১) হরি বল রসনা মায়া ঘুমে আর থেকনা।
ওরে মন তোর দিন গেলে দীন বন্ধু বলা আর হবে না ॥
কর নাম ব্রহ্ম জপমালা, যাবে তোর শমন জ্বালা ;
ওরে মন তোর ডুবে যায় সাধের বেলা চেয়ে ঐ দেখনা ॥
তুমি কারে কও আমার আমার, তুমি কার কেবা তোমার;
ওরে মনরে যাবার দিন সঙ্গে তোমার বল্‌তে কেউ যাবেনা ॥

(২) সাধের দিন তো গেল হরি বল।
চেতন হয়ে আঁখি মেল জীবন গেল খেয়ে হলাহল ॥
দিনকর সুত এসে, বাঁধবে যেদিন অষ্ট পাশে ;
ভাই বন্ধু সব কাঁদবে বসে অসময় কাঁদলে কিবা ফল ॥
ধন্য এই মানব জনম মুনি গণে কয় ;
সুসময় না কর্‌লে সাধন, বিফল সমুদায় ;
বয়স না হইতে আশী, শমন বল্‌বে লয়ে আসি ;
টান্‌বে ধরে কর্ম্ম ফাঁসি ; সুখের হাসি কোথায় রবে বল ॥

(৩) ওরে পাষাণ মন আমার, হরি নামের তুল্য নাইরে আর।
ঐ দেখ হরি হরি হরি বলে ; কত পাপী তাপী তরে গেল ॥
(হরি বল বলে রে)
এ দীন ফটিক বলে দিন তো গেল ; এবার ভব নদীর
পারে চল ॥
(হরি বল বলে রে)

৪ নং গীত।

(১) মন' তোর দিন ফুরাল, সময় গেল,
বল বদনে হরি।
শেষে' হয় কি না হয়, থাক্‌তে সময়,
সাজাও পারের তরী॥
এই যে' পুত্র পরিজন, বলিছ আপন,
মায়ার স্বপন দেখা।
যেদিন পিঞ্জরের পাখী, দিয়ে যাবে ফাঁকি,
সকলই হইবে ফাঁকা॥
(কর্‌বি আকা বাঁকা)
নিত্যকে ত্যজিয়ে, অনিত্য ভজিয়ে,
কুসঙ্গে মজিয়ে মরি।
বেদ বিধি পার, হওরে এবার,
শ্রীগুরুচরণ ধরি॥
(ভব সিন্ধু তরি)
তাই' শুন ওরে মন, আসিয়া শমন,
লইবে কেশেতে ধরি।
যদি, যাবি ভব পারে, বলি বারে বারে,
বদনে বলরে হরি॥
(পাবি পারের তরী)

(২) ও মন কি করিতে এসেছিলি তাহার কি করিলি।
মায়ার নেশায় মত্ত হয়ে সকল ভুলে গেলি॥

প্রাণের চেয়ে অধিক ভাবে ভালবাস যারে।
অন্তিম কালে তারা কেহ সঙ্গে যাবে নারে ॥
সাধ করে এই সাধের দেহ সাজাও কত ভাবে।
পোষা পাখী উড়ে যাবে দেহ পড়ে রবে ॥
(দেহ পড়ে যে রবে রে) (এই যে সাধের মানব দেহ)
(৩) সাজিয়ে মায়ার দাস করি নানা অভিলাষ ;
কর্ম্ম ফাঁস লয়েছ গলায়। (মন রে)
যে কাটিবে কর্ম্ম ফাঁস, করিলি তার সর্ব্বনাশ ;
বল দেখি কি হবে উপায় ॥ (মন রে)
তুই করলি কিরে মন ব্যাপারী, নদীর মাঝে ডুবল তরী ;
বেহুসরি হলি কি কারণ। (মন রে)
শ্রীগুরু কাণ্ডারী করি, হরি বলে ভাসাও তরী ;
ভব ব্যাধি কর নিবারণ ॥ (মন রে)
উপায় রে নাইরে ; ভব নদীর পারে যেতে ॥
(৪) (কিছু হবে না) (ওমন দিন গেলে)
(বলবি কবে) (বল হরি বল)
ফটিক বলে মন, শুনরে এখন ;
প্রাণের বেদনা বলি। (আমি)
সেই নিত্য বৃন্দাবন, দ্বাদশ কানন ;
কেনরে ভুলিয়া রলি ॥ (ও মন)
(ব্রজে চল রে) (ও মন হরি বলে)
(ব্রজে চল রে) (বল হরি বল বলতে বলতে)।

৫নং গীত।

আমি কি বল্‌ব মন তোরে।
ও তোর উঠ্‌তে বেলা যায়রে বেলা, দেখলি না তুই হিসাব করে
মায়া মোহে ভুলে রলি বিষম অন্ধকারে ;
তোর গণা দিন ফুরায়ে গেলে পড়বি শেষে বিষম ফ্যারে॥
অহঙ্কার দিয়াছে কায়, দিনের দিন দেহ বাড়ায়,
মন পাখী তাই দেখে হয় সুখী ;
ও তুই কেন অনর্থ হলি মত্ত, মেলে দেখ্‌ না আঁখি ;
ও তুই ভুলে গেলি পরম তত্ত্ব, জীবন স্বত্ব যায়রে সরে॥
মন তোরে বলি স্পষ্ট, প্রেম বীজ হল নষ্ট,
রোপিয়া দাওরে ভক্তি বারি ;
শেষে হরিনামে দাওরে বেড়া, বলি বিনয় করি ;
ও তুই ঐশ্বর্য্য সুখ স্বপ্ন দেখিস, শুয়ে ছেড়া চটের পরে॥
ভেবে তুই দেখ্‌রে ওমন, নাম বিনে নাই অন্য ধন,
করিস্‌ তুই কি ধনের সাধনা ;
ফটিক বলে দিন ফুরালে, সঙ্গে কেউ যাবে না ;
সেদিন বন্ধুগণে চন্দ্রাননে, অগ্নি দিবে ধৈর্য্য ধরে॥

৬নং গীত।

স্বপ্ন দেখ্‌বিরে আর কত।
স্বপ্নে দেখা বাড়ী পাকা, কায়মি বাড়ী নয়রে এ ত॥
এ স্বপ্ন আর দেখ্‌বি ক'দিন, একদিন হবি গত ;
ও সে স্বপ্ন শেষে ধর্‌বে কেশে, কাল হয়ে ত্বরান্বিত॥

দেখ্‌তে যেমন ভোজের বাজী, হয়রে মনের মত ;
ও সে বাজী অন্তে পার্‌বি জানতে, যেমন বস্তু তেমনি মত ॥
এ দীন ফটিক বলে ভূমণ্ডলে, মিছে মায়ায় রত ;
এ সব মায়ার বিকার সব শূন্যাকার, ভাই বন্ধু দারা সুত ॥

৭নং গীত।

বল শুনি দোষ দিবি কারে।
ও তুই সাধু সঙ্গ কর্‌লিনারে ॥
ও তোর সতের সঙ্গে থাকলে মতি, থাক্‌তনা কোন দুর্গতি,
যে মানুষ তোর সাথের সাথী, চক্ষের দেখা দেখ্‌লিনারে ॥
ও তুই পরকে সদা ভাবিস্ আপন, সুখ ভেবে দুঃখে কাল যাপন,
ও তোর অমূল্য ধন ছিল স্থাপন, সে ধন দিলি যারে তারে ॥
এ দীন ফটিক বলে মন পাগেলা করিস না আর কলির খেলা,
ও তোর পাকা বাড়ী আট মহলা, কোন তালায় কি দেখলি নারে॥

৮নং গীত।

এবার দিন গেলে কি আর হবে।
ও তোর গেল সাধের দিন শোন্‌রে ও দীন ;
শেষ দিনের দীন হলি ভবে ॥
আশা করে বাসা বেঁধেছ সংসারে, খেতেছরে কত নানা
উপহারে ;
খেয়ে কি করিবে যে রস শরীরে ; সে রস তুই আর চিন্‌বি
কবে ॥

যে অমূল্য ধনে দেহ থাকে খাড়া, সে ধন বিলাতে লাগাও
পান পড়া ;
থাকুক সে মাথা কথায় কত তেড়া ; দড়া হার যম পরিয়ে
দিবে ॥
করিলে ভোজন দ্বিরস স্বজন, সুরসে অমর কু'রসে মরণ ,
কর সর্ব্বক্ষণ সুরস গ্রহণ ; কু'রসের ভাগ ফেলে দিবে ॥
ফটিক বলে চন্দ্রে না হ'তে গ্রহণ, ভব ব্যাধির কর শান্তি
স্বস্ত্যয়ণ ;
হলে বিকারে পতন ঔষধি সেবন ; চিন্তামণি রসে কি করিবে ॥

তাল—

গুরু বাক্য সার কর মন তরবি যদি ভবার্ণবে ।
তরবি যদি ভবার্নবে, তরবি যদি ভবার্নবে ॥
চেতন গুরুর সত্য বাক্য, ভক্তি যোগে হলে ঐক্য ;
দূরে যাবে কৃষ্ণ পক্ষ, কৃষ্ণ তোমার পক্ষ হবে ॥
গুরু ব'লে ভাসাও ভেলা, ভবের হাটে ডুব্‌ল বেলা ;
আছে রে কাম নদীর গোলা, রাত হ'লে পর তরী ডুবে ॥
ফটিক বলে মন ব্যাপারী, গুরু বলে ভাসাও তরী ;
ভবের হাটে ঠক্ বাজারী, লাভে মূলে সব হারাবে ॥

৯নং গীত ।

হরিবল বল্ বিরে আর কবে ।
দিনের দিনে দিন ফুরাল, সময় কি আর হবে ॥
যার জন্যে কর্‌লি চুরি সে দিচ্ছে তোর গলায় ছুরি ; (হায় রে)
মুলে সে নয়রে দোষী, তুই দোষী এই ভবে ॥

কান থাকতে হলি কালা, দিন থাকিতে ডুবল বেলা ; (হায় রে)
নাক থাকিতে নিঃশ্বাস বন্ধ, আর কত দিন রবে ॥
সাধের বেলা ডুবে গেল, কু-আশাতে ঢাকা রল ; (হায় রে)
আছ বসে সন্ধ্যা বেলা, সকাল বেলা ভেবে ॥
ফটিক বলে সময় আছে, চোখ দেখা ডাক্তারের কাছে ; (হায়রে)
যাবে রে জ্ঞান চক্ষের ছাঁদি, কু-আশা না রবে ॥

তাল—

দিন গেল দিন গেল রে ওমন দিন গেল দিন গেল।
তোর গেল রে এদিন, হলি দীন হীন, দিনের দিনে দিন ফুরাল॥
দিনের দিনে দিন ফুরাল, পারের সময় বয়ে গেল,
এ ভাবে এ ভবে ক'দিন রবে ;
দিনকর সুতে, আসিবে নিতে, দিতে হবে ধরা আঁখি মেল ॥
অমৃত ফল দিয়ে ফেলে, মত্ত হলি কর্ম্ম ফলে,
সে ফল খেয়ে সকল ফল হারালি ;
ফটিক বলে তাই, সময় থাক্‌তে ভাই, বাহু তুলে হরি হরিবল ॥

১০নং গীত।

মিছে সংসেজে কেন রলি সংসারে, বল্‌ব কি তোরে।
এক অমূল্য ধন নৌকাতে পূরে,
সঙ্গে লয়ে ছ'জন দাড়ী এসেছ ব্যাপারে ॥
ও সেই অমূল্য ধন বিলাবার তরে,
কত চোরের সাজে জঙ্গল মাঝে, রও অন্ধকারে ॥

ও তুই মৃত্যুকে অমৃত জ্ঞান ক'রে,
ব্যস্ত হয়ে করলি খরচ, স্বইচ্ছাচারে
দিন গেলে দিন আর পাবিনারে,
এ দীন ফটিক বলে সময় গেলে, পড়বিরে ফ্যারে ॥

১১নং গীত।

অন্তে না যায় বলা।
দিন থাকৃতে বল্লিনা হরি, ঠিক পাবি শেষ বেলা ॥
ষড়রিপু হ'লে স্বাধীন, হতে হবে তাদের অধীন,
কর্ম্ম ফল পাবি চিরদিন, জানবিরে কি জ্বালা ;
কালে কাল পাবেরে যেদিন ;
সেদিন অমনি চেপে ধরবে গলা ॥
এই বিষম ভব নদী, এই নদী তরবি যদি,
সার কর নিরবধি, গুরুর চরণ ভেলা ;
ফটিক তাই বলে রে ওমন ;
নইলে তুই কাল কাটাবি কর্ম্মতলা ॥

১২নং গীত।

পূর্ণ মায়াজাল, সংসার জঞ্জাল, আর কত কাল, থাক্‌বি ইথে।
কেন পলে পলে চাও কালে ধরা দিতে ॥
যে ভাবে হতেছে বিষাদিত মন, ক্ষণেক্ষণে হেরি প্রফুল্ল আনন;
ও তাই ভেবে দেখ্ দেখি আপন চিতে ॥

সতত ভাবিলে বিষয় ভাবনা, যত ভাব তত অধিক যাতনা ;
কভু হবে না ও সব আপন হিতে ॥
প্রাণ পণে কর যে ধন উপার্জ্জন, সে ধনে হতেছে সকলি বর্জ্জন ;
আবার তোমার প্রাণ যাবে ঐ স্বকর্ম্ম অসিতে ॥
ভবদুঃখার্নবে ভাসায়ে তরী, কেন হতেছ কপটাচারী ;
কেন যেতেছরে পাপ অনলে পশিতে ॥

১৩নং গীত।

বাঁকা মন করগে সোজা।
তবে পাবিরে বৈরাগীর মজা ॥
তিলক কেটে কৌপীন এটে, ভাব ছাড়া বৈরাগী সাজা ;
নাই সে রস রসিকের করম ধরম, মাথায় শুধু ভূতের বোঝা ॥
কামের দেনা শোধ করে না, চোখ দেখে ত' যাচ্ছে বোঝা ;
করে দিন দুপুরে ডিগ্রী জারী, ছাড়েনা সে মদন রাজা ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ, বিষয় প্রবৃত্তি অজা ;
তাই জেনে ফটিক হইতে ঠিক, সাজলেন বিষয় বিষের ওঝা ॥

১৪নং গীত।

চেয়ে দেখ না কি সুখ হরিবলা।
ঐ নাম অভাবে ভবার্নবে ঘট্‌তেছে এই সকল জ্বালা ॥
যে সুখের ক'রে আশা, কর অনেক ব্যবসা,
বলতেছে মিথ্যা ভাষা, ভেবে দেখ মন ভোলা ;

ও মন ঐরূপ সম্পত্তি ক'রে, ও তোর যেতে হবে শমন পুরে :
যাস যদি ভব পারে ; ও তবে ছাড়গে এবার বৈদিক খেলা ॥
ব্রহ্মাণ্ড বেদে ঢাকা, এ নদী তিনটী বাঁকা
উজান বাকে যায় না থাকা, কর্ম্ম স্রোতের ঠেলা ;
তাইতে আমরা আছি বৈদিক, সাম যজু অথর্ব্ব ঋক্‌ ;
ফটিকের নাই কোন ঠিক ; সেই জন্য গেল না তার মনের মলা ॥

১৩নং গীত।

যতন বিনে মেলে না রতন, শোনরে আমার মন।
যতন জানে যশোদা একজন ;
ও তার সাধন বলে করতলে, নীলকান্ত রতন ॥
ছিল বলি রাজা ভক্তি পরায়ণ ;
ও তার যত্ন হেরি, আপনি হরি হইল বামন ॥
এ দীন ফটিক বলে মূলের বিবরণ
ভক্তি বিনে ভবের হাটে, গমনাগমন ॥

তাল—

গেলরে এদিন, এলরে সেদিন, আর কত দিন রবিরে।
ওরে মন, বলি শোন ; ও তুই অতি দীন হীন হবিরে ॥
কি বলে এ ভবে এসেছিলি মন, কিসে কি শেষে করিলি এখন ;
বলি তাই, সময় নাই ; মধুর হরিনাম কবে লবিরে ॥
ফটিক বলে সবে এস এস ভাই, নামে প্রেমে মেতে হরিগুণ গাই ;
প্রেম স্বরে, প্রাণ ভরে ; মধুর এই হরি নাম বলরে ॥

১৬নং গীত।

কেনরে অবুঝ মন তোর ভাঙ্গলনা অনিত্য খেলা।
দিনের দিনে দিন ফুরাল ডুবলরে তোর সাধের বেলা ॥
কার ভাবেতে এভাব ধরেছ, (হারে)
সংসারের সার দারা পুত্র মনে ভেবেছ ;
এবার ভেবে দেখলে রে মনা ;
ভবের হাট শুধু পঞ্চ ভূতের মেলা ॥
সুধার লোভে ঘরে এসেছ, (হারে)
অহংতত্ত্বের চশমা লয়ে ভুলে রয়েছ ;
ঐ চশমার গুণে রে মনা ;
নিত্য ধন করলিরে তুই অবহেলা ॥
সুশ্রী নারী দেখলে হও পাগল, (হারে)
ভাব না জানলে ভব নদী মানুষ মারা কল ;
এ দীন ফটিক বলে রে মনা ;
ঐ জ্বালায় ঘটে জীবের শমন জ্বালা ॥

১৭নং গীত।

তাল—

মন তুই কার মায়াতে রলি ভুলে ভব নদীর কূলে।
মন তোর এ ভাবে এ ভবে এদিন যাবেনারে ;
একদিন যেতে হবে পটল তুলে ॥

এই যে দেখ ভাই বন্ধু পুত্র পরিজন, এদের সম্বন্ধ কেমন ;
এসব আত্মসুখের ভালবাসারে ;
সে সব ঠিক পাবি তুই ঠেকা হলে ॥
সকাল বেলা ভবের খেলা সাঙ্গ কর ভাই,
নইলে যাবার সাধ্য নাই ;
হলে জ্যান্তে মরা যাবে ধরা রে ;
তারে ধরা যায় না ধরায় পলে ॥
ফটিক বলে জীর্ণ হলে এই দেহতরী, যদি পাড়ি দাও ধরি ;
মন তোর ছ'জন দাড়ী হবে আড়িরে ;
শেষে কূল পাবি না কেঁদে ম'লে ॥

১৮নং গীত।

পূর্ণ অনুরাগ, বিষয় বিরাগ, পরমার্থ যাগ, কর ওরে মন।
যেদিন গত হল, সেদিন জানিস্ ভাল ;
দেহ তরী হল অতি পুরাতন ॥
মিছে মায়ার ভ্রান্তি গেল না আমার,
সুখ সম্পদে শান্তি ভাবি অনিবার ;
করলেম চেষ্টা বারে বার, সুখ হল না আর ;
যাওয়া আশা সার জানিলাম এখন ॥
মায়ার স্বপন দেখে ওরে মন,
পুত্র পরিজন বলেছ আপন ;
কৃতান্ত যখন, দিবে দরশন ;
কি করবে তখন ভাই বন্ধুগণ ॥

আগে প্রবর্ত্তকে সিদ্ধি কর ধরে স্থূল,
পাবি পরম ফল সে অতি অতুল ;
যদি স্থূলে পড়ে ভুল, পাবি না আর কূল ;
ফটিক বলে মূল শ্রীগুরু চরণ ॥

১৯নং গীত।

এমন সুযোগে যোগ দিলি নারে মন।
ও তোর সুখের সময় হয় পতন ॥
মিছে মায়ার নেশায় মত্ত হয়েছ,
তুমি অনিত্যকে নিত্য ভেবে ভুলে রয়েছ ; (রে মন)
এবার নিত্য ধনে প্রাণ সঁপিলে ফল পাবি তুই মনের মতন ॥
তোমার নিজের দোষে বিধি হল বাম,
তুমি কার সম্পত্তি কারে দিয়ে পূরাও মনস্কাম ; (রে ওমন)
এবার সালতামাদি হিসাব কালে ছাড়বে নারে সে মহাজন।
এদীন ফটিক বলে এই ভবার্ণবে,
হরি তুমি বিনে দীন হীনে তরাবে আর কে ; (আমাকে)
আমায় তরাও হরি বংশী ধারী দিয়ে তোমার ঐ শ্রীচরণ ॥

২০নং গীত।

মনের মানুষ ধর্‌বি কেমন ক'রে।
মুখে মুখে সাধুগিরি ভাব নাই অন্তরে ॥
সহজ বিনে সহজ মানুষ কে ধরিতে পারে ;
ও তার করণ জোরে ধরলে পরে, জীয়ন্তে সে মরে ॥

অন্তরেতে যে সম্বন্ধ, কামাতুরা কামে অন্ধ,
কেউ তারে করে না সন্দ, বহিরঙ্গ আচারে ;
আবার সুখের তরে দুঃখ সাগরে নিত্য নিত্য মরে ;
যে দিন ফুক্ করে এ সুখ ফুরাবে, যাবি যমের ঘরে ॥
যেমন সিংহের দুধে মেটে ভাণ্ড, ফেটে হয় খণ্ড খণ্ড,
জীবে করে সেই কাণ্ড, অর্থ দণ্ড করে ;
গাছের গোড়াতে না চড়লে কি আর আগায় যেতে পারে ;
ভাব ছাড়া লাফ দিয়ে জীবে, গর্ত্তে পড়ে মরে ॥
মন যদি হতে চাও সাধু, ভিয়ান করে রেখে মধু,
প্রেমানন্দে বসে শুধু, জপ অজপারে ;
ফটিক বলে এমন হলে ভয় কি ভব পারে ;
প্রেমানন্দে বসে বল, হরে কৃষ্ণ হরে ॥

২১নং গীত।

মন চিন্‌লিনা তোর কপাল ফ্যারে।
বেতাল খেয়ে তাল না পেয়ে বসে রলি তালার পরে ॥
মন তোমার মালিক যেজন, ভূশয্যায় আছে সে জন,
পরিয়ে সাত্ত্বিক ভূষণ হরিষ অন্তরে ;
সেযে হরে কৃষ্ণ হরি বলে, ভাসে দুনয়ন জলে ;
কখন বা রা রা বলে ; সোনার মানুষ ধরা ধরে ॥

যোগে যোগা যোগ করে, বেড়াও ষট্‌চক্রে ঘুরে,
মানুষ না ধরলে পরে, পাওয়া যায় না তারে ;
চেতন মানুষ ধরলে পরে, সাকারে নিরাকারে ;
যোগ হয়ে যায় একাধারে ; সব সমেত বিরজা পারে ॥
তুই একজন লোভী হয়ে, গুরুর কাছে মিথ্যা কয়ে,
তাড়াতাড়ি দা' গড়িয়ে, ফাঁকি দেন কামারে ;
ব্যাপার দেখে ফটিক বলে, ঐ দা' ধরিয়ে কোপ মারিলে
লাগলে সাধন বৃক্ষ মূলে ; গাছ পড়িবে গায়ের পরে ॥

২২নং গীত।

এ ভাবে আর ক'দিন ও যাবেরে হারে আমার মন রসনা।
কেমন ছিলি কেমন হলি ; তা কেন ভেবে দেখ না ॥
বাল্য আর পৌগণ্ড গেল, হারে কৈশোর গিয়ে যৌবন এল,
দেহ পূর্ণ হল ; সেদিন হতে পিতৃ সম্বল ;
করলি ব্যয়ের সূচনা ॥
কন্দর্পের পঞ্চবাণে, হারে মজিয়ে কামিনী সনে,
মেতে কাম রস পানে ; পিতৃধন বিলাও গোপনে ;
গোপেতা গোপন রাখেনা ॥
সোনার অঙ্গ হল কালা, হারে চুল পাকিয়ে হল ধলা,
দাঁত রসার জ্বালা ; যে দেখাত রসের গোলা ;
সে দিচ্ছে বিষম যন্ত্রণা ॥

ফটিক বলে ও আমার মন, দেখ কত মতে যায় কত জন,
পেতে মানুষ রতন; তারক ব্রহ্ম নামের মতন;
এমন আর বন্ধু মিলে না ॥

২৩নং গীত।

(১) যেদিন সাঙ্গ হবে মন তোর রঙ্গময় ধূলা খেলা।
সেদিন ভেঙ্গে যাবে চাঁদের মেলা ॥
(কার বাড়ী ঘর কোথা রবে)
কর্ম্মদোষে ধর্ম্ম ত্যজে এ অদৃষ্ট মন্দ ;
বিভবে অনুভব করি অতুল আনন্দ ;
(সে যে নিরানন্দের মূলাধার) (ত্রিতাপ জ্বালার চরম সীমা)
অনিত্য রঙ্গেতে নিদয় হইবে ত্রিভঙ্গ ;
ভব নদীর মাঝে দেখ্‌বি বিষম তরঙ্গ ;
(সেদিন পাবিনা সে কর্ণধারে) (মন তোর বুক ভাসিবে চক্ষের ধারে)
ত্রিতাপান্ত রাধাকান্ত সুশান্ত মূরতি ;
ফটিক ভণে তারে বিনে এহেন দুর্গতি ;
(মন তোর রবে না দুঃসহ জ্বালা) (ওরে ভুলিস নারে ওমন ভোলা)
(জ্বালা রবে যে নারে) শমন (ও সেই অধর চাঁদে ধরলে)
(তারে ধর দেখি মন) (ও সেই অধর চাঁদে)
(এক বার যে ধর রে) (ও সে অধর চাঁদে প্রেমের ফাঁদে)

তান

ব্যাধি মজ্জাগত হবে যখন।
ঔষধে কি করবে তখন ॥

(২) বাসনা বাতিক জ্বরে, ধরেছে রে মন তোরে,
দিন থাকিতে কর তার উপায়। (মনরে)
(উপায় যে কর রে) (সারবি যদি ভব ব্যাধি)
বেশী দিন হইলে গত, ব্যাধি হবে মজ্জাগত,
মুষ্টিযোগে কি হবে তখন ॥ (মনরে)
(নিদানে পড়্‌বি গো) (আর নিদানে পাবিনা বিধান)
অসময় পুরাতন জ্বরে, ভাগ্যাদিতে কিবা করে,
ভাগ্য মন্দ হইবে যখন। (মনরে)
(সেদিন কে তরাবে গো) (ও সে অকুলের কাণ্ডারী বিনে)
ফটিক বলে কলির খেলা, দেখতে দেখতে ডুব্‌ল বেলা,
মন পাগেলা হল না চেতন ॥ (হায়রে)
(বুঝি অকূলে মরি গো) (নিজ গুণে তার হরি)

তান

মন তোর বৃথা কাজে দিন ফুরাল।
শেষের দিন নিকটে এল ॥

(৩) আর কিরে তোর সময় হবে।
মধুর এই হরি নাম লবি কবে ॥
মন তোর আর কি সময় হবে ;

এই বিষয় বাসনা, জালে জড়িয়ে ;
ভুলিয়ে রহিলি ভবে ; (ও মন)
ভুলে রলি ভবে—
(ভেবে তাই দেখ দেখি মন)(ও তোর এভাবে আর ক'দিন যাবে)
এই যে মূর্ত্তি মনোহর, দেখিতে সুন্দর ;
চিরদিন নাহি রবে, (ও মন)
এই যে সুন্দর ভূষণে, ভূষিত এ দেহ,
ধূলায় ধূসর হবে ; (ও মন)
ধূলায় ধূসর হবে—
(বলছ সব আমার) (এই কার বাড়ী ঘর কোথায় রবে)
(৪) এই যে মায়ার সংসার, পুত্র পরিবার ;
আমার আমার বলে সবে ; (ও মন)
যেদিন শমন কিঙ্করে, বন্ধন দিবে করে
সকলি পড়িয়ে রবে, (ও মন)
(এ সব পড়ে যে রবে) (ভাই বন্ধু সব) (ঘর দরজা)
(এই পুত্র পরিবার) (সেদিন একা একা যেতে হবে)
(অতি দৈন্য বেশে যেতে হবে) সবই পড়ে রবে—
(ভাই বন্ধু দারা সুত) এরা কেউ নহে তোর সঙ্গে যাবে
এই যে বিষয় বাসনা, ত্রিতাপ যাতনা ;
তরাতে গৌর হরি ; (দেখ)
এসে ভব নদী তটে, প্রতি ঘাটে ঘাটে,
ডাকিছে দয়াকরি ; (সে যে)

(তোরা আয় কে যাবি) (ভব পারে) (গৌর প্রেমের হাটে)
(পারের সময় গেল) পারের সময় গেল—
(এ দীন ফটিক বলে) এবার সময় থাকতে চল সবে ॥
মন তুই চেয়ে দেখ তোর, পারের সময় বয়ে গেল। হরি বলরে—

২৪নং গীত।

মন পসারি মুখে সাধুগিরি।
কাম ক্রোধের বশীভূত হ'য়ে, আমিত্ব পেয়েছ ভারি ॥
যে ভাবে তুই ভাব দেখালি,হারে সে ভাবের কাজ কি করিলি গো;
ও তুই মিছে মায়ায় বদ্ধ হলি, মরলি করে কামজারী ॥
দিনের দিনে দিন ফুরাল, ও তোর সাধের তরী জীর্ণ হল গো;
ভব পারের সময় বয়ে গেল, নদীতে তুফান ভারি ॥
বীজ অঙ্কুর হ'লে চারাগাছে, লাগে অনেক রিপু তাহার পিছে গো;
আমি সদা বলি আমার কাছে, কাছের মানুষ কাল ভারি ॥
হারে বিবেক শক্তি না থাকিলে,এবার সে হারাবে লাভে মূলে গো;
এ দীন ফটিক বলে কলিকালে, কাজে শূন্য সাজে ভারি ॥

২৫নং গীত।

মোদের ঐ স্বভাবে মরি।
দেশের ভাইকে পর ভাবিয়ে দ্বেষাদ্বেষী করি ॥
ক, খ আর এ, বি, সি, ডি, প'ড়ে ভাবি সব শিখেছি,
তমোগুণ লয়ে থাকি, সত্ত্ব গুণ পাসরি;
কর্ম্মফল পেতেছি কত; তবু বুঝতে কিছু নারি ॥

দুই একদিন পড়ে' এসে, আমাদের কর্ম্ম দোষে,
উচ্চ পদ পাই না শেষে, তুচ্ছ কর্ম্ম করি ;
অহঙ্কার ভূষণ পরে ; কি মজার বাবু সাজলেম ভারি ॥
আমাদের রাজা যিনি, গুণবান আছেন তিনি,
সেই গুণে আমরা গুণী, বুঝ্‌তে নহে পারি ;
তাই এ দীন ফটিক বলে ; নইলে গুণ শূন্য দেহ ধরি ॥

২৬নং গীত।

সুধা মাখা এই হরিনাম বল দেখিরে ও মন ভোলা।
কেন রে বেহুসে রয়েছ বসে, চেয়ে দেখ দেখি ফুরাল বেলা ॥
মায়ার নেশাতে ঘুমিয়ে থাকি, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপনে দেখি ;
পুত্র পরিবার যতনে রাখি, সকলি ফাঁকি কাজের বেলা ॥
সাধের স্বপন ফুরিয়ে যাবে, আঁখি মেলে সব দেখিতে পাবে ;
পুত্র পরিবার পড়িয়ে রবে, একা যাবি পাবি বিষম জ্বালা ॥
বড় সাধে এসে ভবের হাটে, কি অনিত্য খেলা লয়েছ জুটে ;
লাভে মূলে ধন লইল লুটে, রত্নাগারের পেয়ে কপাট খোলা ॥
ভোজের বাজী আর ক'দিন রবে,দেখিতে দেখিতে ফুরিয়ে যাবে ;
একে একে সবার যেতে হবে, কেহ আগে কেহ শেষের বেলা ॥
ঘরের ভিতরে স্বকর্ম্ম অনল, কি হইবে দিলে বাহিরেতে জল ;
ভিতরেতে যতন নাই রে কেবল, বাহিরেতে সয়না মাটীর মলা ॥
প্রাণ পাখী যেদিন উড়িয়ে যাবে, আঁখি মেলে সব দেখিতে পাবে ;
মেটে দেহে মাটী মিশিয়ে যাবে, ফুরাইবে যেদিন ভবের খেলা ॥

যতন করিয়ে রতন ভূষণ, কণ্ঠে কুতূহলে পরেছ এখন ;
শেষের দিনাগত হইবে যখন, কেড়ে নিবে গলের মতিমালা ॥
বল দেখি ভাই কোথায় ছিলে, কোথা হ'তে এসে এ সম্পদ পেলে ;
কোথা যেতে হবে এসব ফেলে, ভবের খেলার কিছু যায় না বলা ॥
ফটিক বলে শুন বন্ধুগণে, এই হরিনাম বল বদনে ;
কি করিবে এসে কাল শমনে, করে কর হরিনামের মালা ॥

২৭নং গীত।

(১) মন তোর গণা দিন ফুরায়ে যায়,
নদীর কূলে রলি কার আশায় ।
(দিন গেলে হবে না তোর)
রলি মোহ ঘুমে জেগে দেখ্‌লি নারে ;
মন তোর ভব পারের সময় যায় ॥
(জেগে দেখ্‌লি না তোর)

(২) এসব ফেলিয়া, যাইবি চলিয়া,
সেদিন তো নিকটে এসেছে ভাই ;
পুত্র পরিবার, যে আছে তোমার,
উচ্চৈঃস্বরে তারা কাঁদিবে সবাই ;
সেই কান্না দেখে কাঁদতে কাঁদতে যাবিরে ;
সে দিন কিছুই না করা যায় ॥
(অঙ্গ অবশ হ'লে)

ও মন এলি কি বলিয়া, গেলি কি করিয়া,
ভাবিয়া ভাবিয়া দেখ না তাই ;
ফটিক বলে মন, এখনও তুই শোন,
শ্রীহরি চরণ তরী কর ভাই ;
মন তোর টাকা পয়সা কিছু লাগবে নারে ;
হরি বল্লে তরী পাওয়া যায় ॥
(মন প্রাণ খুলে)
সময় যে গেলরে ; মায়া মোহে ভুলে রলি ॥
(৩) শোনরে অবুঝ মন আমার, বলি তোরে বারে বার ;
এই হরি নাম অমৃত সমান রে ॥
(কেন ভুলে যে রলি) (হরি বল্‌ব বলে এসেছিলি)
প্রেমানন্দে মুদে আঁখি, হৃদে ভাব কমলাঁখি ;
দ্বাদশ দলে দিবে দরশন রে ॥
(আঁধার দূরে যে যাবে) (সেই বিশুদ্ধ চাঁদ উদয় হবে)
মানব জনম পেয়েছিলি, বিফলে তা' হারাইলি ;
করলি কামাগুণে কাঞ্চন দাহন রে ॥
(কিছু রাখলি নারে) (দিতে পারের মাশুল কর্ণধারে)
বল বল অবিরাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম ;
বন্ধু নাই আর নামেরি সমান রে ॥
(এক বার বল দেখিরে) (হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে)
বল হরে কৃষ্ণ হরে রাম : বল নিতাই গৌর রাধে শ্যাম ॥
(১) (কিছু করিতে নারিলাম) (স্বকর্ম্ম দোষে)

কথা

অতএব আমরা ভক্তি মার্গ অবগত হয়েও সে পথে অগ্রসর হইতে পারি না কেন ?

পদ

(আসক্তি রয়েছে) (বিষয় বিভবের প্রতি)
(দারা সুত্ প্রতি জীবের)

কথা

(৫) যদি বলেন যে ছিল।

পদ

জনক রাজর্ষি যিনি, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তিনি ;
মাধুর্য্য করিল সাধন। (হারে)
(সেত এরূপে নয় গো) (কর্ম্মী জ্ঞানীর মত)
(স্বরূপে আরোপে ছিল)

কথা

(৬) অতএব সিদ্ধব্যক্তি ঐশ্বর্য্যের মধ্যে মাধুর্য্য আদায় করিতে পারেন। কিন্তু, প্রবর্ত্তের পক্ষে ঐশ্বর্য্য ভীষণ বিঘ্নজনক।

পদ

কাম নদীর তটে, যাইতে আরাম বটে ;
পিছে কাম কুম্ভীরিনীর ভয়। (হারে)
(জানিতে পারিলাম) (জানিয়া শুনিয়া কিছু করিতে নারিলাম)
পিছে কাম কুম্ভীরিনীর ভয়॥ হারে)

কথা

অতএব আমাদের যেন, কাঁচা হাতের লেখা, অক্ষর তো ভাল হয় না, তাহা জানি তথাপিও লিখিতে থাকি কিন্তু—

পদ

(আগা গোড়া ঠিক নাই) (কাঁচা হাতের লেখা মোদের)
(উর্দ্ধে চাই নিম্নে যাই)

কথা

(৭) সুতরাং পাকা হাতের লেখা হ'লে তার নাম হয় অক্ষর, আর আমাদের কাঁচা হাতের লেখা তাই সর্ব্বদা ক্ষর হইতেছে।

পদ

(জানিতে পারিলাম) (জানিয়া শুনিয়া কিছু করিতে নারিলাম)
আছে কাম কুম্ভীরিণীর ভয়। (হারে)
প্রেমের পবিত্র পথে, প্রথমে কণ্টক যেতে ;
শেষে আছে সদা শান্তি ময়। (হাঁরে)
(আর অশান্তি নাইরে) (শান্তি সুধা পান করিলে)
(আমার গৌরাঙ্গের প্রেমের হাটে)

কথা

(৮) অতএব ভাই প্রথমে নামাশ্রিত হও তা' হ'লে—

পদ

(আনন্দ হবে রে) (নিরানন্দ দূরে যাবে)
জয় রাধে গোবিন্দ বলে

২৮নং গীত।

(১) মন তুই আর কতদিন খেলবিরে এই রঙ্গ রসের খেলা
এই যে পুত্র কন্যা প্রপঞ্চ ময় পঞ্চ ভূতের মেলা ॥
মিছে মায়ার কুহকে, পলকে পলকে,
ঝলকে উঠিছে জল।
এমন সুগম সাধন, থাক্‌তেরে মন,
তরী গেল রসাতল ॥
(মন তোর উপায় কি বল)
আবার মায়া ফুলের হার, গেঁথে বারে বার,
পরেছ আপন গলে।
মন তোর নিজ কর্ম্ম দোষে, ভুজঙ্গিনীর বেশে,
দংশিবে সহস্র দলে ॥
(মরবি বিষানলে)
এই বিষয় বাসনা, ত্রিতাপ যাতনা,
পরিত্রাণ পেতে হ'লে।
এদীন ফটিক বলে তাই, ডাক ওরে ভাই,
জয় রাধে গোবিন্দ ব'লে ॥
(ডাক বাহুতুলে)

(২) মিছে মায়ার কুহকে ভুলি, স্নুধা বলে গরল খা'লি,
পিতৃধন হারালি আপন দোষে। (হায়রে)
কেবল মাতৃধনের বাহাদূরী, আগা নৌকায় চটক ভারি,
দেখলিনা মন কি হইবে শেষে॥ (হায়রে)
(একদিন দেখিতে হইবে) (নিজের দশা নিজের চোখে)
(ভাই বন্ধু সব কাঁদবে বসে)
(বিষয় সম্পদের বিপদ)
দেখলি না মন কি হইবে শেষে॥ (হায়রে)
জঠরে কঠোর জ্বালা, ভুলে গেলি রে মন ভোলা,
চিরদিন তো রবে না এমন। (হায়রে)
ঊর্দ্ধ পদে হেট মুণ্ডে, কি বলিয়া ছিলি তুণ্ডে,
সময় থাকতে কর রে স্মরণ॥ (মনরে)
পঞ্চম সপ্তম মাসে, আপন স্বভাব বশে,
অজপা জপ হইল তখন। (হায়রে)
তখন জঠর জ্বালা নিবারিতে, জগৎ বন্ধু জঠরেতে,
অবিলম্বে দিল দরশন॥ (মনরে)

কথা

তখন কি বলেছিলে ? বল্লে

পদ

(আর ভুলিব নাগো (এই বার এক বার পেলে দেখা)
(কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়ে তোমায়)
হিয়ার মাঝে বেন্ধে নিব।

(৩) জননী জঠর হতে, এসে এই অবনীতে ;
পিতৃধন অমূল্য রতন হারাইলি পথে পথে ॥
(রতন হারা হলি) হায় গো (রতনের যতন ভুলে গেলি)
পুত্রাদি পৌত্র সবে, অনিত্য সম্পদ ভবে ;
শেষের দিনে নিত্য বস্তু একে একে ছেড়ে যাবে ॥
(এসব পড়ে রবে) হায় গো (এই যে অনিত্য বৈভব ভবে)
এসে ভব নদীর কূলে, মিছে মায়ায় রলি ভুলে ;
এ ভাবে এ দিন যাবে না ডাক হরি হরি বলে ॥
(ডাক হরি বলে) হায় গো (এক বার প্রেমানন্দে বাহুতুলে)
জনম আর হবে না, এই হরি নাম বল রসনা ॥ হরি বলরে

২৯নং গীত।

এ সম্পত্তি তোমার নয়রে মন।
তুমি কার সম্পত্তি বল আপন ॥
যেদিন শমন এসে বাঁধবে কসেরে ;
কোথায় রবে পুত্র কন্যাগণ ॥
অস্থাবর সম্পত্তি পেয়ে, পুত্র কন্যা সঙ্গে লয়ে,
হলি নকল মহাজন ;
মন তুই দেখ্‌লিনা তোর কর্ম্ম দোষেরে ;
ছিল দেহ মধ্যে নিত্য ধন ॥

কর্ম্মক্ষেত্র ষ্টীমার, কোন দেশের কোন প্যাসেঞ্জার,
তুই তো চিনলি নারে মন ;
মন তুই কোন ভাবে কোন সূত্র ধরেরে ;
কর্‌লি পুত্র কন্যা নিরূপণ ॥
যার যে ভাবের অর্থ বল, টিকিট দেখি দিচ্ছে ফল,
আছে মাষ্টার একজন ;
এবার একে একে যেতে হবেরে ;
কেউ জম্বুদ্বীপ কেউ বৃন্দাবন ॥
বিশ্বরূপের আজ্ঞা পেয়ে, দুই একজনে চেতন হ'য়ে,
গেল শান্তি নিকেতন ;
এদীন ফটিকের নাই সাধন ভজনরে ;
হরি হৃদপদ্মে দাও দরশন ॥

৩০নং গীত।

কর জীবন থাকতে জীবন্মৃত সাধন শোন বলি মন।
এবার প্রকৃতির পর পারে করতে হবে গমন ॥
সহজ মানুষের সাধন, সেত সহজ নয়রে মন,
মুখে বল্লে হয় না, চাই তার কর্ম্মেরি সাধন ;
এবার চব্বিশ তত্ত্ব লয়ে কর চৌষট্টী প্রেম সাধন ॥
আছে সাধনের নিদান, প্রেম ভক্তি তার বিধান,
কর্ম্মী জ্ঞানী দূরে রয়েছে লয়ে কুল মান ;
আবার মুমুক্ষু আর মুক্ত জীবে করলনা তার নিরূপণ ॥

ক'রে মধুর প্রেম সাধন, যত ব্রজ গোপীগণ,
ফটিক বলে তারা এল নদীয়া ভুবন ;
তাইতে সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রে দীপ্ত হ'লো গুপ্ত বৃন্দাবন

৩১নং গীত।

মন চল যাই ভবনদীর পার।
ক'রে গুরুর চরণতরী সার ॥
ওসে রাধা নামের সাধা তরী হরিচাঁদ কাণ্ডারী তার ॥
হিংসা নিন্দা জাত্য বিদ্যা, মোহতঞ্চ পরিহর ;
লয়ে চব্বিশ তত্ত্ব হয়ে মত্ত সত্য গুরুর চরণ ধর ॥
কাম স্মরসা আছে বসা, সেই ভব নদীর মাঝার ;
জীবে দেখলে পরে ছায়া ধরে কায়ায় করে অধিকার ॥
গিয়া মূল সহরে মূলাধারে, কুল দায়িনীর সাধন কর ;
হ'লে সুগম হাওয়া পারে যাওয়া সুসাধ্য হবে তোমার ॥
করলি অনিত্যকে নিত্য ভেবে, আত্মহত্যা অনিবার ;
এদীন ফটিক বলে সময় গেলে কেঁদে কুল পাবিনা আর।

৩২নং গীত।

পিতৃধন করলিনা রেতুই যতন কিসে তোর মিলবে রতন।
নদীর হাওয়া গেলে বিষম বেগে দিবানিশি হয় পতন ॥
কালের জোয়ার কালে এসে, পিতৃধন সব গেল ভেসে,
কালের নিকেতন ;
এবার সময় থাকতে কর চেষ্টা যার শক্তিতে হয় যেমন ॥

কামিনীর কুহকে ভুলি, সুধা বলে গরল খা'লি,
ওরে আমার মন ;
খাঁটী সময় হ'লে লাঠি ফেলে যাবিরে যমের ভবন ॥
লাভ রবেনা কুচের কড়া, মাথার তেড়া দাঁতের গোড়া,
সব যাবে তখন ;
এদীন ফটিক বলে ফাঁদে পলে ঠিক পাবিরে পাগলা মন ॥

৩৩নং গীত

ডাক্‌লে তারে পাওয়া যাবেরে ও হারে ডাক থাকতে সময়।
অসময় ডাকিলে পরে ও তারে পাওয়া বিষম দায় ॥
হিংসা নিন্দা পরি হরি, মিলে মিশে বল হরি,
পাবি পারের তরী ; অকূলের কাণ্ডারী হরি ;
ও তারে সর্ব্ব লোকে কয় ॥
অসৎ স্বভাব না ছাড়িলে, হারে কি হয় শুধু ভাব দেখালে,
সাধুর নিশান তুলে ; বীজ বুনিলে জল জঙ্গলে ;
থাক ফসল আসল পাওয়া দায় ॥
মানুষ ব'লে কাঁদে যার মন, তাঁর হয়েছে ত্রিতাপ বারণ
পেয়ে মানুষ রতন ; ফটিক বলে ও আমার মন ;
ও আমি বলিহে তোমায় ॥

৩৪নং গীত।

চিনে ধররে মন। (তারে)
এই ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা যে সে মানুষটা কেমন ॥

হয় কোন ভাবে তার বিলাস, তারে কে করায় গমন ;
আবার কোন ভাবে তার স্থিতি হয় তাই কর নিরূপণ ॥
সেই সত্য মানুষ যে জন, সত্বায় রয়েছে সে জন,
সৎ হয়ে ধররে মন, সহজ মানুষ রতন ;
দেখে শুনে সন্ধান জেনে, কর তারে যতন ;
আঁধার ঘরে মারিসনারে পথ দেখানে জন।
অনুকূল বাতাস লেগে, সেই ভব নদীর বেগে,
সজোরে উঠল জেগে, রিপু তোর ছয় জন ;
কুমতি তোর ভার্য্যা তারে, কামে করলি রমণ ;
ঘটালি তোর বিবেক পুত্রের সেই ভাবে মরণ ॥
সবাই এক নৌকার নেয়ে, কাল স্রোতে যায় ভাসিয়ে,
যায়না কেউ উজান বেয়ে, আপনার ভবন ;
মহাকাম রূপিণী ধনী, কলির সেই মহাজন ;
তারে কাম চক্ষে করিলে দৃষ্টি জীবের সৃষ্টি হয় অকারণ
কাল স্রোতের অনুকূলে, বিশ্বরূপ বানের বলে,
সেই সাধন ভক্তির জলে, সিন্ধু করছে সৃজন ;
করে রসিক জন মকর হয়ে, তার মাঝারে গমন ;
ফটিক কিছু ঠিক পেলনা সেই সিন্ধুর এক কোণ ॥

৩৫নং গীত

মন মাঝি সৎ হবি যদি।
অসৎ সঙ্গ পরি হরি, সৎ সঙ্গ কর নিরবধি

যদি বল সৎ মানুষের কেমনে পাইব আদি ;
যেজন পরের কষ্ট বোঝে নারে, সেই জন মহা অপরাধী॥
আত্ম-অভিমানীর সঙ্গ পেয়ে বাড়ে ভব ব্যাধি ;
অভিমানে নষ্ট করে, ইষ্ট সেবা কৃষ্ট বিধি ॥
কুমতি জায়াকে লয়ে কায়া করলি কালের গদি ;
মন যদি হ'তে চাও সাধু, সুমতিকে কর সাদি ॥
রমণ বমনে বাড়ে, বাসনা বাতিক বিবাদী ;
ফটিক বলে বোকা ছেলে, স্তন পিয়ে সার ভবব্যাধি ॥

৩৩নং গীত।

কোন্ দিন যেন উড়ে ও যাবেরে, হারে মন তোর পোষাপাখী।
কাকস্থ পরিবেদনা, ভবে সকলি ফাঁকি ॥
অনিত্য সম্পদের আশে, হারে ভ্রমণ ক'রে দেশ বিদেশে,
অঙ্গ জারলো বিষে ;
গুরুর দয়া হবে কিসে, মন তোর ভক্তি ধন বাকী ॥
মনে প্রাণে ভাবি যারে, হারে সে আমারে ভাবে নারে,
দুঃখ আর বলব কারে ;
বারে বারে মন তোমারে, ও আমি আর বুঝাব কি ॥
ফটিক বলে ও গুরুধন, মিছে জ্বালায় জ্বলে আমার জীবন,
দীনের এই নিবেদন ;
দয়া ক'রে দাও শ্রীচরণ, ও আমার হৃদ পদ্মে রাখি ॥

৩৭নং গীত।

গৌর হরি বলরে মন।
সাধের দিন তো বয়ে গেল নিকটে শমন ॥
বেহুসে আর কেউ থেকনা ঘুমে অচেতন ॥
যারে বল আমার আমার, সে তোমার কি তুমি হও তার ;
কি নিশানা পেয়ে এবার কারে বল আপন ॥
দারা স্থত পড়ে রবে, কেউ নহে তোর সঙ্গে যাবে ;
একা একা যেতে হবে শমন সদন ॥
কোথায় ছিলি কোথায় এলি, কি কর্‌তে কি করে গেলি ;
স্বহস্তে মেখে চূণ কালী হলি উল্লূকের মতন ॥
ঘুচে যাবে মনেরি গোল, ফটিক বলে বল হরি বল ;
হরি চাঁদের প্রেমের পাগোল হওরে সর্ব্বজন ॥

৩৮নং গীত।

কি কর্‌তে কি ক'রে গেলি ভেবে দেখ্‌লিনা ॥
হ'য়ে স্বভাব দোষে মায়ার মুটে জুটলিরে কি কারখানা ॥
হলি যে ধর্ম্মে দীক্ষিত, কর্‌লি কর্ম্মে বিপরীত,
বিষ্ণুভক্তের বলির বিধান কোন মতে উচিত ;
আবার হিংসা নিন্দা প্রবঞ্চণা এ কোন ধর্ম্মের নিশানা ॥
দেহের মালিক সাই যে জন, তারে কর্‌লি অযতন,
কাম ক্যামিক্যাল কর্‌লি ভূষণ ত্যজিয়ে কাঞ্চণ ;
তাই যেন ঠিক কলুর বলদ ঘুরায় রিপু ছ'জনা ॥

ফটিক বলে তাই এখন, যদি এড়াবি শমন,
সময় থাক্‌তে সত্য পথে কর আরোহণ ;
ছাড়্‌লে নিষিদ্ধাচার কুটি নাটি মাটী হয় খাঁটী সোনা ॥

৩৯নং গীত

সম্‌ঝে চল মনরে এবার ।
বিষম কলির হাওয়া পারে যাওয়া ভব সাগরে বিষম
ব্যাপার ।
চেতন গুরুর কাছে জান পঞ্চ মহাভূতের বিচার ;
আত্মতত্ত্ব পঞ্চতত্ত্ব, জানলে ঘুচে যায় অন্ধকার ॥
মনহরা মনহারিণী, ইতরার্য্য কামিনী,
সুখী দুঃখী গরীব ধনী ভাল মন্দ সবাই তোমার ;
এই অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডে, যত কিছু রয় চরাচর ;
সেই সকল তোমার বিভূতি, তুমি কারে ভাবছরে পর ॥
মন তুমি খাঁটী সোনা, দ্বৈতজ্ঞান পাংশুপানা,
কর্ম্মী জ্ঞানী জীবের খানা গায় মেথনা এই দেশাচার ;
জাত কুল মান হিংসা নিন্দা, ঘৃণা ভবরোগের বিকার ;
হ'লে অদ্বৈত আগুণে দগ্ধ, সব ধাতুর বর্ণ একপ্রকার ॥
ভব নদীর পারে যেতে, কুলায় না জাত কুলেতে,
সকলি যায় একপথে ঘোষ বসু মিত্র মণ্ডল মেথর ;
দ্বেষাদ্বেষে দেশ গেল ভাই, ফটিক বলে তাই বারে বার ;
দ্বেষ ছাড় দেশ বিদেশ বাসী, নইলে বলি কলির পাঠা
কামের দুয়ার ॥

৪০নং গীত

সময় থাকতে সরল হওরে মন।
নইলে যম কিঙ্করে ছাড়বে নারে দেখে জাত কুলের লক্ষণ ॥
যদি না হলি সরল, তবে তোর সাধনের কি বল,
ভেবে দেখ তোর আমের গাছে ধ'রেছে নিমফল ;
শুধু বেশ ভূষণে সাধু হলে মিলবে না পরম রতন ॥
কর নিত্য কর্ম্ম সার, ছাড় অনিত্য ব্যাপার,
কর্ম্মের সঙ্গে রিপুগণের সম্বন্ধ অপার ;
সে সব জানতে পারে এসংসারে সুচতুর রসিক যে জন ॥
এ দীন ফটিকের বাণী, অনেক সাধু ইদানী,
বেশ ভূষণে সমাজিতায় অতিশয় মানী ;
আমি তার মাঝে এক ক্ষুদ্র প্রাণী মানে না আমার বচন ॥

৪১নং গীত

সেদিনের আর ক'দিন বাকী !
যেদিন এ প্রাণ পাখী দিবে ফাঁকি,
দারা সুত পড়ে রবে যেতে হবে একাকী ॥
মোহ ঘুমে হারায়ে চেতন, দেখতেছ এই সুখের স্বপন ;
সাধের ঘুম ভাঙ্গলে দেখবি মন, ভোজের বাজী সকল ফাঁকি
মায়িক সম্বন্ধ ধরে, আপন ভাবলি যারে তারে ;
বুঝলি না ভবের বাজারে, ঐ ভালবাসার নাম চালাকি ॥

আজ না হয় দু'দিন পরে, যেতে হবে পরম্পারে ;
কালে কালে অমর মরে, নর দেহের আর ভরসা কি ॥
ফটিক বলে বারে বারে, হিংসা নিন্দা ফেলে দূরে ;
মায়া মোহ অন্ধকারে, চলো জ্ঞানের আলো সঙ্গে রাখি ॥

৪২নং গীত

সামাল মন মাঝি নেয়ে।
নদীর বান ডেকেছে কাম পবন পেয়ে ॥
কাম নদীর তরঙ্গ ভারি, লোভী কামীর ডুবল তরী ;
আনন্দে বলে হরি, চলে যাওরে উজান বেয়ে ॥
বসে আছ কি ভেবে, আজ না হয় কাল তো যাবে ;
একে একে যেতে হবে, যে থাকবে সে দেখ্‌বে চেয়ে ॥
স্বপ্নের স্বপন সম্পূর্ণ ভুল, পুতুলে খেলায় পুতুল ;
বাতুলে ধ'রেছে তুল, খরিদ্দার সব ঠকি মেয়ে ॥
ফটিক কয় শোনরে মনা, শুধু কথায় কাজ হবে না ;
মনে প্রাণে কর সাধনা, নিষ্ঠা সরল স্বভাব লয়ে ॥

৪৩নং গীত

বৃথা কাজে দিন তো বয়ে গেল মন।
হারে মনের আনন্দে ভজ হরি তারক ব্রহ্ম সনাতন ॥
দিন তো গেল বৃথা কাজে, ধনী মানীলোক সমাজে, কতক্ষণ ;
হারে বাজলে কালের ভেরী ছল চাতুরী খাটবে না রে
মন তখন ॥

গণা দিন ফুরায়ে গেল, শেষের দিন নিকটে এল, হও
চেতন ;
হারে মন তোর সাধু গুরু বন্ধু ছিল কর্‌লি না তার
অন্বেষণ ॥
পূর্ব্বে যাগ যজ্ঞ ব্রত, এই যুগে এই নামামৃত, মহাধন ;
হারে নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল ব্রজে গেল রূপ
সনাতন ॥
ফটিক বলে যেদিন ভাল, সেদিন তো এই চলে গেল,
অকারণ ;
হারে মধুর এই হরিনাম তারক ব্রহ্ম দিন থাকিতে কর
সাধন ॥

৪৪নং গীত।

আগে আমি কে সেই তত্ত্ব জানরে মন।
নিজে নিজকে চিনলে দেখবি জগত ভরে সব আপন ॥
কে আমি ছিলেম কোথা, কেন বা এলেম হেথা ;
সেই দিকে গেলে মাথা জ্ঞান বিবেক আসবে তখন ॥
খুলে যাবে হিংসা ঠুসি, থাকবে না আর দ্বেষাদেষী ;
হয়ে যাবে মিশামিশি বাকী থাকবে তুই এক জন ॥
আগে তুমি ভালবাস শত্রু মিত্রকে, দেখি কেনা ভাল বাসে
তোমাকে ;
হাতে হাতে ফল পেয়েছে অনেকে আমি তার মধ্যে আছি
একজন ॥

অপরা বিন্তায় ভুলে, রূপ যৌবন সিমূল ফুলে ;
পায় আলতা চাবি আচঁলে মাথায় তেড়ার কি ফ্যাসন ॥
ফটিক বলে এই সকলে, তত্ত্ব জেনে মত্ত হলে ;
অনলে জলে স্থলে "হবে" গুরু ব্রহ্ম দরশন ॥

৪৫নং গীত

জীবন্মুক্ত হবি যদি মন।
চেতন গুরু কল্পতরু মূলে কর উপবেশন ॥
বেদ হতে বেদান্তাবধি, শম দম তিতিক্ষাদি,
উপরতি শ্রদ্ধা সমাধান ;
তার উপরে শুদ্ধ ভক্তি করে অবস্থান ;
তত্ত্ব জেনে মত্ত হয়ে দিন থাকতে কর সাধন ॥
কলির জীবের বিষম লেঠা, সাধন পথে দিচ্ছে কাঁটা,
বিবাদী রিপু ছয় জন ;
আগে কর বিবাদী সেই ইন্দ্রিয় দমন ;
মুক্ত ভাবে যুক্ত হয়ে প্রেম রাজ্যে কর গমন ॥
ফটিক কয় সেই স্বভাব ধর, জ্ঞান কর্ম্ম পরিহর,
ধর ধর প্রেম ভক্তি রতন ;
জয় হরি গৌর হরি বলরে অনুক্ষণ ;
হরিনামের ডঙ্কা মার দূরে যাবে কাল শমন ॥

৪৬নং গীত

মন তুই স্বপ্নের মত দেখে যাবিরে এক অচিন দেশে।
নূতন দেশের নূতন মানুষ নূতন কথা কয় হেসে ॥

নূতন দেশের নূতন রাজা, হারে নূতন বসত নূতন প্রজা,
নূতন নূতন সাজা ; দেখতে হবে নূতন মজা ;
অতি কাঙ্গালের বেশে ॥
যত কিছু বলছ আমার, হারে সকলি সরকারী খামার,
এসব মায়ার বিকার ; চেতন গুরু সংসারের সার ;
না চিনে রলি বেহুসে ॥
ফটিক কয় এই কলিকালে, হারে দেহ তরী রাগ মাস্তুলে,
বাদাম টেনে দিলে ; এদেশ সেদেশ একরূপ চলে ;
হরি নামের বাতাসে ॥

৪৭নং গীত

আগে নিগম তত্ত্ব না জানিলে রে,
পাগল মন প্রেম খুঁজিয়ে পাওয়া বিষম দায় ॥
নদীর ভাব না জেনে নামলে জলে রে ;
হারে তার জন্ম মৃত্যু কে এড়ায় ॥
হরি নাম নিলে প্রেম আসে চলে,
বুক ভেসে যায় নয়ন জলে এই ভাব টুকু মন্দ নয় ;
ও দিক মূল তত্ত্ব স্থূল না থাকিলে রে ;
নামের প্রেম কামের মধ্যে চলে যায় ॥
মধুর প্রেম আশা করি,
কলিকালের পুরুষ নারী দেহ তরণী সাজায় ;
নদীর ভাব না জেনে পাড়ি ধরে রে,
হারে তারা চিনির ভরা জলে ডুবায় ॥

ফটিক কয় বিষয় মদ খেয়ে,
আশার নেশায় রাজা হয়ে কলিকাল ঢুকেছে কায় ;
এমন সাধের জনম বৃথা গেল রে ;
দিন থাকতে ধর মন মানুষের পায় ॥

৪৮নং গীত।

ঐ চেয়ে দেখ ডুব্‌ল বেলা।
সাঙ্গ হয়ে এল ধূলা খেলা ॥
এই খেলা সাঙ্গ হ'লে, রাজ্য ঐশ্বর্য্য ফেলে ;
কে কোথায় যাবে চলে তার কিছুই যায় না বলা ॥
পড়ে মোহ অন্ধকারে, জাতি কুলের গৌরব করে ;
নিন্দা করে যারে তারে ঘটাইলি শমন জ্বালা ॥
বিষম এই ভব রোগে, জাতি কুল বিকার যোগে ;
অকালে মৃত্যু বাঘে ভেঙ্গে দিল চাঁদের মেলা ॥
ফটিক কয় এই ভবরোগে, হরিনাম কস্তুরী লাগে ;
প্রেম রস ব্রাণ্ডি যোগে পান কর্‌লে যায় সকল জ্বালা ॥

৪৯নং গীত।

হরি বল্‌তে হবে খেল্‌তে হবে যেতে হবে পারে।
যে দিন শমন দূতে আসবে নিতে কেউ ঠেকাবে নারে ॥
(সেদিন)

শুধু খেলায় হ'য়ে মত্ত, ভুলিয়ে পরম তত্ত্ব ;
ঘটেছে এই অনর্থ স্বার্থের আশা ক'রে ॥ (শুধু)

বেধে এই মায়া জালে, গিয়েছ ওজন ভুলে ;
তত্ত্বজ্ঞান আলো জ্বেলে দেখে লও ঠিক ক'রে ॥ (একবার)
বাস ক'রে মায়া পুরে, ব্রহ্মজ্ঞান বিচার করে ;
তার মত এসংসারে মূর্খ মেলে নারে ॥ (এমন)
ফটিক কয় দিন যায় চলে, কোলে আয় কোলের ছেলে ;
হরিবল সবে মিলে সত্যের আইন ধরে ॥ (এবার)

৩০নং গীত।

এ নদীর তরঙ্গ ভারি রে, মন মাঝি তোর পায় ধরি পারে চল।

এই বিষম নদীর গোলায় পড়ে রে ;
হারে তুই যাসনে যেন রসাতল ॥
অসৎ স্বভাব মদের নেশায়, দিন থাকতে দিক হারায়ে যায়,
লোভী কামীর দল ; সেই দেখা দেখি সঙ্গে থাকিরে ;
হারে তুই হারাসনে পথের সম্বল ॥
কপট সাধু যারা যারা, প্রতিষ্ঠার পাক জলে তারা,
ঘুরেছে সকল ; এবার কৃষ্ণ অনুরাগ জল ধরি রে ;
তুলে দাও অহৈতুকী ভক্তির পাল ॥
ফটিক বলে বারে বারে, স্বার্থপর অসার সংসারে,
আপন বুঝে চল ; এবার সাধুর স্বভাব ভূষণ পরিরে ;
হারে একবার প্রেমানন্দে হরি বল ॥

৫১নং গীত।

হারে তোর নিগম ঘরে তে, বাস করে কে, দেখলি নারে খুঁজিয়ে।
আগম ঘরে ঘুরে ঘুরে দিন গেল বয়ে ॥
নিগম ঘরে সাই যেখানে, দিবারাত্রি নাই সেখানে,
জ্ঞানী জন যায় ব্রহ্মজ্ঞানে, আর আসে না ফিরিয়ে ;
জন্ম মৃত্যু এড়ায়েছে সে দেশে গিয়ে ॥
সাধ করে সংসারে এসে, ছ'জনের ছয় মতে মিশে,
নিজে মর নিজের দোষে, দুঃখের অনল জ্বালিয়ে ;
সরল হয়ে জুড়াও হিয়ে শান্তি পুরে গিয়ে ॥
যত ধর্ম্ম এ জগতে, সকলই সেই একজন হতে,
এক সম্বন্ধ সব জীবেতে, আছে বিশ্ব ব্যাপিয়ে ;
খণ্ড জ্ঞানী ডুবে মরে দু'কুল ত্যজিয়ে ॥
সকল পথে তারে মিলে, হরি যীশু আল্লা বলে,
যার যার পথে যাও সকালে, মনের বিকার ফেলিয়ে ;
ফটিক বলে প্রাণ জুড়াবে সেই মানুষ পেয়ে ॥

৫২নং গীত।

হারে তোর কর্ম্মফলে মরবি জ্বলে ত্রিতাপের জ্বালায়।
এবার বিশ্রাম কর গে শান্তিপুরের সাধু সঙ্গ গাছ তলায়
বাহিরে সাধুর ভান ধরে, উপদেশ দেও যারে তারে,
প্রতিষ্ঠার জ্বালায় ;

হারে তুই পরের গর্ত্ত যাস্ বুজাতে নিজের কর্‌লি কি উপায় ॥
পরের ধন জন সম্পদ পেয়ে, অহঙ্কারে মত্ত হয়ে,
বল বেঁধেছ গায়।
ও সব পড়ে রবে যেতে হবে দীন হীন কাঙ্গালের প্রায় ॥
তুই এক জনে কর্ত্তা বলে, তাইতে কি আর ছাড়বে কালে,
অন্তিম সময়;
নিবে আত্ম হত্যা পাপ শোধিতে শমন রাজার জেলখানায় ॥
ফটিক বলে বারে বারে, ডুবিস নারে অহঙ্কারে,
কাম নদীর গোলায়;
এবার সরল হয়ে তরী বেয়ে চলে যাওরে প্রেমতলায় ॥

৫০নং গীত।

হতে হবে এমন মানুষ কর্‌তে হবে এমন প্রাণ।
চক্ষু যেমন মন্দাকিনী বক্ষ যেমন আকাশ খান ॥
মনে মুখে এক না হ'লে, দাড়ি মাঝি সবে মিলে;
সংসার সাগরের জলে কেউ পাবানা পরিত্রাণ ॥
আগে মনের মানুষ ধরে, মন প্রাণ অর্পণ করে;
শেষে পরের দুঃখ সাগরে ডুব দিয়ে কর গঙ্গা স্নান ॥
ছেড়ে দিয়ে বাঁকা তেড়া, এটে দেও ভিতর বেড়া;
গায়ের জোরে সাজলে ভেড়া নিশা পূজায় যাবে জান ॥
ধন জন এ যৌবন, জোয়ারের জলের মতন;
আসতে যেমন যেতেও তেমন চিরদিন কি রয় সমান ॥
ফটিক কয় শেষ দিন এলে, এ সুখ সম্পত্তি ফেলে;
খালি হাতে যাবার কালে সকল জাতি এক সমান ॥

৫৪নং গান।

সম্মুখে এক অকূল সাগর কেমনে যাবি পারে।
বিষয় নেশার ঝোকে জ্ঞান চক্ষে চেয়ে দেখ্‌লি নারে।
(একবার)
গণা দিন ফুরায়ে যাবে, অনিচ্ছায় যেতে হবে ;
এরা সব পড়ে রবে কেউ তো যাবে নারে ॥ (সঙ্গে)
স্বকামীর কর্ম্ম করি, নিস্কামীর ভান ধরি ;
খাটবে না জুয়াচুরি স্বধর্ম্মের বাজারে ॥ (ভাইরে)
দেখে সংসার সিমূল ফুল, মূল কর্ম্মে পড়েছে ভুল ;
খেলে ঐ সিমূলের মূল ধ্বজভঙ্গ রোগ সারে ॥ (ভাইরে)
ফটিক কয় দিন যায় বয়ে, চলে যাও সরল হ'য়ে ;
থাক্‌লে জাত কুলমান লয়ে পড়্‌বে বিষম ফ্যারে ॥
(ভাইরে)

৫৫নং গীত।

এ দেশে দরদী নাই রে ভাই।
চল আমরা দেশের মানুষ দেশে যাই ॥
মনারে ভাই—
এ সংসারে স্বার্থের পীরিত আমরা নিঃস্বার্থ প্রেম কোথায়
পাই ॥
মনারে ভাই—
সাই দরদীর মত বান্ধব এ সংসারে কেহ নাই ॥

মনা রে ভাই—
যে দেশেতে সাই দরদী সেই দেশেতে চল যাই ॥
মনা রে ভাই—
হারে সামান্য দুঃখ কেউ বুঝেনা গৌর প্রেমের দুঃখ
কারে জানাই ॥
মনারে ভাই—
ফটিক বলে মরি যে অনলে জ্ব'লে সে জ্বালা কোথায় জুড়াই ॥

৫৬নং গীত।

দিন থাকিতে নামের বাদাম টান রাগ মাস্তুলে।
হ'ক না কেন তুফান ভারি ভয় কি তুফান ব'লে ॥ (এবার)
হ'ক না কেন ভাঙ্গা তরী, গুরু আছে কাণ্ডারী ;
অনুরাগের নিরীখ ধরি তরণী দেও খুলে ॥ (দেহ)
অনন্তের ভাব সাগরে, সম্প্রদায় তুফান ধরে ;
অনেকে গোলায় ঘুরে দুই এক জন যায় কুলে ॥ (ভাইরে)
মানুষে সঁপে দাও মন, লাগবে না সাধন ভজন ;
গৌরাঙ্গের আইন এমন সহজ কলিকালে ॥ (ভাইরে)
ফটিকের সঠিক ভাষা, অনেক পথে যাওয়া আসা ;
সকলের যায় পিপাসা এক নদীর জল খেয়ে ॥ (ভাইরে)

৫৭নং গীত।

এমন দেহ তরী ডুবাস্ নারে কাম নদীর গোলায়।
বহু যত্নের ধন গুরু রেখেছে নৌকায় ॥
নদীতে জোয়ার পেয়ে, পশুগণ যাচ্ছে ধেয়ে ;
মানুষে গোন বেগোন বেয়ে পিতৃধন বিলায় ॥

সুন্দর এক দেহ পেয়ে, রয়েছ বেহুস হয়ে ;
সাধের দিন তোর গেল বয়ে আলস্য নিদ্রায় ॥
যাহাকে আপন বলে, রয়েছ মায়ায় ভুলে ;
যেতে হবে সে সব ফেলে অন্তিম সময় ॥
কাম নদীর ভাটা ধ'রে, যেও না শমন পুরে ;
প্রেম নদীর জোয়ার ধ'রে চল প্রেম তলায় ॥
ঐহিকের অর্থ বলে, কুলায় না সে অকূলে ;
নিঃস্বার্থ ভাব না হলে পারে যাওয়া দায় ॥
ফটিক বলে সাধন পথে, অভিমান থাকলে সাথে ;
সাধুর সেই কুয়াসাতে চোখের মাথা খায় ॥

৮৮নং গীত।

হাল ধরে গুরু রয়েছে বসে।
বল দেখি মন মাঝি তোর চিন্তা কিসে ॥
মায়া নদীর তুফান দেখে, যাহার প্রাণ কাঁদতে থাকে ;
গুরু তাকে বলছেন ডেকে প্রেম ভক্তি দাঁড় টান ক'সে ॥
বিচার দিগ্ দর্শন ধরে, বেয়ে যাও ধীরে ধীরে ;
পিছের দিক চাইলে ফিরে দক্ষিণে হারাবি দিশে ॥
গুরু নাম মহামন্ত্র, যোগ কর জিহ্বা যন্ত্র ;
পরিস্কার হবে অন্ত্র তন্ত্র মন্ত্র লাগরে কিসে ॥
ফটিক কয় আর ভাবিসনে, সময়ের মূল্য জেনে ;
দেও নামের বাদাম টেনে পাড়ি উঠবে এক নিমিষে ॥

৩৯নং গীত।

আর ভাবিস্ না অকারণ।
ধন্য কলিযুগে হল শ্রীচৈতন্যের আগমন ॥
অকপট ভাবে পশি, ভুলে যা' দ্বেষাদ্বেষী,
মেশামিশির মহামন্ত্র শোন ;
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় থাক সর্ব্বক্ষণ ;
শত্রুদলে মিত্র বলে কর্‌বে তোরে আলিঙ্গন ॥
তোরে বলে বলুক ক্ষুদ্র, ব্রাহ্মণ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র,
চারি বর্ণাশ্রমী যত জন ;
খাঁটী ভাবে হয় যদি স্বধর্ম্মপরায়ণ ;
কৃষ্ণ না ভজিলে তারা নরকে কর্‌বে গমন ॥
নিন্দা ক'রে নিন্দুকেরা, বোঝাই করে পাপের ভরা,
সত্য সত্য সত্য বাক্য শোন ;
সেই নিন্দা সহ্য ক'রে হবি প্রেমের মহাজন ;
তুষ্ট রুষ্ট একই কথা বলে শ্রেষ্ঠ সাধুজন ॥
সম ভাবলে নিন্দাস্তুতি, বের হইবে ব্রহ্ম জ্যোতিঃ
তমোরাশি কর্‌বে পলায়ন ;
আলোকিত দেখ্‌তে পাবি এ চৌদ্দ ভুবন ;
অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের জান্‌বি সকল বিবরণ।
বারে বারে ফটিক বলে, জন্মের মত এই সকালে,
গুরুপদে সব কর সমর্পণ :
শমন রাজা সুহৃৎ হয়ে কর্‌বে সম্ভাষণ ;
মানুষ বিশ্বাস কর যদি মানুষ হতে থাকে মন ॥

৬০নং গীত।

একবার চেয়ে দেখ্‌লি নারে।
জঞ্জালে বন্দী হলি মায়া মোহ অন্ধকারে ॥
দিন থাকিতে বুঝ্‌লি নারে সুসময় যায় স'রে;
বুঝ্‌লি না তুই বুঝবি একদিন ধরবে যেদিন কাল-ধীবরে ॥
অষ্টপাশ ভালবাসি, কপির ন্যায় হয়ে খুসী;
গলে লাল সূতার ফাঁসি, পরেছ সাদরে;
যেদিন টেনে লবে হিংসা নিন্দা জাত কুল মান ধরে;
সেদিন কেউ ঠেকাতে পারবেনারে আপন আপন বলিস যারে
সাধু শাস্ত্র যুকতি, ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ,
লয়ে তুই কুল মান জাতি যাবি কেমন করে;
আছে বেদ আর স্মৃতিশাস্ত্র বহুবিধ সংসারে;
চল মহাজনের মতে পথে ধর্ম্মরাজের আইন ধরে ॥
যে জাত কুল বলে এত, টানাটানি কর্‌ছ কত,
সে জাত কুল জন্মগত, নয়রে এ সংসারে;
তোর বাবার সঙ্গে মাটী খালি ভুল ধারণা করে;
তাই বলি মন দিন থাকৃতে শোন চল যাইরে স্কুলের ঘরে ॥
জন্ম না জায়তে শূদ্র, সে তখন অতি ক্ষুদ্র,
সংস্কারে দ্বিজ ভদ্র, বেদ অধ্যয়ন করে;
বেদ অধ্যয়ন সাঙ্গ হলে বিপ্র নাম ধরে;
শেষে ব্রহ্ম জেনে ব্রাহ্মণ হবে ব্যক্ত আছে এ সংসারে ॥

ফটিক কয় দিন থাকিতে, কর্ত্তব্যের মহা পথে,
চল সবে এক যোগেতে, তত্ত্ব বিচার করে ;
সেই ভক্তি-পঞ্চ-কণ্টক আর তোর গায় ফুটিবে নারে ;
চলে যা' প্রেম সাগরের মকর হয়ে অষ্ট পাশে নষ্ট করে ॥

৬১নং গীত।

মায়া ঘুমে কাল কাটালি রে, জেগে দেখ্‌লি নারে ওমন।
ঘুমের ঘরে নিল চোরে পিতৃদত্ত ধন ॥
সাধের ঘুম ভাঙ্গিবে যখন, চেতন হয়ে দেখ্‌বি তখন,
পরিণাম কেমন ;
সাধে সাধে বাদ সেধেছে বিবাদী ছয়জন ॥
নিত্য ধনে বঞ্চিত হয়ে, অনিত্য সম্পত্তি পেয়ে,
কর্‌তেছ গুমন ;
অহঙ্কারে মেতে মলি নিন্দুকের গণ ॥
ফটিক বলে নিন্দুক যারা, আমার পক্ষে বন্ধু তারা,
বলেছে একজন,
প্রাণ থাকিতে পাই যেন সেই প্রাণ বন্ধুর চরণ ॥

৬২নং গীত।

মন চল যাই গুরুর দরবারে।
দিন গেলে দিন আর পাবি না, সময় যায় সরে ॥
আপন ভাব্‌লি যারে তারে, দুঃখ বিনে সুখ পালিনারে ;
সেই জন্য মন বলি তোরে, চলরে ফিরে ॥

বুক ফাটে অনন্ত দুঃখে, মনের সে দুঃখ বলি যাকে ;
কুঠার মারে ভাঙ্গা বুকে, কপালের ফ্যারে ॥
অনিত্য ভাই বন্ধু যত, সুখ বলে দুঃখ দিচ্ছে কত ;
নিত্য বন্ধু গুরুর মত, কেউ মিলেনারে ॥
পারিজাত ভেবে সিমূলে, মালা গেঁথে পরে গলে ;
নিজে নিজে আগুন জ্বেলে, পুড়ে মর্লিরে ॥
মোহ ঘুমে ক'রে আরাম, হারাস্‌নে আত্ম পরিনাম ;
ফটিক বলে নামের বাদাম, টেনে দাও জোরে ॥

৩৩নং গীত।

হারে মন তুই আপন ভাব্‌লি কা'রে।
মায়া জালে বন্দী হ'য়ে থেকে মোহ অন্ধকারে ॥
পাখী বেড়ায় ঝাকে ঝাকে, ও তারা নিশিতে এক বৃক্ষে থাকে,
প্রভাতে যায় কর্ম্ম অনুসারে ;
তেমনি মত শেষের দিনে ; কেউ কারুর সঙ্গে যাবেনারে ॥
বিষয় মদে মত্ত হয়ে, হারে পরকালের পথ হারায়ে,
ডুবে মরলি বিষের সরোবরে ;
ও তুই খাঁটী সোনা ফেলে দিলি ; রংপুরের কাম ক্যামিক্যাল হেরে ॥
সুখের সময় যারা সাথী, তারা দুঃখের সময় মারে লাথি,
এমনি রীতি গুণময় সংসারে ;
ও তুই দেখে ঠেকে শিখ্‌লিনারে ; কি জিনিষ কিন্‌লি কোন্ বাজারে ॥

আত্মায় আত্মায় যোগ না হলে, হারে কোন সম্বন্ধ তারে বলে,
বুঝ্‌লি না কি ব'লে ডাকিস্‌ কারে ;
ফটিক কয় সেই পরম বন্ধু ; গুরু ভজন হল নারে ॥

৬৪নং গীত।

এখন তুই বুঝ্‌বি কেমন করে।
গাছুয়া এক পেত্নি লেগে রাত্রি যোগে ; আগে তোর দফা নিছে সেরে ॥
ধর্ম্ম অমূল্য রতন, ধার্ম্মিকের হৃদয়ের ধন,
জন্মান্ধ রত্নের যতন, জানবে কেমন করে ;
যে জন করে ধর্ম্মের সাধন ; সে জনার জানে জানতে পারে ॥
পেত্নি সুপথ ভুলায়ে, কু'পথে যাচ্ছে লয়ে,
কু'পথ সুপথ ভাবিয়ে, যাচ্ছিস্‌ গলা ধরে ;
বোঝার মত বুঝ্‌বি সেদিন ; যেদিন তুই কাঁদ্‌বি নদীর তীরে ॥
ফটিক কয় দ্রব্যগুণে, আকর্ষিত জীবগণে,
কোথায় যায় কেউ না জানে, হরষিত অন্তরে ;
বিফলে যায় সাধের দিন ; এদিন তুই আর পারিনে ফিরে ॥

৬৫নং গীত।

কার আশায় কি ভাবছ বসে বেলা ডুবে যায়।
এই সকালে কোলের ছেলে, কোলে ফিরে আয় ॥
স্থূলের ফুলে মন ভুলিলে, ভুল সারে না কোন কালে ;
সূক্ষ্ম ধরে ঘরে এলে, যন্ত্রণা জুড়ায় ॥

নূতন ভাল বেসে বেসে, বেধেছ এই অষ্টপাশে ;
কাল পেয়ে কাল ধরবে কেশে, কর্‌বি কি উপায় ॥
গুরু কর্ম্ম আমা হ'তে, হ'ল নারে এ জগতে ;
বিশ্বরূপ এই দিন থাকিতে, পার কর আমায় ॥
ফটিক বলে বুঝ্‌লি না মন, কি কর্‌তে কি কর্‌লি এখন ;
খাঁটী বুঝ বুঝবি যখন, হবি নিরুপায় ॥

৬৬নং গীত।

কার সঙ্গে তুই কর্‌তেছিস্‌ কি খেলা।
দিন থাক্‌তে তুই বুঝ্‌লি নারে মন ভোলা ॥
আশার আশে ভবের হাটে এসেছিস্‌ একেলা ;
শেষে খামার বিষয় আমার বলে বাধালি বিষম জ্বালা ॥
মিছে আমার আমার আমার বলে বন্ধু জুটালি মেলা ;
ভবে কেবা আমার কেবা খামার ঠিক পাবি যাবার বেলা ॥
এই যে টাকা কড়ি পাকা বাড়ী ঘর দরজা মেলা ;
তোর ভাগের ছেঁড়া কাঁথা ভাঙ্গা কলসী পড়ে রবে
তুলসীতলা ॥
ফটিক বলে বুঝলিনারে বোকা মন পাগেলা ;
হারে তুই এই বেলা বল হরি বল রবেনা শমনজ্বালা ॥

৬৭নং গীত।

মন সঁপেদে মন মানুষের চরণে।
এল শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ ভূভার হরণে ॥

চাস্ যদি তুই পরমার্থ, চেতন গুরু ক'রে বর্ত্ত,
সঁপেদে অনিত্য অর্থ, পরমার্থের কারণে ;
তাতে না হলে মতি, নষ্ট হয় নিষ্ঠা রতি ;
নরকে হবে গতি মরণে ॥
ঘোর কলি তোর বন্ধু যিনি, সে হয়েছে আসল শনি,
তার বাসনা দিন যামিনী, শিরোমণি হরণে ;
বাধায়ে দিয়েছে ফের, বুঝিতে বেধেছে জের ;
শুধু তোর চঞ্চল চিত্তের কারণে ॥
কথায় সাড়ে ষোল আনা, কাজে এক রতি মেলেনা;
ইদানীতে গেল জানা, বেচা কেনার ধরণে ;
ফটিক কয় নৈষ্ঠিক হ'য়ে, নামে প্রেমে যা' মাতিয়ে,
ব্যাপার নাই অন্য ক্রিয়া করণে ॥

৬৮নং গীত।

ইতর জীব হ'তে কিসে নিকৃষ্ট হয় নর।
জাতি কুলের ধূলা পড়ায় কুলাবে না আর ॥
যাহারা মেথর হয়, ভোর বেলা বিষ্ঠা বয় ;
শেষে গঙ্গা জলে স্নান্ করিলে পবিত্র অন্তর ॥
যাহারা এসংসারে, জাত কুলের গৌরব করে ;
তাদের হিংসা নিন্দা বিষ্ঠা পূর্ণ সর্ব্ব কলেবর ॥
মাছি গিয়া বিষ্ঠা হ'তে ভাত খায় ভট্চার্য্যির সাথে ;
সে কি পা'ধুইয়া বসে গিয়া ভাতের উপর ॥

বিড়াল গিয়া পাকের ঘরে, আগে খেয়ে প্রসাদ করে ;
শেষে প্রসাদ পায় এই লোক সমাজে এমনি ব্যবহার ॥
হিন্দুর হুকা হিন্দু ধরে, তাহাতে জল যায় ম'রে;
আবার সেখের জল মিশান দুধ খুব ধাতু পুষ্টিকর ॥
গাড়ী আর ষ্টীমারে, মহোৎসব একাচারে ;
বাড়ী এলে ভুলে যায় সেই শ্রীক্ষেত্রের ব্যাপার ॥
তীর্থে এক ব্রাহ্মণ ধরে, সব জাতি শ্রাদ্ধ করে ;
শেষে ঠাকুর বলে এখন যার যার বাবার নাম সেই কর ॥
ছুৎমার্গ কলিকালে, পাড়াগায় সকল ফুলে ;
এদিক' পদ্ম ফুল আর বেলের পাতা জাত কুলের অমর ॥
তাই বলে বিশ্ববন্ধু, মিলন হও সকল হিন্দু ;
তা' হ'লে এসংসারে কেউ থাকবে না পর ॥

৬৯নং গীত।

জাতি জাতি ক'রে যেতেছ কোথায়।
আর্য্য ঋষিমত, ভুলে স্বীয় পথ, যেওনা যেওনা শমনালয় ॥
পুরাকাল হতে কর্ম্মগত জাতি, মো' সম মূর্খেরা জানে না সে রীতি ;
তাহাতে আজ এই অসীম দুর্গতি, ভুগিতে ভুগিতে জীবন যায় ॥
দেখ হে ন শূদ্রা ভগবস্তক্তা, লিখিলেন বায়ু পুরান বক্তা ;
বুঝিতে আমরা অতি অশক্তা, তাই দ্বেষাদ্বেষে এদেশ যায় ॥

তপস্যা ত্যজিয়া ব্রাহ্মণেরগণ, প্রাণপণে করে চাকরী অন্বেষণ;
ষ্টীমার গাড়ীতে একত্রে ভোজন, কিসে জাতি কুল থাকে বজায় ॥
অখণ্ড অসীম ভারত শকতি, খণ্ড করিয়াছি ক'রে জাতি জাতি ;
বিশ্ববন্ধু বলে মিলে শীঘ্রগতি, আপন শকতি ধর ত্বরায় ॥

৩য় অধ্যায়।

ভাবতত্ত্ব গীতি।

১নং গীত।

গৌর প্রেম নদীর জলে পাষাণ গলে মন গলে না।
ওসে নদীর জলে তুফান খেলে সকল জলে ঢেউ উঠে না॥
যে আগুন জলে জ্বলে, তাইতে না তুফান খেলে,
সব যায়গায় সে ভাব হলে, বেগ থাকে না;
ও তার যেখানের জল হয়রে শীতল সেখানে আর ঢেউ
থাকেনা॥
নদীর জল কঠিন ছিল, কলিতে তরল হল,
তরঙ্গ বয়ে গেল, জ্ঞান হলনা;
কমলে কণ্টক যারা নয়ন তারা কণ্টক বৈ ভাল বাসে না॥
কুলেতে যে যে ছিল, অনেকের কুল ভাসিল,
সে কুল গেল, কুল রল না;
এদীন ফটিক বলে এই কপালে সাধন ভজন আর হলনা॥

২নং গীত।

এই ভবের বাজারে।
কেউ বিষ খেয়ে বিষ হজম করে, কেউ অন্ন হজম করতে
নারে।
তাড়ুয়ায় যেমন খায়রে বিছা, আর কোন্ পাখী তা' পারে;
ওসে যেমন পক্ষ, তেমনি ভক্ষ্য, কাকে কি তা খেতে পারে॥

যে পাখীর হয় যেমন হিয়া, চেনা যায় আহারে ;
দেখ বিষ খায় শিখী, আমরা দেখি, বিহঙ্গে খায় মূষিক ধরে ॥
এদীন ফটিক বলে গেলি ভুলে, কি বল্‌ব মন তোরে ;
দেহ ভাব্‌লি আমার, কর্‌লি খামার, মালিক মার্কা চিন্‌লি নারে ॥

৩নং গীত

কেন ভাই ঠিক বলনা, সব ছলনা, মন ভাল আমি ভাল না।
প্রথমে যৌবন জোরে, পরের ঘরে, মনকে যেতে দেও মন্ত্রণা ;
এখন শেষ বেলাতে, যাও সুপথে, আগের কথামন ভুলেনা ॥
প্রথমে রোগ হলে, ঔষধ খেলে, তা'হলে তো রোগ থাকেনা ;
শেষে হয় বিকার ভারি,খায় কস্তুরী, ভব ব্যাধি আর সারেনা ॥
করতে চাও নিত্য খেলা, শেষের বেলা, জপের মালা ঠিক হবে না ;
তাই বলে এদীন ফটিক, হতে চাও ঠিক, দেহের তো বিকার গেলনা ॥

৪নং গীত।

এবার ধরবি যদি পারা।
আপন বুঝে, দেখ না খুঁজে, এ ব্রহ্মাণ্ডে আছে কারা ॥
সে যেমন রস, ধর্‌গে সে রস, আর একরসের দ্বারা ;
শুধু পানের রসে, সে রস মিশে, অন্য রসে যায় না ধরা ॥
যার কাছে, সে পান আছে, জিতেন্দ্রিয় তারা ;
এদীন ফটিক বলে, এই সকালে, উচিত পানের চেষ্টা করা ॥

৫নং গীত।

চক্ষু থাকতে কানা।
শোনরে অন্ধ, মন কি মন্দ, নিজে করিস্ অসৎ পানা
নাক থাকিতে নিঃশ্বাস বন্ধ সে সন্দ দেখ না ;
পরম চিনে, দেখ না শুনে, দশেন্দ্রিয় কেউ পথে না॥
ফটিক বলে কলির ছলে, কর্‌লি বাবুয়ানা ;
হিসাব ক'রে, দেখ্‌লে পরে, ধন থাকিতে হলি দেনা॥

৬নং গীত।

যে ফাঁসি বেধেছে গলে ভেবে চিন্তে ঠিক হল না।
নিজের ফাঁসি নিজের গলে তাই বুঝে কেন মন চলনা॥
যত মরি আবার আসি, কর্ম্ম সূত্রে পাকাই ফাঁসি ;
সাধ করি পাতিলাম ফাঁসি পেতে সুফল আর হ'ল না॥
বড় সাধ করে পাতিলাম ফাঁসি, বাধল নিজের গলে আসি ;
শেষে হলেম ফাঁসির দাসীর দাসী কসে বই তা আর খসেনা
বেধে ভবের উল্টাপাশে, যত টানি তত কসে ;
ভেবে চিন্তে পেলেম দিশে বেহুসে মন আর থেক না॥
এদীন ফটিক বলে বুঝে চল, না বুঝিয়ে সকল গেল ;
এবার দিন থাকিতে আঁধার হল হরি বলা আর হ'ল না॥

৭নং গীত

জীবের বুঝা বিষম দায় ;   তারা যাকে বলে প্রাণ ধন.
ত্রিগুণ ধরা, কি প্রখরা, মায়াতীক্ষ্ণ শরাসন ॥
হাস্যাননে জীবগণে, শরাসনে সমাগত,
যত বিদ্ধে তত সুখী, কভু হয় না দুঃখান্বিত ;
সে দিন তো হতেছেগত, দেখে নাকি দিনাগত ;
এলে দিনকরসুত, ত্রিতাপের তাপ ঘন ঘন ॥
দেখে রঙ্গ হয় আতঙ্ক, এ প্রসঙ্গ কুহক করা,
ভোজের বাজী দেখে রাজী, বিষামৃতের একটী ধারা ;
ঐ বাজী শিখিলে পরে, বাজীকর তো হ'তে পারে ;
চেষ্টা নাই তা শিখিবারে, অনিত্যতে প্রাণপণ ॥
যে প্রকারে এ সংসারে, জীবে করে যাতায়াত,
পেতেছে দৈনিক পরিচয়, তবু হয় না দৃষ্টিপাত ;
যে জন এসব অবগত, ভেবে তারে মনের মত ;
এদীন ফটিক হয় তার পদানত, একবার পেলে দরশন ॥

৮নং গীত।

কি খেলা খেলেছেন হরি বিষামৃত একাধারে।
এক নদীর জলে সাঁতার খেলে, কেহ অমর কেহ মরে ॥
নদী এক নামেতে অভিহিত, সংখ্যা তাহার অগণিত,
জীব জন্তু মধ্যস্থিত, দেখ নয়নে !

কারুর হয়ে ঘোর কুয়াসা চিনতে নারে নদী নীরে,
ক্ষুধার ছলে সুধা ফেলে, ডুবে মরে সে সুধানীরে ;
ফটিক বলে নিজে ম'লে, বল কেবা তরায় তারে ॥

৯নং গীত।

হ'ল ভবের হাটে ব্যাপার করা কি ভীষণ দায় গো।
হাটের খাজানা কড়া ব্যাপার ছাড়া দেড়া দ্বিগুণ হয় গো। ॥
জীবে ভবের হাটে খেটে খেটে ব্যাপার করে লুটে জুঠে,
হায় গো ;
দিতে বাজে তোলা ফুরায় গোলা এক তোলা না রয় গো ॥
রোজ দু'তিন বারে ইজাদ্দারে, হাটে খাজনা আদায় করে,
হায় গো ;
চালান যাহা থাকে দিয়ে তাকে তবু দায়ী হয় গো ॥
বাজারের ভাব জানে যারা, খাসে খাজানা দিচ্ছে তারা,
হায় গো ॥
এদীন ফটিক বলে এরূপ হলে ব্যাপার করা যায় গো ॥

১০নং গীত।

এ সব মায়ার পুতুল খেলা।
এক হাতে ভাঙ্গছে গৃহ আর এক হাতে প্যালা ॥
ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোমে, পুতুল অতুল এই ভূমে,
স্বকীয় কর্ম্ম ক্রমে, ভ্রমে কর্ম্মতলা ;
গুণের গুণ করিয়া ত্রিগুণ ; করেছে আচ্ছা মজার মেলা ॥

কাণ্ড করেছে ভারি, ব্যাপিত ব্রহ্মাণ্ড ভরি,
সে কর্ম্মের বাহাদুরী, বুঝে, যায় না চলা ;
তাহার সে মূল ঘটনা ; মুখে যায় না বলা ॥
পুতুল তার হাতের পরে, নেচেছে ঘুরে ঘুরে,
রয়েছে জোড়া ধরে, বিবেক শক্তি ভোলা ;
ফটিক তাই ভেবে বলে ; দিন থাকতে ডুবায় সাধের বেলা

১১নং

চক্ষের কাছে থাক্‌তে মানুষ চেনা নাহি যায় রে ॥
মানুষ চেনা বিষম দায় রে।
বাসনা বাতিক কড়া, আসল বাতুলের গোড়া,
মূলে ঠিক মুটে ঘোড়া, বৃথা কষ্ট পায় রে ;
বিষয় বিষ খাচ্ছ ভাল ; অমৃত ফল প্রায় রে ॥
দিনকরসুতদূতে, যেদিন আসিবে নিতে,
কর্ম্মভার সমর্পিতে, পুত্রগণ ডাকয় রে ;
মনে যা' আসবে তখন বলা নাহি যায় রে ॥
ভাব দেখে ফটিক বলে, মন চল এই সকালে,
ভব নদীর উল্টা জলে, তরী ডুবে যায় রে ;
দিন থাকতে ধরলে পাড়ি ; ভবনদীর জলের ঠিক সে
পায় রে

১২নং গীত।

ঘুণ লাগলে কাঁচা বাঁশে।
মানে না মন্ত্রৌষধি ধরবে আসে আসে ॥
নদীতে জোয়ার পেয়ে, যে জনে যাচ্ছে বেয়ে;
সে যে হয় উত্তম নেয়ে, শাস্ত্রে তাই প্রকাশে;
ভাটার সময় ছাড়লে তরী; তার তরী কাম গোলায় বিনাশে ॥
ভেবে দীন ফটিক বলে, দিন থাকতে মনে হলে,
দগ্ধ ত্রিতাপানলে, হতে হয় না শেষে;
না বুঝে সে সব কারণ; সে জনা ভ্রমে দৈন্য বেশে ॥

১৩নং গীত।

আমার মন হল পাগল।
বিষ্ণুতৈল কত; মেখেছি সতত; তবু কয় বল হরিবল ॥
কি জানি কি ভাবে, এসে এই ভবে, কি ভাব ভেবেছ
অবিরল;
পেলেম না তার অন্ত, মরিলাম নিতান্ত; খেয়ে হলাহল ॥
নিজ কর্ম্মযোগে, এ বিষয় ভোগে, রোগে শোকে দেহ
রসাতল;
বলেছে ফটিক, হতে হলে ঠিক; খেও নারে বিষয় ফল ॥

১৪নং গীত।

আত্মারাম শুন ওরে ভাই।
জ্ঞান চক্ষু মেলিয়া; দেখিলাম ভাবিয়া ; তোর মত কেহ নাই ॥
তুমি মম সম, অতি প্রিয়তম, মহামন্ত্র দিচ্ছি তাই ;
হরে কৃষ্ণ নাম, জীবের মোক্ষধাম ; বিনে গতি নাই ॥
ক্ষণ সুখের তরে, বহু কষ্ট করে, তাহাতে সুফল নাই ;
ফটিক বলে ভায়া, কাটা বৃক্ষের ছায়া ; মৃত্যু ভয় এড়ান নাই ॥

১৫নং গীত।

রঙ্গ করছে রসিক রাজা।
এই সব গাছের ক্ষতি করে অতি রস নিয়ে দেয় সাজা ॥
দেখ্‌সে আয়, নগরবাসী হায় কি মজার মজা ॥
গাছ মাত্র কেটে একদিন, রস তুলে লয় চিরদিন,
এ ভাবটা আর কতদিন, যায় না সে সব বুঝা ;
মায়া ভাঁড় বেঁধেছে গলে ; তাই মোরা দুধ বেঁচে খাই গাঁজা ॥
সেই মায়া জালে বেধে, আপন রস দিয়ে সেধে,
কাঁদে ত্রিতাপ রোগের খেদে, খুঁজে পায় না ওঝা ;
কেঁদে কেঁদে যায় রে জীবন ; দুবেলা খেয়ে পটল ভাজা ॥
ফটিক কয় আত্ম হসি, করে লও বিবেক অসি,
দ্বেষাদ্বেষ তমঃ নাশী, হওরে মহা তেজা ;
নইলে কি হবে রে জান ; যৌবনে বাঁকা হবে মাজা ॥

১৬নং গীত।

কি দোষে লাগল নারে আমার গায়।
ও সে প্রেম বাতাসে পাপী তাপী তরে যায়॥
ওরে লোভে খেয়ে বিষয় ফল,
রাত্রি দিন মন চঞ্চল, আমার চিরকাল;
হয়ে চিন্তাকুল, সকল অকূল, আমার ব্যাকুল কায়॥
ওরে সদায় জ্বলেছে যে অনল,
স্বহস্তে দিলাম জল, হয় না কোন ফল;
সে অনল জলেতে দ্বিগুণ হয়ে, অঙ্গ জ্বলে যায়॥

১৭নং গীত।

এই সব শুধু ভোজের বাজী।
জেনে শুনে কিসের গুণে তবু হচ্ছ রাজী॥
না বুঝে মূলের সূত্র, কারে বলিস কন্যা পুত্র,
নিজে তুই নিজের শত্রু, দেখলি না মন পাজি;
পরের ভাবনা ভাবতে ভাবতে; তোর তরী ডুবল রে মন মাঝি
বিশুদ্ধ ভক্ত যারা, অতিশয় চতুর তারা,
সংসার সাগরে তারা, পাঁকাল মাছ প্রায় সাজি;
যক্ষ্মায় পেয়েছে রক্ষা; লাগবে না বৈদ্যের কবিরাজী॥
বিষয় আসক্তি আশা, সেই আশায় যাওয়া আসা,
ফটিকের সঠিক ভাষা, হওরে কাজের কাজী;
আমি তাই ঠিক পেয়েছি; এ ভবে আর কিরে সংসাজি॥

১৮নং গীত।

ব্যাপার করা সহজে না যায়। (রে ভবের হাটে)
লাভের আশে দোকান খুলে, আসলে হারায় ॥
দিন কেটে যায় নদীর কূলে, ব্যবসার ঠিক হয় না মূলে ;
অসময় দোকান খুলে, ওজন ভুলে যায় ॥
সুচতুর দোকানী যারা, ব্যবসার ভাব জানে তারা ;
কোন মালে যায় ব্যাপার করা, তারা সে ঠিক পায় ॥
ফটিক বলে শোনরে ওমন, সময় হলে আসবে শমন ;
কোথা রবে শমনদমন, দেখা পাওয়া দায় ॥

১৯নং গীত।

একা একা ঘুরে বেড়াই রে আমার কেউ তো হল না।
আমি দেশ বিদেশে ঘুরেবেড়াই, মনের মানুষ মিলে না ॥
(এদেশে)
মনের মানুষ দুই এক জনে, দেখা দিয়ে চোখের কোণে,
লুকায় আর তো দেখি না ;
ও তারে ধরব ধরব আশা ক'রে, ধরার সময় ধরলেম না ॥
(ওতারে)
আমার মন যেতে চায় জেনে শুনে, টান বেধে যায় কর্ম্মগুণে,
তাইতে ঘুণে ছাড়ে না ;
এদীন ফটিক ভণে ধরলে ঘুণে, চুণের জলে মরে না ॥ (সেঘুণ)

২০নং গীত।

হরি বলরে ও প্রাণ পাখী।
যার ভাবনা সেই সেই ভাব, কার কত দিন বাকী ॥
আর কতদিন রবে এদিন, বেশী দিন নাই বাকী ;
হরি নাম সুধা পান কররে প্রাণ, আর যতদিন থাকি ॥
তোরে সমাদরে যতন ক'রে, হৃদ্ পিঞ্জরে রাখি ;
এবার তাপিত অঙ্গ শীতল কর, কৃষ্ণ ব'লে ডাকি ॥
মূল ধরে' স্থূল করেছে যে তার ফল পেতে নাই বাকী ;
দীনহীন ফটিক বলে, সেই ভাবে ভাব রাখি ॥

২১নং গীত।

হারে প্রেমিক না হ'লে তা' কেউ জানতে পারে না।
(মূল সাধন)
ও সে কামুক পাড়ার মধ্যে আছে, প্রেমিক পাড়ার কারখানা ॥
কামুক পাড়া বলে যারে আছে প্রেমিক পাড়া তার মাঝারে গো ;
কামের মধ্যে প্রেম রয়েছে, কাম ছাড়া প্রেম থাকে না ॥
আগে চেতন গুরুর বাক্য ধরে', শেষে ডুবদিতে হয় কাম-সাগরে গো ;
ও যার আসল নিরীখ ছুটে যাবে, প্রাণ ত্যজিবে সে জনা ॥
চেতন মানুষের আছে উক্তি, হারে শক্তি হতে ভক্তি মুক্তি গো ;
এদীন ফটিক ভণে, তার সাধনে, আছে অনেক কল্পনা ॥

২২নং গীত।

ভাল বাসা দিয়া আমি বাজার মিলাই।
ভালবাসাবাসী আমি ভাল বাসি তাই ॥
উল্টা গাছে ধরেছে সেই ভালবাসা ফল,
কোন কোন গাছের ফল শুধু হলাহল ;
বেছে বেছে তুলো ফল, খেয়োনারে হলাহল ;
ঐ ফল খেয়ে বল হারাল সবাই ॥
ফলাফল জানিয়া ফল করিলে আহার,
বিষ ফলের অমৃত গুণ একি চমৎকার ;
কাম গন্ধ থাকলে ফলে, কোন ফল হয় না ফলে ;
খেলে বিষ ফলে ফলে ফটিক বলে তাই ॥

২৩নং গীত।

প্রেম করিও প্রেমিক চিনে কৃষ্ণ প্রেমিক যারা।
কর পরকীয়া প্রেমের সাধন চাতকিনীর ধারা ॥
সুজনে সুজনের সঙ্গে, প্রেম করিলে মনরঙ্গে,
ভব নদী যায় তরা ;
করলে কুজনে কুজনে প্রেম দুজনে যায় মারা ॥
চণ্ডীদাস আর রজকিনী, বিল্বমঙ্গল চিন্তামণি,
প্রেম করেছে তারা ;
তারা দুই যোগে এক যোগ করেছে সাক্ষী নয়ন তারা ॥
প্রেম সাগরের কূলে বসে, কাল কাটায়ে কামের বশে,

হল জীবের দফা সারা ;
ফটিক বলে প্রেম না হলে যাবি সেই নদীতে মারা ॥

২৪নং গীত।

সুখ দুঃখ আর চিরকাল থাকে না।
চিরকাল সুখে রবি তাই ভাবিলি করে ভুল ধারনা ॥
সংসার নয় সুখের কাণ্ড, বিষময় বিষের ভাণ্ড,
খেয়ে মরে পাষণ্ড, সাধুজন মরে না ;
ছেলে মেয়ে আমার বাড়ী, আমার পালঙ্ক বিছানা ;
এই আমার আমার শব্দ কয়দিন ভেবে কেউ দেখে না ॥
মিছে সব বলছ আমার, ও সব সরকারী খামার,
নিজের এই দেহটী কার, তার কিছু জান না ;
এই দেহে যে আছে তোমার, বল সে মানুষ কেমন জনা ;
সে মানুষ সাকার কি নিরাকারে চিনে কেউ ধরে না ॥
ফটিক কয় এই বয়সে, দেখলেম সংসারে এসে,
যে ছিল দৈন্য বেশে, অন্ন যার জুটে না ;
আবার সেজন গিয়ে উচ্চ পদে, করে তুচ্ছ বাবুয়ানা ;
শেষে তিন চার তালা দালান দেন সব বিধাতার ঘটনা ॥

২৫নং গীত।

এল হরিচাঁদের প্রেমের বন্যা নদীয়ায়।
ওরে কত কর্ম্মী জ্ঞানী ধনী মানীর জাত কুল মান ভেসে যায় ॥

সুসন্ধানে রসিক নেয়ে, রাধা নামের বাদাম দিয়ে,
উজান বায় ;
ওরে তারা পঞ্চগুণে পাছা নৌকায় হাল ধরে বাদাম খাটায় ॥
স্বরূপ গঞ্জের জলের ধারে, পাক পড়েছে নূতন চরে, হায়রে
হায় ;
ওরে তথায় স্পষ্টরূপে অষ্ট তুফান পরব্যোম উপরে ধায় ॥
ফটিক বলে রসিক নেয়ে, সেই তুফানে অবাক হয়ে, জ্ঞান
হারায় ;
ওরে তার দাড়ি মাঝি কাজের কাজী হাল ছেড়ে পড়ে
গোলায় ॥

২৬নং গীত।

আমি নদীর কূলে বসে দেখি।
কাজে শূন্য সাজে ভারি, কি মজার জবা তুরা পাখী ॥
জাহাজ ডুবে নদীমরে, ও তারা ক্ষতিগ্রস্ত পরম্পরে, সুখে
দুঃখী ;
কত রঙ্গের জাহাজ গেল মারা, ফল্গু নদীর চরে ঠেকি ॥
এক রাক্ষসীর ছয়টী ছেলে, করে জল কেলী সেই নদীর
জলে, তারা থাকি ;
স্থূল তটস্থ বদ্ধ জীবে, তারা দিচ্ছে বিষম ফাঁকি ॥
সহজ প্রেম করব বলে, সাধে নেমে কাম সলিলে, সুখে দুঃখী
আবার চেতন গুরুর বাক্য ধরে, এই ভবে দুই একজন হয়
সুখী ॥

ফটিক বলে বারে বারে, ও তুই পেয়ে রতন হারাস্‌নারে,
ও মন পাখী ;
শ্রীগুরুগোবিন্দ পদে, চল মতি গতি রাখি ॥

২৭নং গীত।

ধরগে আগে মনের মানুষ চেতন গুরু ক'সে।
কথার মানে স্থষ্টির মূড়া পাবি জায়গায় বসে ॥
যেও না কাম কূপের ঘাটে, বসে থাক প্রেমের মাঠে,
ও সেই রসিক রাজার দেশে ;
ও তোর তাপিতাঙ্গ শীতল হবে সেই দেশের বাতাসে ॥
কামের নেশায় চঞ্চল গতি, অটল পথে যায় না মতি,
মন তোর ভুল সারিবে কিসে ;
যদি ঘাটে পথে মিলে রতন তবে দুঃখী রয় না দেশে ॥
নয় কুসুমে একটী ডিম্ব, অনন্ত তার প্রতিবিম্ব,
সেত রয়েছে সব দেশে ;
করে পক্ষ দলে দুনিয়া পয়দা ফটিক কয় আভাষে ॥

২৮নং গীত।

প্রেমময়ীর প্রেমের দোকান সেই প্রেমের বাজারে।
যে প্রেমেতে বংশীধারী ধারে রাধার ধারে ॥
স্থূল প্রবর্ত্তে সিদ্ধি যারা, সেই দোকানে গিয়া তারা,
প্রেমের কেনা বেচা করে ;
কত কর্ম্মী জ্ঞানী হল ধনী সেই ধনীর কারবারে ॥

ধনী আছে নয়ন মেলে, খরিদ্দার দোকানে গেলে,
আগে রূপের পরক করে ;
শেষে নয়নে নয়নে তারা নিক্তির ওজন সারে ॥
সেই ধনীর বিভব নেহারি, ফটিক বলে বিনয় করি,
প্রেম রসের দোকানীরে ;
এবার কৃপা করি চরণ তরী দেও ধনী আমারে ॥

২৯নং গীত।

মন প্রাণ যে সঁপে দিছে সেই চেতন মানুষে ॥
সদা মানুষ বলে কাঁদে তার প্রাণ ঠিক থাকিবে কিসে ॥
পিপাসাতে প্রাণ বিদরে, নদীর নীর দেখিলে পরে,
তারা বিষাদ নীরে ভাসে ;
ওসে চাতকিনীর মত থাকে আশা পথে বসে ॥
মানুষ ভজন মানুষ পূজন, মানুষ ভজে হয় মহাজন,
কথা কয় রসিক মানুষে ;
এবার মানুষে না হলে রতি গতি হবে কিসে ॥
গোসাই বিশ্বরূপে বলে, শ্রীগোবিন্দের চরণ তলে,
ফটিক থাকরে হরিষে ;
ও তোর তাপিত অঙ্গ শীতল হবে সহজ প্রেম বাতাসে ॥

৩০নং গীত।

অনুরাগীর অনেক নিশানা।
সাধুর চাই সাধন ভজন মুখের কথায় কাজ হবে না ॥

অনুরাগী হয় প্রবর্ত্ত, তার কাছে নাই অনর্থ ;
সে জানে সকল অর্থ ; অনর্থের আর ধার ধারে না।
গাছ রোপি বসে থাকে, গাছের গোড়ায় যো রাখে ;
যেমন গাছ তেমনি থাকে ; ফুল ফোটে তার ফল ধরে না ॥
অনুরাগীর অঙ্গের দ্যুতি, কমল হতে কোমল অতি ;
বাঁকা চোখের পাকা জ্যোতিঃ ; কোন দিন তার যুত
ভুলেনা ॥
কর্‌তে গিয়ে নিস্কাম সাধন, স্বকামে হয় জীবের পতন ;
কথায় শোনা যায় যেমন ; কাজ মেলে কর্ম্মী মেলে না ॥
ফটিক বলে বিনয় করে, প্রেম রসের খরিদ্দারে ;
বিশ্বরূপ বিশ্ব ভ'রে খুলছে রসের দোকান খানা ॥

৩১নং গীত।

টিকিট মাষ্টার বড় ভাল।
তার স্বভাব দেখে অভাব আমার সেই সময় দুর হয়ে গেল ॥
সুমতি আর বিবেক পুত্রে লয়ে যাব আশা ছিল ;
তার কান্নায় করে মায়া আমার জায়া গোল বাধায়ে দিল ॥
দশেন্দ্রিয় মহালেঠে ভূতের বেগার খেটে গেল ;
তাদের নিত্য কর্ম্ম শেষ না হতে মেল মিক্সড্ সব ছেড়ে দিল।
ফটিক বলে ঘোর জঞ্জালে দিন ফুরায়ে এল ;
তাই দেখিয়ে দয়াল গুরু জ্বেলে দিলেন জ্ঞানের আলো ॥

৩২নং গীত।

মনের মানুষ বিরাজ করেরে হারে সাধুর প্রেম বাজারে।
গুরু না চিনালে পরে, ও তারে চিনিতে কে পারে ॥
ভাবের মানুষ ভাবে আসে, হারে সহজ মানুষ সহজ পাশে,
আছে সকল দেশে ; বহির্ম্মুখ জীব বুঝবে কিসে ;
থেকে মায়ার আধারে ॥
সেই ভব নদীর ঐ কূলে, আছে হরিচাঁদের মেলামিলে,
প্রেম দেয় বিনামূলে ; প্রেম পশারি দলে দলে ;
সে প্রেম দেয় যারে তারে ॥
মালিক সাই হরিচাঁদ আমার, হারে গুরু চাঁদ হাটের ইজাদ্দার,
সেই মানুষ অবতার, **ফটিক** বলে এই বারেবার ;
ও দয়া কর আমারে ॥

৩৩নং গীত।

কোন সাপে দংশিল কোন জায়গায়, হারে তাগা বাঁধবো কোথায়।
বিষে অঙ্গ জর জর, আরো উজান দিকে ধায় ॥
স্ববশ অঙ্গ সুন্দর ছিল, হারে বিষেতে বিবর্ণ হল,
দেহ রোমাঞ্চিল ; ভয়েতে হল প্রাণ ব্যাকুল ;
এখন করি কি উপায় ॥
হুসিয়ারে ছিলাম বসে, হারে বে হুসিয়ার করল বিষে;
নিজের কর্ম্ম দোষে ; গুরুচাঁদ বিষ বৈদ্য এসে ;
কর যাহা মনে লয় ॥

ভুজঙ্গ কি ভুজঙ্গিনী, আমায় দংশেছে তাই অনুমানি,
বিষে ব্যাকুল প্রাণি ; **ফটিক** কয় কি ভাব না জানি ;
লোকে মন্দ কয় আমায়॥

৩৪নং গীত।

মনের দুঃখ যে বুঝবে সংসারে এমন ব্যথিত মিলেনারে।
মনের দুঃখ মনে জানে ; বলে জানাব কারে॥
প্রেম পিরীতের আশা করে, আমি যেতে চাই প্রেমিকের ধারে,
ভাগ্যে জুটেনারে ; মনে প্রাণে ভাবি যারে ;
সেত ভাবে না মোরে॥
যার জন্যে দিলাম কুলে কালী, হারে সে আমারে বাতুল বলি,
দিচ্ছে গালাগালি ; মনের দুঃখ বনমালী ;
বিনে আর বলব কারে॥
ফটিক বলে দীন দয়াময়, আমার ত্রিতাপে তাপিত হৃদয়,
প্রাণে আর কত সয় ; প্রেম বারি দিয়ে অসময় ;
শীতল কর আমারে॥

৩৫নং গীত।

সময় থাকতে সহজ মানুষ আমি ধরলেম না।
ওরে আমি অচেতনে রলেম বসেরে আমি চেতন হয়ে
দেখলেম না॥
আমার মনে বলে সেই মানুষ ধরি,
ধরবো ধরবো আশা করি, ধরতে না পারি ;
ওরে আমি পথে পথে ঘুরে মরি রে আমি মরে বাঁচতে
পারলেম না॥

আমার নিজের দোষে হলেম নিরুপায়,
মায়া জালে বন্দী হয়ে, সময় বয়ে যায় ;
ওরে আমায় অসময় যে তরাবেরে আমি তারে ধরতে
পারলেম না ॥
আছে রসিক জনা সে মানুষের আশায়,
ফটিক কিছু ঠিক না পেয়ে, উঠল খেয়া নায় ;
ওরে এবার পার কর পাটনী ধনীরে আমি সাঁতারে কুল
পেলেম না ॥

৩৬নং গীত।

কি মজার রঙ্গ কলির জেলখানায়।
হারে সিংহরোগী বিড়াল বৈদ্য নিদান বর্ণ পরিচয় ॥
বাবু বিবাহ ক'রে, তাহার কিছুদিন পরে,
বধূ গিয়া বাবুর কাছে কয় গলা ধ'রে ;
এ বুড়ীকে কি করবেন আমি মলেম আপনার মার জ্বালায় ॥
শুনে বাবু অমনি কয়, তুমি থাক দিন পাচ ছয়,
চাকরি করি নিম তলাতে যেও সেই জায়গায়,
চল্লেন মাগী মিন্সে কলিকাতা মা বাড়ী চাকরাণী রয় ॥
বাবু চাকরী করে, বসে তেতালার 'পরে,
গিন্নী বাজায় হারমোনিয়ম, ভাত রাঁধে পরে
এদিক আসল বাড়ী মা অভাগী বাসী-মরা হয়ে রয় ॥
ফটিক বলছে বারেবার, কলির উল্টা ব্যবহার,
ঠিক রাখরে মন পাগেলা অনুরাগ তোমার ;
রাগ শূন্য সাধকের সাধন জলে দুধ মিশিয়া যায় ॥

৩৭নং গীত।

কেনা বেচা টানাটানির মধ্যে রবি কত কাল।
তোরে দেখে পিছন থেকে ঘিরে এল ঘোর জঞ্জাল ॥
বাধালে পর বেধে যায়রে, ঘুচালে ঘুচে জঞ্জাল ;
দেখ্‌লি না তোর মনি কোঠার মধ্যে নাচে তালবেতাল ॥
ভবের হাটে কেনা বেচা, আত্ম সারা চাই সামাল ;
ধর্‌তে গেলে রাঙ্গা ঘুঘু মর্‌বি লাগলে ঘুঘুর লাল ॥
ফটিক বলে এই সকালে, মন মৎস্য খুব হও সামাল ;
দারা সুত সূতা দিয়ে ভগা জেলের বাঁধা জাল ॥

৩৮নং গীত।

ও ভাইরে সাধের দিন তো বয়ে যায়।
তোমরা সবে ক'রে' দয়া ; ব্রজ ধামে লয়ে চল আমায় ॥
আমি কবে তাপিত প্রাণ জুড়াব ; বংশীবটের শীতল ছায়ায় ॥
কবে কালিন্দী যমুনার জলে ; ঝাঁপ দিয়ে জুড়াব হৃদয় ॥
কবে ব্রজগোপীর দ্বারে দ্বারে ; সুধাব প্রাণ বধু কোথায় ॥
আর কবে আমায় দয়া কর বলে, ধরব সেই রাধারানীর পায় ॥
সাধের ব্রজধামে যাব বলে, আমার এ জীবন জ্বলে যায় ॥
এদীন **ফটিক** বলে সবে মিলে ; হরিনাম শুনাও রে আমায় ॥
(তোমরা সবে দয়া করে)

৩৯নং গীত।

মাথায় কলঙ্কের এক ডালি পোরা ছুস্‌নারে কেউ তোরা।
আমি দুঃখ সাগরে ধরছি পাড়ীরে ;
এবার বোঝাই ক'রে দুঃখের ভরা ॥
জাত কুলেতে কালি দিয়ে হয়েছি পাগল, তোরা যা'ইচ্ছা তাই বল ;
আমার ইচ্ছা নাই জনমের মত রে ;
এবার জীবিতে পণ ভঙ্গ করা ॥
যদি বল দুই চারিজন একদলে জুটে, যাব তোমার নিকটে ;
এবার তা' হবে না কলিকালে রে ;
শেষে দল সমেত যাইবি মারা ॥
ফটিক বলে জাতি কুলে ছিলাম কত বার, তবু শোধ হল না ধার ;
এখন কুল ছেড়ে অকূলে এসে রে ;
আমি হয়েছি জীয়ন্তে মরা ॥

৪০নং গীত।

আগে নামলে আগে যাবে এমন কোন নাই তার কারণ।
কল বুঝে শক্তির চলাচল যার যেমন ইঞ্জিনের গঠন ॥
তালের ডোঙ্গা আগে যদি বায়,
হারে নৌকা ছাড়লে অনেক পিছে নৌকা আগে যায় ;
আবার জাহাজ ছাড়লে অনেক পিছে ;
সেই জাহাজ সবার আগে করে গমন ॥

মাঠে গরু ঘোড়া দৌড় হয়,
গরু আগে নামলে ঘোড়া আগে চলে যায়,
মূল তত্ত্ব না জানলে পরে ;
শেষ কালে অহঙ্কারে ঘটে মরণ ॥
ভাব দেখিয়ে এদীন **ফটিক** কয়,
হারে বদ্ধ আর তটস্থ জীবের গতি একরূপ নয় ;
আছে পঞ্চ জীবের পঞ্চ গতি ;
ঠিক জানে যে করেছে তত্ত্ব নিরুপণ ॥

৪১নং গীত।

প্রেমের বাজার সব জায়গায় কি মিলে
ও সেই ত্রিবেণীর তিন কূল নিবাসী দোকানী না হ'লে
এক বাজারে ধরছে দাড়ী, কোন সহরে কাহার বাড়ী,
কার জিনিষ কার পালায় ওজন চলে ;
মানুষ গরু কীট পতঙ্গ কোন জনা কার ছেলে ॥
স্বরূপ গঞ্জে দিলে কাড়া, বাজার মিলে গুপ্ত পাড়া,
প্রেমিক জনার কেনা বেচা চলে ;
ঘটে লোভী কামী জীবের মৃত্যু হাটে দেখা দিলে ॥
ফটিক বলে বারে বারে, হরি চাঁদের প্রেম বাজারে,
গুরু চাঁদ বসেছে দোকান খুলে ;
কত মহা মূল্য স্পর্শ মণি দিচ্ছে বিনামূলে ॥

৪২নং গীত।

অমৃত ফল পাবি নারে বিষ ফলের তলায়।
ওরে মন তোর সকল আশা নৈরাশ হবে রে—
যেদিন গনা দিন ফুরায়ে যায়॥
ফলের আকৃতি প্রকৃতি আম্র ফল,
উপরে ছাল ঈষৎ কষা মধ্যে হলাহল;
ওরে সে ফল অনঙ্গ বাতাসে মিশেরে—
শুধু বিষ রসে ভেসে বেড়ায়॥
এই ভবের হাটে সুরসিক যে জন,
ফুলের মধু পান করে ফল করে না ভক্ষণ;
ওরে সে ফল খেতে গিয়ে লোভে লোভেরে—
যত লোভী কামীর জীবন যায়॥
ও সেই বিশ্বরূপের বিষামৃত ফল,
যে খেয়েছে যোগে যাগে সেত পেয়েছে তার ফল;
এ দীন **ফটিকের** নাই সাধন বল রে—
শুধু গাছ তলায় ঘুরে বেড়ায়॥

৪৩নং গীত।

মধুর রসের রসিক বিনে ব্যথিত মিলে কই।
ওরে আমি না বুঝিয়া পরের জন্য রে শুধু কেঁদে মরি
প্রাণ সই

আমি মনের মানুষ যারে ভাব্‌তে যাই,
ফুল না হতে ফলের আশা সে জন করে তাই ;
ওরে দেখলেম জগৎ ভরে হেতুর সেতুরে আমি হেতুর
অনুগত নই ॥
এই বিষম কলি কালের ঠক বাজার,
কাঁটা দাঁড়ীর মতির ব্যাপার গতি বোঝা ভার ;
ওরে বিষম কাটা দাড়ীর ফেরে পড়লে রে আমি কেমনে
হইব সই ॥
এ দীন **ফটিক** বলে এই ভবার্ণবে,
সুধা পিয়ে ক্ষুধা যাবে এলেম তাই ভেবে ;
ওরে আমার কর্ম্ম দোষে বেড়াই ভেসেরে ভাগ্যে ঘোল
ছাড়া মিলে না দই ॥

৪৪নং গীত।

ওসে মধুর প্রেম পিরীতের ঘর বেঁধে রাখা দায়।
অন্য কামী উই পোকার যন্ত্রণার জ্বালায় ॥
কুসঙ্গ বাতাসের চোটে, চালের ছোন থাকে না মোটে,
করি কি উপায় ; হিংসা নিন্দা বৃষ্টি পড়ে দাঁড়াব কোথায় ॥
দক্ষিনের চাল আগে খসে, মায়া লোনার হাওয়া এসে,
জ্বালার পর জ্বালায় ; কথায় কথায় কর্ম্ম সারা কাজে গোল
বাধায় ॥
ফটিক বলে প্রেমিক যারা, প্রেমের ঘর বেঁধেছে তারা,
প্রেম কাঁতার দ্বারায় ; উই পোকা বোকা হয়ে ঘুরিয়া
বেড়াই ॥

৪৩নং গীত।

এইতো বিয়ের সুরু হ'ল।
গুপ্তভাবে চিত্রগুপ্ত বিয়ের পত্র ক'য়ে গেল ॥
কুমতি অবিদ্যা এয়ো, তারা শুভ সংবাদ পেয়ে,
বিন্দু আলোধান লয়ে, উলুধ্বনি দিচ্ছে ভাল ;
আনন্দে আট খান হয়ে বৃদ্ধির বারা বান্‌তে গেল ॥
নিয়তি সেই প্রমোদে, কুসঙ্গ কুড় হলুদে,
স্নান করায় মনের সাধে, হায়রে সময় হ'য়ে এল ;
ও দিকে মৃত্যু কন্যার বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল ॥
সাজাচ্ছে বাঁশের দোলা, পটল প্রায় হল তোলা,
দুই একটা দাড়ি চুল ধলা, বাঁশের দোলার নিশান ভাল ;
ফটিক কয় বাজল ভেরী শমন রাজার পুরী চল ॥

৪৬নং গীত।

রঙ্গ মঞ্চে সংসাজিয়ে, কেউ হাসে কেউ কেঁদে মরে রে।
কেউ পেয়ে বিষয় বাড়ী, ঘোড়া কিম্বা সাইকেল চড়ি,
পকেটে ঝুলায় চেন ঘড়ী ;
গোপ রেখে ফেলে দাড়ি ; বেশ্যা বাড়ী ঘুরে মরে রে ॥
দুই একজন হরিবলে, ভাসে দুই নয়ন জলে,
দিনান্তে খেতে না মিলে ;
দেখা হ'লে সবে মিলে ; মন্দ বলে ঘরে পরে রে ॥

পুতুল হ'য়ে নিন্দে পুতুল, এই দেশ প্রায় সেইরূপ বাতুল,
স্থূলের মূলে রয়েছে ভুল ;
ফটিক কয় নির্ম্মূল ফোঁটা ফুল, বিকাশ বিনাশ একা-
ধারে রে ॥

৪৭নং গীত।

ভাই রে মানুষ নাই এ দেশে।*
একদম পেয়েছে ভূতে, জীবে কেবল খেতে শুতে ভালবাসে ॥
মানুষের ধর্ম্মমত, যে জন হয় অনুগত,
সে জনার ইচ্ছামৃত্যু, ঘটে অনায়াসে ;
ভুলে সেই আর্য্যধর্ম্ম ; আজ জন্মে কাল যায় শ্মশান বাসে ॥
মানব জমি আবাদ করা, কৃষক নাই তেমনি ধারা,
বীজ খোরাকী একুন করা, বুনাচ্ছে বেহুসে ;
রোজ রোজ বীজ বুনলে পরে ; খরচ চলে কিসে ॥
যো পেয়ে বীজ বুনালে, স্বচ্ছন্দে খরচ চলে,
চুল পাকে না অকালে, দাঁত পড়েনা রসে ;
বুঝে বুঝে না কেহ ; তাই দেহ ক্ষয় হল ক্ষয় কাসে ॥
বিষম ভব নদীর জলে, হরি নামের বাদাম তুলে,
নয়ন রেখে কৌশলে, হাল ধর ভাই ক'সে ;
ফটিকের সঠিক বাণী ; দিন গেলে মনে পড়বে শেষে ॥

---

* আমার দেহরূপ দেশে।

৪৮নং গীত।

রাধারাণীর প্রেমের বাজার মিলেছে স্বরূপ নগরে।
তোরা এই বেলা কর কেনা বেচা যার যেমন সেই চালান পুরে॥
বিবর্ত্ত রত্নের খনি, যেধন সব ধনীর মণি,
ছিল রাধার খাস ভাণ্ডারে ;
গৌর দয়াল বলে, বিনামূলে সে ধন দিচ্ছে যারে তারে ॥
আত্ম সুখে সুখী যারা, সন্ধান না পেয়ে তারা,
পথ হারায়ে ঘুরে মরে ;
গেলে অসময় সেই নদীর কুলে গোল বেধে যায় ভব পারে।
পর সুখ না বুঝলে পরে, পরাৎপর মিলবে নারে,
ফল কি সাধন ভজন ক'রে ;
এদীন **ফটিক** বলে মাকাল ফলের রং দেখে কে যত্ন করে ॥

৪৯নং গীত।

কলিতে কামের আইন ভারি।
বালক বালিকার করে অ্যাফিডেবিট ডিগ্রী জারি ॥
সম্পত্তি নয় চিনিতে, জীবের যৌবন জমিতে,
আগে হয় নিলাম এস্তার জারী ;
যায় না কেউ আদালতে ঘরে বসি যাচ্ছে হারি ॥
আইনে বাধ্য হয়ে, অবিদ্যার হাটে গিয়ে,
কাচ কিনে কাঞ্চন মনে করি ;
দুঃখে সুখে যায় রে জীবন নর বাঘিনীর গলা ধরি ॥

অপরা বিদ্যার বাসা, কর্ম্ম তাস দাবা পাশা,
কলিতে খেলায় সব নর নারী ;
ফটিক কয় পরা বিদ্যা ছয় তিন নয় হয়না জীবের জনম ভরি ॥

৫০নং গীত।

কথায় মিলে না প্রেম ধন।
সাধু শাস্ত্র গুরু বাক্যে বিশ্বাস না হলে কখন ॥
প্রথমে বিশ্বাস জন্মিলে, মিশাও তারে সাধুর দলে,
হবে তার শ্রবণ কীর্ত্তন ;
তার পরে সাধন ভক্তি করিবে সাধন ;
অনর্থ নিবৃত্তি হ'লে ভক্তি নিষ্ঠা হয় তখন ॥
নিষ্ঠা হতে শ্রবণে, রুচি জন্মে দিনের দিনে,
অতিশয় আসক্তির কারণ ;
আসক্তি হইতে রতির অঙ্কুর উৎপাদন ;
সেই রতি গাঢ় হইলে প্রেম পিরীতির প্রয়োজন ॥
ফটিক বলে শোন রে মনা, শুধু কথায় কাজ হবে না,
তাতে চাই সাধন ভজন ;
বিশ্বরূপ দাড়ী পালায় করতেছে ওজন ;
গুরুচাঁদ ইদানী আমার হরি প্রেমের মহাজন ॥

৫১নং গীত।

পরে কি করতে পারে ?
হারে নিজের মন পাখী পোষ মানলে ঘরে ॥

অনিত্য সুখের আশে, বেধে কলির উল্টা পাশে ;
দুঃখের সাগরে ভাসে, নিন্দা করে যারে তারে ॥
হিংসা আদি নিন্দা ঘৃণা, ত্যাগ করেছে যে জনা ;
বাঘে যোগায় ছাগের খানা, সেই প্রেমিকের প্রেম বাজারে
ফটিক কয় আর কিরে ভয়, স্বভাব গেলে অভাবকি রয় ;
বিশ্বরূপ লতায় পাতায়, প্রেম রেখেছে রূপের ধারে ॥

৫২নং গীত।

নিবেদন করি বন্ধু পায়।
নিবেদন করি বন্ধু পায়, নিবেদন করি বন্ধু পায় ॥
কে আমি কোথাছিলাম, কেনবা হেথা এলাম,
কি করতে কি করিলাম, বুঝা বিষম দায় ॥
আসিয়া সুদূর দেশে ভুলিয়ে আপন,
জেগে বুঝি পূর্ব্ব স্মৃতি জ্বলে এ জীবন ;
ঐহিকের সুখ বিন্দু, যেন গরলের সিন্ধু,
এ বিযোগ রোগে বন্ধু, ভোগের শেষ কোথায় ॥
যে ভাব না হেরি এবে এ বিশ্ব মাঝার,
হেন ভাব সাধিতে চাহে পাগল মন আমার ;
আর কবে বাহু তুলে, হরে কৃষ্ণ হরি বলে,
ভাসিব নয়ন জলে, প্রেম পিপাসায় ॥
শপথের প্রায় ছিল মিলন মনন,
দৈবে তা' হ'ল না বন্ধু শুন বিবরণ ;

নবদ্বীপ প্রেমের মেলা, নিতাই চৈতন্যের খেলা ;
দেখিব বলে মেলা, করেছি ত্বরায় ॥
ফটিক বলেছে ঠিক বুঝা বিষম দায়,
কি জানি কি করি এসব কাহার ইচ্ছায় ;
কি জানি কি কর্‌তে এসে, কি জানি কি করি শেষে,
কি জানি কে কোথা বসে, কি জানি কি চায় ॥

৫৩নং গীত।

আজ না হয় বুঝবে দু'দিন পরে।
ইঁদুর লেগেছে সাধের মনি কোঠার ঘরে ॥
পিতৃধন পরশ মণি, সাধু গুরু শাস্ত্রে জানি,
যতন নাই তার ইদানী, বিকায় না বাজারে ;
বাসনা গর্ত্ত পেয়ে ; ইঁদুরে নিল স্থানান্তরে ॥
পরের ধন ঘবে পেয়ে; বাদী বিবাদী লয়ে,
নিজের মাথা নিজে খেয়ে, দোষ দিবি আর কারে ;
সুন্দর এই সোনার তনু ; দিনের দিন জার্‌ল জীর্ণ জ্বরে
সহজ না হলে পরে, সাহজিক প্রেম বাজারে,
কার সাধ্য যেতে পারে, নরে কি অমরে ;
ফটিক কয় এল সময় ; হবে তোর চাকরী যমের ঘরে ॥

৫৪নং গীত।

চাইনা লো সই তারে।
সেই পূর্ণ ব্রহ্ম নিরাকারে ॥

সই রে মানুষ আমার ভজন পূজন,
প্রাণ জুড়াই মন মানুষ হেরে ॥
ডাকলে যিনি কয় না কথা,
দেখা যায় না থাকে কোথা, অব্যক্ত সংসারে ;
সই রে স্বরূপে যেরূপ মিশে না,
কাজ কি সেরূপ সাধন করে ॥
কয় জন জানে জন সমাজে,
নিরাকার ব্রহ্ম বিরাজে, ত্রিগুণের উপরে ;
দুই একজন আত্মভাসিনী যোগ করে,
একটু জ্যোতিঃ দেখতে পারে ॥
ফটিক বলে চিন্তা কিসে,
সেই মানুষ এই মানুষে মিশে, মধুর লীলা করে ;
আমার প্রাণ কাঁদে সেই মানুষ বলে,
বেড়াই মানুষের দ্বারে দ্বারে ॥

৩৩নং গীত।

মধুর প্রেম সামর্থ্যা রতি সহজ কথা নয়।
যে জন মুখ দেখে দুখ বুঝে না সই তার প্রেমে কি প্রাণ জুড়ায় ॥
পদ্মিনী আর প্রভাকরে, সাহজিক প্রণয় করে, দেখলে জানা যায় ;
তারা লক্ষ যোজন দূরে থেকে দোহার মন দোহে যোগায় ॥

সুধাকর আর কুমুদিনী, প্রেম পিরীতের তত্ত্ব জানি, মত্ত তুই জনায় ;
তারা দ্বিলক্ষ যোজন দূরে থেকে মনে মনে মন মিশায় ॥
ফটিক বলে এ সংসারে, দেখলেম কত ঘুরে ঘুরে, শান্তি পাওয়া দায় ;
ভবে আত্মসুখী অনেক মিলে কৃষ্ণ সুখী কয় জন হয় ॥

৫৬নং গীত।

চিরদিন সমান কারো যায় না।
মহাকালের চক্রে ঘুরছে সুখ দুঃখ এক তিল বিরাম পায় না॥
আজ হয় ত যে রাজা সেজে, মোহনভোগও খায় না ;
কাল হয়ত সে পথের ফকির খুদ কুড়াও পায়না ॥
কাল যে মেয়ে উলঙ্গিনী, স্তন দুগ্ধ বৈ খায় না ;
আজ তার মাথায় লম্বা ঘোমটা মুখ দেখতে কেউ পায়না ॥
গত্য কল্য যে সুন্দরী, দোলায় ছাড়া যায় না ;
আজ সেই বুড়ী রাখে ভেড়ী তার দিকে কেউ চায়না ॥
যে মুখে খায় ক্ষীর নবনী, রবির কিরণ সয় না ;
সেই মুখ বিমুখ হ'লে পরে আর সন্দেশ দিলেও খায়না ॥
যে অঙ্গে গোলাপী আতর, মেখেও শান্তি হয়না ;
সেই উত্তম অঙ্গে অগ্নি দিয়ে মুখ ফিরায়ে চায়না ॥
তাই দেখে **ফটিক**, হারায়ে ঠিক, কোন দিক ঠিক পায়না ;
দিচ্ছে মনের সঙ্গে পাথারে সাঁতার প্রাণের দিকে চায়না ॥

৫৭নং গীত।

যাদু আয়রে আপন ঘরে।
পিঞ্জর রয়েছে খোলা হরিবলা পাখীর তরে ॥
কোথা হ'তে এসেছিলে, কোথায় বা যাচ্ছ চলে ;
ডাকতেছে আপন বলে ; শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ তোরে ॥
অনিত্য সুখের তরে, মায়িক সম্বন্ধ ধরে,
মিছে কেন মর ঘুরে কলির ঠক বাজারে ;
বড় দুখ লাগে তোর মুখ দেখিলে, মরি সেই দুঃখানলে ;
হরি বলে আয়রে কোলে ; প্রাণ জুড়াই চাঁদ বদন হেরে ॥
আমি আমার গণোদ্দেশে, নয়ন জলে ভেসে ভেসে,
ভ্রমণ করি দেশ বিদেশে ব্যাকুল অন্তরে ;
আছে অন্তরঙ্গ যারা যারা, অন্তরের ভাব জানে তারা ;
নিন্দা করে নিন্দুকেরা ; বদ্ধ জীবে বুঝতে নারে ॥
সংসারের বিষামৃত, আত্মীয় বন্ধু যত,
রসিক রাজহংসের মত পান করে সাদরে ;
অনিত্য বিষ পরিহরি, নিত্য সুধা পান করি ;
অমর হও সব নরনারী ; ফটিক বলে বারে বারে ॥

৫৮নং গীত।

ব্রজ তত্ত্ব জানেনা যে জন, তার ভবে আসা হল অকারণ
ও সেই কর্কটীর দশা যেমন, গর্ভ ধরে যায়রে জীবন ॥
বৃথা দেহের গৌরব করি, পাপে বোঝাই করছে তরী,

অরসিক যে জন ;
আর কত দিনে পাব আমি, রসিক জনার যুগল চরণ ॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ হরি, প্রেম পসরা মাথায় করি,
দিল দরশন ;
করে রসিক জনা বেচা কেনা, দেখে জ্বলে মরে অরসিক জন ॥
ফটিক কয় প্রেম বন্যার জলে, রসিক ডুবে দলে দলে,
ভাসেনা কখন ;
হারে এই বন্যায় যে না ডুবিল, কোটী কল্পে নাই তার মোচন ॥

৩৯নং গীত।

যে জন অনুরাগী দীন ভিখারী তার দুঃখ আর কেউ জানেনা।
হারে তার কৃষ্ণ প্রেম বিরহ দুঃখে বুক ফাটে বলতে পারেনা ॥
বোবায় স্বপ্ন দেখলে পরে, অন্যকে বলতে নারে,
সে জানে তার যে যন্ত্রণা ;
হারে তার বুকের মাঝে দুখের নদী বাঁধতে গেলে বাঁধ মানেনা ॥
মন থাকলে স্বরূপেতে, রূপ থাকলে কর্ম্মীর সাঁথে,
সে বড় বিষম যন্ত্রণা ;
পড়ে, অনন্ত দুঃখের সাগরে অনুরাগীর প্রাণ বাঁচেনা ॥
ফটিক কয় অবিরত, তূষের অনলের মত,
অন্তরে অশেষ যন্ত্রণা ;
অনল জলে গেলে দ্বিগুণ জ্বলে জীবনে জীবন থাকে না ॥

৬০নং গীত।

হারে তোর দয়ার আর তুলনা নাইরে,
হরিচাঁদ কত পাষাণ জলে ভেসে যায়।
থেকে মায়া মোহ অন্ধকারে রে ;
হারে দয়াল বুঝা বড় বিষম দায় ॥
কত লোভী কামী দীন দুরাচার,
বিনা মূলে হতেছে পার, তোমার ঐ নৌকায় ;
আমি না জানি কোন অপরাধেরে ;
হারে আমি বঞ্চিত হলেম রাঙ্গা পায় ॥
কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডেতে,
সম দয়া সব জীবেতে, রয় সকল সময় ;
সুধার্ণবের মকর হয়েরে ;
আমার প্রাণ জ্বলে ক্ষুধা তৃষ্ণায় ॥
ফটিক বলে কারে দূষী,
নিজের দোষে নিজে দোষী, পুড়ে মরি সেই পোড়ায় ;
আর কিছু মোর হয় বা না হয়রে ;
হারে যেন হরি বলে প্রাণ বাহির হয় ॥

৬১নং গীত।

কেমনে যাবিরে ভবপারে।
সাধের বেলা ডুবে গেলে হবে ঘোর অন্ধকার রাতিরে ॥
মায়ের কানে আগম শুনেরে, হারে এসংসারে এলি ;
শেষে মায়ের নিদ্রায় নিদ্রাগত হয়ে নিগম না জানিলিরে ॥

উত্তর দিকে মেঘ হয়েছেরে, আবার বাতাস উঠল ভারি ;
এদিক মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে মিলাইছ কাছারিরে ॥
অসময় পাড়ী ধরেরে, যদি টান দিতে চাও এটে ;
ভব নদীর মাঝ খানেতে ভাঙ্গবে হালির বৈঠারে ॥
ফটিক কয় সেই অন্ধকারেরে, যদি পাক জলে দেয় যাতা ;
তখন তরাও তরাও বলে ডাকলে কেউনা শুনবে কথারে ॥

৬২নং গীত।

প্রাণ জুড়াতে গেলে, সংসার সলিলে, বাধিবি বাসনা জালে।
উঠিতে নারিলে, জ্বলিবি সেই জলে ; ত্রিতাপ বাড়বানলে ॥
সংসার সাগর সঙ্গমে ভব নদীর মোহনায়,
চৌরাশী লক্ষ ধারে খর স্রোত বয়ে যায় ;
গুরুকে ত্যজিয়ে, গোবিন্দভজিয়ে, কত জীব ডুবে অকালে ॥
সংসার সাগরের জলে সদ্‌গুরু কর্ণধার,
ধরে তার চরণতরী চল যাইভবপার ;
কাঙ্গাল সাজিয়ে, যেতেছে, ডাকিয়ে ; আয়কে পারে যাবি সকালে ॥
ফটিক কয় ভবপারে যেতে যদি থাকে মন,
গুরু যুতে যুত মিশায়ে মরে থাক অনুক্ষণ ;
গুরু কৃপা হলে, নিমিষে যাবি চলে ; জনক কনক মহলে ॥

৬৩নং গীত

কার কাছে মোর তাপিত প্রাণ জুড়াই।
তুই বিনে ব্যথার ব্যথিত আর কেহ নাই ॥

যে অনলে অন্তর জ্বলে প্রভু, বলে জানাই কারে;
আর কেহ নাই কারে জানাই জানাই তোমারে;
জেনে শুনে যা' মনে লয় কর তাই ॥
সাধন না জানি প্রভু, তোমার ভজন না জানি;
কেবল ভরসা তোমার চরণ দুখানি;
গুরু আমার অন্য আশা মনে নাই ॥
আমার মত দীন দুঃখী কাঙ্গাল কেহ নাই সংসারে;
গুরু আমার অন্তরের দুঃখে বক্ষ বিদরে;
মনের দুঃখ বলব এমন বান্ধব নাই ॥
ফটিক বলে কর্ম্মফলে থাকি যেখানে যে ভাবে;
সুখে রাখ না হয় গুরু ভাসাও দুঃখার্ণবে;
কোন দুখ্ নাই শ্রীচরণে পেলে ঠাই ॥

৬৪নং গীত।

থাক আনন্দ বাজারে।
গুরু বাক্যে লক্ষ্য রেখে নিরানন্দ পারে ॥
দক্ষিণ দিকে কর্ম্মের হাওয়া গায় লাগা'ও নারে;
পূর্ব্ববাতে প্রাণ জুড়াবে, শ্রীগুরুর দরবারে ॥
বাজারের দক্ষিণ ধারে, কর্ম্মীগণ কর্ম্ম করে,
গেলে তুই তাহার ধারে, পড়বি বিষম ফ্যারে;
তোরে মোহ গর্ত্তে টেনে লবে সকাম সূত্র ধ'রে;
হবে মানব জন্মের দফা সারা, দোষ দিবি আর কারে ॥

যাস যদি উত্তর ধারে, ষোল আনা দেহ ধ'রে,
জ্ঞানরূপ অজগরে, গ্রাস করিবে তোরে ;
থাকবি জ্ঞান অন্ত্রে জীয়ন্তে মরে ভুজঙ্গ জঠরে ;
বাঁচবি যেদিন সাধু বৈদ্য, কৃপা করবে তোরে ॥
বাজারের পশ্চিম কোণে, যোগী রয় যোগ সাধনে,
থাকিসনে তাদের সনে, বলতেছি তাই তোরে ;
তোর আজীবনের কামাই যাবে যক্ষের অধিকারে ;
শেষ কালেতে যেতে হবে, খালি হাতে ফিরে ॥
ফটিক কয় পূর্ব্বধারে, সদগুরু রয় সদরে,
বোকা তোর কপাল ফ্যারে, চিনলিনা তুই তারে ;
সে যে বেহাল বেশে ডাকছেন বসে প্রেম সাগরের তীরে ;
ভক্ত জনে সে ডাক শুনে, প্রাণ জুড়ায় সেই প্রেম সাগরে ॥

৬৫নং গীত।

থেকে অজ্ঞান আঁধারে।
অন্ধকারে পাবিনারে মনের মানুষ বলিস্ যারে ॥
কোন তন্ত্র মন্ত্র যায় না ধারে ধরবি কেমন করে ;
সে যে বেদ বিধির উপরে আছে নিত্যানন্দ শান্তিপুরে ॥
সে মানুষ ভাবের ঘরে, ভাবুকে ভাবে ধরে,
ধ'রে জীয়ন্তে মরে, যম যায়না তার ধারে ;
অভাব হ'লে যাবে চলে অনন্ত অন্তরে ;
সে ভাব না হ'লে ভূমণ্ডলে আর তো খুঁজে পাবি নারে ॥

সাধকে সাধন ক'রে, সমস্ত অভাব সেরে,
চলে যায় ভাবের ঘরে, বেদ বিধির উপরে ;
সাধ্য সাধন পড়ে থাকে বহু নিম্ন স্তরে ;
শুধু পরমে রয় পরমহংস সচ্চিদানন্দ আকরে ॥
সেই নিত্য লীলায় এসে, বিশুদ্ধ তত্ত্বে মিশে,
প্রেম রসে যাচ্ছে ভেসে, মানুষ অবতারে ;
কেবল গুরু অনুগত যে জন সেই চিনেছে তারে ;
এদীন **ফটিক** বলে কলির কলে যে পড়ে সে চিনতে নারে ॥

৬৬নং গীত।

হরি কাঙ্গাল সখা কে বলে তোরে।
কে বলে তোরে, কে বলে তোরে ॥
তোর ভক্ত যারা দুঃখী তারা, কেঁদে কেঁদে হ'ল সারা,
পড়ে অকূল সাগরে ;
হিংসা নিন্দার আঘাত প্রাণে আর কত সয়রে ॥
তৈলাভাবে রুক্ষ মাথা, বস্ত্রাভাবে ছেঁড়া কাঁথা,
তবু ডাকতেছে তোরে ;
অন্নাভাবে ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলে আজীবন ভরে ॥
অর্থাভাবে কাঙ্গাল ভোগে, বিনা চিকিৎসাতে রোগে,
তারা যেতেছে মরে ;
ফটিক ভণে তোর পরাণে সয় কেমন ক'রে ॥

৬৭নং গীত।

আমি কাঙ্গালিনীর ছেলে।
প্রাণ জুড়ায় মা কাঙ্গাল পেলে ॥
কাঙ্গাল বড় ভালবাসি, সেজেছি কাঙ্গাল সন্ন্যাসী ;
হব না বৈকুণ্ঠবাসী, থাকব কাঙ্গাল ভক্তের দলে ॥
কাঙ্গাল আমার পিতা মাতা, কাঙ্গাল আমার ভগ্নী ভ্রাতা ;
কাঙ্গাল ছেড়ে যাব কোথা ; থাকব লয়ে কাঙ্গাল কোলে ॥
যুগে যুগে রাজা হয়ে, অনেক প্রকার সাজা পেয়ে ;
কাঙ্গাল হয়ে কাঙ্গাল লয়ে ; প্রেম সুধা পাই পলে পলে ॥
সর্ব্বস্ব ছাড়িতে পারি, কাঙ্গাল ছেড়ে রইতে নারি ;
ফটিক কয় এই ধারে ধারী ; আর ধারি না ভূমণ্ডলে ॥

৬৮নং গীত।

অপার সংসার সমুদ্র পার হইতে হবে রে।
তুফান দেখে ভয় করিলে, তরী ডুবে যাবে রে ॥
চতুর্দ্দিকে ভূতের দলে, লেগে আছে সুকৌশলে ;
তোরে বেঁধে ঘোর জঞ্জালে, সেওড়া গাছ সাজাবেরে ॥
ভূতে আর প্রেতে মিলে, পাক দিতেছে সিন্ধু জলে ;
সপ্ত তালা তলায় কূলে, তীরে তরী ডুবে রে ॥
ফটিক কয় বারে বারে, মন দিয়ে মন মানুষ ধরে ;
যে চলে তার বাক্যের জোরে, সেই তো পারে যাবে রে ॥

৬৯নং গীত

পুড়ে ম'রবে পাপানলে।
কিছু সময় ঠিক হয়ে দেখ বাঘ বাধিবে উল্টাকলে॥
জঞ্জাল পেতেছে জেলে, সংসার জঙ্গলে;
যত লোভী কামী নিন্দুক সিংহ বাঘ শূকর বাধাবে বলে॥
নিস্কামী মূষিক যারা, জালে বাধে না তারা,
গৌর হার গলে পরা, আছে সুকৌশলে;
জালে বাঘ বাধিয়া চীৎকার ছাড়ে, চৌরাশীর ফল ফলে;
তখন সে বাঘে বাঁচাতে পারে মূষিক বন্ধুর দয়া হলে॥
বহুজন একত্রিত, যার-কর্ম্ম যেমনি মত,
ফলটী তার তেমনি মত, ফলবার বেলায় ফলে;
এক জনের ফল অন্যের সঙ্গে, যায় না কোন কালে;
আর কা কস্য পরিদেবনা স্বকর্ম্ম সাধ সকালে॥
ফটিক কয় এসংসারে, কর্ম্মফল তরী ক'রে,
জীবে যাতায়াত করে, অনন্ত সলিলে;
কেউ এক নিরীখে পাড়ী ধরে, ও পারে যায় চলে;
কেউ দিক হারায়ে ঠিক না পেয়ে আজীবন ঘুরে পাক জলে॥

৭০নং গীত।

কোন ফিকিরে ফকির সাজালি।
গুরু আমি বুঝলেম না তোর ভাবকালী॥
রূপ সনাতন তারা দুভাই গৌড়ের বাদশার উজির ছিল;

কোটী পতি হয়ে তারা, কাঙ্গাল সাজিল ;
কোন ভাবে কোন মন্ত্র তারে দিলি ॥
সাধের খেলা খেলতে ছিলাম আমি এই ভবের বাজারে ;
কি দিয়ে কি কল্লি মোরে, কিছু বুঝলেম নারে ;
বুকের মাঝে কি অনল জ্বেলে দিলি ॥
মনাগুণে পুড়ে মরি মরি মরিতে না পারি ;
কইতে নারি সইতে নারি, উপায় কি করি ;
বলা যায় না কার কাছে তার কি বলি ॥
ফটিক ভণে এ নির্গুণে প্রভু যা' ইচ্ছা তাই কর ;
পড়েছি এই ঘোর অকূলে, তার বা না তার ;
যেন তোমায় জীবনান্তে আর না ভুলি ॥

৭১নং

তোর সঙ্গে মোর কথা ছিল কি ।
সেই কথা সত্য করে বল দেখি ॥
বিষম অন্ধকারের মাঝে মোরে সঙ্গে লয়ে এলি ;
রংপুরের বাজারে এসে সকল ভুলে গেলি ;
ভাল ভাল শিখেছ ভাল চালাকী ॥
অহৈতুকী ভক্তির ঘাটে মোরা স্নান করিতে যাব ;
মধুর প্রেম সাগরেতে পরাণ জুড়াব ;
স কথা না বুঝে দিলি ফাঁকি ॥
ফটিক বলে ধারা ধারে জগত ধারে সর্ব্ব ঠাই ;

সত্য ভুলে ফাঁকি দিলে শাস্তি এড়ান নাই ;
সে দিনের বেশী দিন আর নাই বাকী ॥

৭২নং গীত।

কমল পরে কমল ঘরে বিরাজ করে কেরে।
স্থূল ধরে ভুল সেরে দেখ সে সূক্ষ্মে রয়েছেরে ॥ (মানুষ)
রূপ যৌবন ভূষণ পরে, বিলাসিতা শয্যা পরে ;
ঘুমাসনে আর অন্ধকারে আলো জ্বেলে দেরে ॥ (জ্ঞানের)
ভেদ জ্ঞানে ধরেছে কেশে, বাসনা ভ্রান্তি এসে ;
সুকৌশলে অষ্ট পাশে বেঁধে রেখেছে রে ॥ (তোরে)
তত্ত্বজ্ঞান গঙ্গায় গিয়ে, ভেদ বুদ্ধি ফেলে ধুয়ে ;
ফটিক কয় ঠিক করিয়ে একবার দেখে নে রে ॥ (তারে)

৭৩নং গীত।

অভিমানে ডুবল সাধের ভরা।
এই যে কুল বিষম অকূল ; বহুদূর এই কুলের কিনারা ॥
যাহা যাহা ত্যজ্য জিনিষ, কি বুঝে তাহা কিনিস,
পরিনাম কি হবে জানিস, বিষ খেয়ে যাবি মারা ;
ব্রহ্ম কি দুইটী থাকে ; জীব দেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা ॥
এক ব্রহ্ম সত্য বটে, ভ্রান্তিতে প্রভেদ ঘটে,
সে ভুল কি যায় না মোটে, আর কোন দিন সারা ;
ভাটার কি নাইরে জোয়ার ; এই কি বুঝলি তোরা ॥

ফটিক কয় শোন বলি শোন, শেষ হল জোয়ারে গণ,
সার ভাটা লাগবে এখন, তীরে তরী ধরা ;
গোনের নেয়ে যাচ্ছে বেয়ে ; তোমাদের উচিত নঙ্গর করা ॥

৭৪নং গীত।

মনের মানুষ ধরবি যদি তোরা।
লয়ে গুরু চিন্তা গুরু সেবা সব সময় থাক্ মাতোয়ারা ॥
গুরু অনুগত হ'য়ে, মন প্রাণ সমর্পিয়ে,
আত্ম সুখ বিসর্জ্জিয়ে, হবি প্রেমের মরা ;
এবার দেখে শুনে শিখে রাখিস্ মধুর উৎকৃষ্ট প্রেম এমনি ধারা ॥
গুরু প্রেম অকূল দরিয়া, সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া,
জন্মের মত থাক্ ডুবিয়া, হ'য়ে জ্যান্তে মরা ;
প্রেমের ফাঁদে বেধে সেধে সেধে সেই মনের মানুষ দিবে ধরা ॥
শ্রীগুরু দয়া করিয়ে, অনর্পিত প্রেমধন লয়ে,
বেহাল বেশে যায় চলিয়ে, লয়ে প্রেম পশরা ;
বলে বিশ্ববন্ধু তার একবিন্দু পেলেম না কপাল এমনি ধারা ॥

৭৫নং গীত।

জাগ বিশ্ববাসী যুবকগণ।
যত মহামতি, মিলন সমিতি, করিয়া সবাকে ডাকে সঘন ॥

দক্ষিণে অবিদ্যা রাক্ষসী সাজিয়া,
করাল বদন ব্যাদন করিয়া ;
তোমাকে ভক্ষণ করিবে বলিয়া, ত্বরায় করিছে আগমন ॥
পূর্ব্বদিকে ঐযে এলোকেশী রয়,
কৃষ্ণ কালী আলী আল্লা যারে কয় ;
বাহু বিস্তারিয়া দিতেছে অভয়, তবু এত ভয় কি কারণ ॥
বিশ্ববন্ধু বলে বিষম দুঃখেতে,
অব্যক্ত যন্ত্রনা মম হৃদয়েতে ;
থাক যদি প্রভো এই বিশ্বেতে, ত্বরায় এ দুঃখ কর বারণ ॥

৪র্থ অধ্যায়।

দেহতত্ত্বগীতি।

১নং গীত।

প্রেম পাথারে সাঁতার খেলা সহজ কথা নয়।
এক পাথারে তিনটী নদী মিলন হয়ে রয়॥
ভাব না জেনে সাঁতার দিলে,
পড়তে হয় তার উল্টা জলে, মরি হায় রে হায়;
গোলায় পড়ে ঘুরে ঘুরে প্রাণ হারাতে হয়॥
প্রেম নদীতে আছে রতন,
ধরতে গেলে অমনি পতন, মরি হায় রে হায়;
রসিক যারা জানে তারা কোন খানে কি রয়॥
ত্রিবেণীর ধারা বলে যাকে,
বিষামৃত তাইতে থাকে, মরি হায় রে হায়;
ফটিক বলে সেই জলে আছে কাম কুম্ভীরের ভয়॥

২নং গীত।

যদি উল্টা ডাঙ্গা যাবি।
তোর নিজের রতন করগে যতন সে রতনে যতন পাবি॥
আছে হৃদ্ ভাণ্ডারে সপ্ত তালা খুঁজে নে তার চাবি;
ওসে তালা খুলে যাওরে চলে মনের মানুষ দেখ্‌তে পাবি

নৌকা কর নিজ চালানী সুখে কাল কাটাবি ;
ও তোর মালের জোরে গুদাম ঘরে গদীর পরে যত্ন পাবি ॥
দাড়ী ছটা বিষম ঠেটা সৎপথে রাখিবি ;
এদীন **ফটিক** বলে অসৎ হলে জ্ঞান খড়্গেতে বলি দিবি ॥

৩নং গীত।

কু ভাবনা আর ভেবনা, আরে মন কুভাবনায় তো কুল পাবানা
কুভাবনায় অকূল পাথার, সুভাবনার পথ সূক্ষ্মতর ;
ঊর্দ্ধ মুখে দেওরে সাঁতার, এমন ছোট পাথার আর পাবানা ॥
এক মানুষ আছে সারাৎসারা, সুনিদ্রিত ফণা ধরা ;
আগে সেই মানুষকে চেতন করা, নইলে ভবপার যাওয়া হবেনা ॥
ষড়রিপু ক'রে আড়ি, অকূল করে ভবের পাড়ী ;
আবার জায়গায় আসি তাড়াতাড়ি, তবু পাড়ী আর উঠল না ॥
রাগের আইন শিক্ষা করে, স্মরণ রাখ হৃদ্ মাঝারে ;
ফটিক বলে ভুলে গেলে, কুলে উঠা আর হবে না ॥

৪নং গীত।

ম'ল জীব আপন কাজে।
আমি দেখলেম ভব রঙ্গ মাঝে ॥
মদন রাজার ফুল ধনুকে পঞ্চশরে কমল সাজে ;
সাধে ছেড়ে সাধের বাসা সেই শরেতে জীবন ত্যজে ॥

কুল ছেড়ে কুল খেতে গিয়ে থাকে কুলের বাগান মাঝে ;
গাছে উঠে কাঁটা ফুটে একুল ওকুল দুকুল ত্যজে ॥
ও তাই বলে **ফটিক**, কুল রেখে ঠিক কুল খা এবার কুলীন ভজে ;
নইলে পাঁচ কাঁটার বিষে হারাবি দিশে সব যাবে তোর নদীর মাঝে ॥

৫নং গীত।

রে মন এমন দিন তোর আর কি হবে।
ও সেই সহজ পথে অমরাতে চল যাই মোরা সবে ॥
এবার ভবনদী দিতে পাড়ী,
আছে মাত্র হাওয়ার গাড়ী ; উঠ ভাই তাড়াতাড়ি ;
না হলে মরবি ভবার্ণবে ॥
গোলোক ধাম বলে যারে, আছে সে অনেক দূরে,
আমরা তার উপরে কেমন করে যাবে ;
এবারে অনুরাগের হাওয়া বলে,
ও সে হাওয়ার গাড়ী হাওয়ায় চলে ; ফটিক তাই ভেরে বলে ;
এর চেয়ে সুযোগ হবে কবে ॥

৬নং গীত।

এদেশে পরম বন্ধু নাই তোমার শুনরে মন আমার।
থেকে মায়ার বশে নিদ্রাগত দিন ফুরায়ে যায় তোমার ॥

পরম বন্ধু যারে কয়, সেত এ ব্রহ্মাণ্ডে নয়,
শুধু খুঁজলে কি আর হয় ;
এবার শূন্য ঘরে খুঁজলে পরে অধরে পাবিনা আর॥
এ ব্রহ্মাণ্ড জোড়াঘর, আছে সপ্ত তালা তার,
ও তার আছে নয় দুয়ার ;
এই নয় দরজা সপ্ত তালার উপরে অন্বেষণ কর ॥
সেত জীবের সাধ্য নয়, যারা সাধক সিদ্ধ হয়,
তারা যায় গুরুর কৃপায় ;
আছে উপরে এক উল্টা তালা গুরুর কাছে চাবি তার ॥
এদীন ফটিক বলে তাই, শোনরে মনা গুণের ভাই,
ওসে তত্ত্ব জানা চাই ;
জেনে পরমতত্ত্ব হলে মত্ত হবে তত্ত্বের অতীত অধিকার ॥

৭নং গীত।

এক মানুষ মারা ফাঁদ রয়েছে সেই নদীর কূলে ।
যত লোভী কামী তথায় গিয়ে প্রাণ হারাল পথ ভুলে॥
আছে একটী পথ সেই নদীর কূলে,
বিষম এক ফাঁদ রয়েছে পথে ঝুলে গো ;
ও সেই পিছলা ঘাটে আছাড় খেলে অমনি বেধে যায় গলে॥
নদীর এক ধারে তিন ধার মিশেছে,
ও তার দুই ধারে দুই পাক পড়েছে গো ;
ও তার এক ধারের জল সরল পেয়ে রসিক জনা যায় চলে ॥

আবার বিষয় নামে ভুজঙ্গিনী,
নদীর পাক জলে রয়েছে তিনি গো ;
মিছে লোভে লোভে কর্ম্মী জ্ঞানী মরে তাহার বিষ জলে ॥
সেই ভবনদীর আর এক ধারে,
কাম কুম্ভীরিনী বসত করে গো ;
গেলে জীবন থাকতে তাহার ধারে কুম্ভীরিণী খায় গিলে ॥
আগম নদীর নিগম ধারে,
যত সাধু মহাজন গমন করে গো ;
এদীন **ফটিক** ভণে তাদের সনে হরিনামের বাদাম দেও তুলে

৮নং গীত।

যে জন ভব নদীর ভাব জেনেছে তার কিসের ভয় আছে।
সেত ভাটার সময় ভাট'য় নারে জোয়ারে গোণ বেঁধে নিছে ॥
দিনের বেলায় জোয়ার হ'লে, বসে থাকে নদীর কূলে,
যায় না তাহার কাছে ;
হলে নিশি যোগে চাঁদের উদয় ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরিয়াছে ॥
ভব নদীর অকূল পাথার, জলের ভঙ্গী কি চমৎকার,
তিনটী ধার তার আছে ;
ও তার এক ধারের জল অতি সরল দুই ধারে দুই পাক
পড়েছে
যে চিনে সেই ত্রিবেণীর ধার, প্রেমানন্দে দিচ্ছে সাঁতার,
বিপদ নাই তার কাছে ;

পাঁকাল মাছের মত, তারা পাকের ভিতর ফাঁক পেতেছে।
ফটিক বলে রসিক যারা, ভাব জেনে ঝাঁপ দিয়ে তারা,
বেদ বিধির পার গেছে ;
তারা বিশুদ্ধ ভাব কান্তি পেয়ে স্বরূপেতে মিশে গেছে ॥

৯নং গীত।

শুদ্ধাচারী হ'লে কি সেই মনের মানুষ মিলে।
ও সেই ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামীর স্বভাব না ছাড়িলে ॥
সুরধুনীর জোয়ার হ'লে, মনের মানুষ কুতূহলে,
উদয় হয় গোকুলে ;
শেষে যমুনাতে জোয়ার হ'লে সেই মানুষ যায় চলে ॥
মদন গঞ্জের হাওয়া লেগে, শীতলক্ষার বিষম বেগে,
কুল ভেসে যায় জলে ;
কত টল টলাটল অটল মধু টলে তার হিল্লোলে ॥
ফটিক বলে প্রেমিক যারা, মদন হাওয়া ফিরায় তারা,
অপান হাওয়ার বলে ;
এবার ম'রে বাঁচে সাধু জনা সেই ভাবের কৌশলে ॥

১০নং গীত।

তত্ত্ব জেনে মত্ত হয়ে কর সাধন।
ওরে আছে পরকীয়া রত্নাকরে বিশুদ্ধ এক প্রেম রতন ॥
ক'রে মনের মানুষ ভজন, পেয়েছে সুরসিক যেজন, প্রেম রতন ;
ওরে তারা ঊর্দ্ধরতি সিদ্ধ ক'রে প্রাপ্ত হ'লো বৃন্দাবন ॥

বস্তু আছে বিদ্যমানে, প্রাণে প্রাণে বানে বানে, কর সাধন ,
ওরে হবে সিদ্ধরতি দিব্য জ্যোতি প্রেম রতি রবির কিরণ ॥
ফটিক বলে মানুষ ভজন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহজ সাধন, উদ্দীপন ;
ওরে হলে অধঃপথে রতির গতি অর্দ্ধপথে হয় মরণ ॥

১১নং গীত।

সপ্ত তালা ঘর অন্ধকার।
সেই যে বাবা, বিষম হাবা, কেমনে পাবা, সন্ধান তার ॥
অনুমানে, ঠিক হবে কেনে, বর্ত্তমানে, তারে ধর ॥
ল্যাম্প ধরে, তালাস করে, যায় তার ধারে, সাধ্য কার ॥
হাওয়া ধরে, দেও যোগ করে, ইলেক্ট্রীকের, তারে তার ॥
এক টিপ দিলে, সাত মহলে, আলো জলে, চমৎকার ॥
গুরুর কাছে, কৌশল আছে, যে জেনেছে, তারে ধর ॥
ফটিক বলে, তা'না হলে, ভূমণ্ডলে, কেবা কার ॥

১২নং গীত।

মিছে কেন বসে ও রলিরে ভবনদীর কিনারাতে।
পারবি নারে গুরু বিনে, ঐ নদীর ওপারে যেতে ॥
জোগায় জোগায় জোয়ার এসে, ও তার জোগায় যায় দুকূল
ভেসে, সকল দেশ বিদেশে ;
কার আশাতে রলি বসে, কেউ তোর যাবে না সাঁথে ॥
গুরুকে গৌরাঙ্গ জেনে, হারে রসিক হয়ে বানে গুণে,
বাদাম দেওরে টেনে ;
কি করবে ঐ ঘোর তুফানে, থাকলে কাণ্ডারী সাঁথে ॥

ভাবের ঘরে অভাব হ'লে, শুধু সাধন করলে কিফল ফলে,
যায় সব নদীর জলে ;
দেখে শুনে **ফটিক** বলে, ও যেও সুজনার সাঁথে।

১৩নং গীত।

ব্রজ গোপীর নিগূঢ় পিরীতি, জানে প্রেম পিরীতের রসিক যারা
ও তারা মরা বাঁচার ধার ধারে না রে ;
ও তারা হয়ে আছে জীয়ন্তে মরা ॥
গুরুতত্ত্ব জেনে শুনে, হারে আত্ম তত্ত্ব বানে গুণে ;
সুপ্রেম রসিক জনে ; নয়ন রেখে নয়ন কোণে রে ;
ও তারা দু'জনে দেয় রূপের পাহারা ॥
কথার কাজ নয় কাজে জানে, হারে যে করেছে সেই সে
মানে,
অন্যে মান্‌বে কেনে ? অনেকে সেই ভাব না জেনে রে ;
শুধু কথার সাধু সেজেছে তারা ॥
ব্রজ গোপীর প্রেমামৃত, হারে যে পীয়ে সে জীয়ে তত,
ক্ষুধা অবিরত ; ফটিক হয় না তত রত রে ;
তাইতে মন্দ বলে আসল বন্ধু তারা ॥

১৪নং গীত।

সখী পরম পতির সাধন তোরা শোন, হারে যাতে মিলবে
রতন।
বস্তুতে গৃহেভে কর ; কর মধুর প্রেম সাধন ॥

পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চপ্রাণে, হারে বিশ্বাস করে মনে মনে,
গুরু গৌর জ্ঞানে ; মেতে যাও যুগল সাধনে ;
ও যদি যাবি বৃন্দাবন ॥
মদন মাদন সন্ধান পুরে, হারে নয়ন রেখ নিরীখ ধরে,
শোষণ বানের তরে ; মোহনে দেও তুই চাঁদ ধরে ;
স্তম্ভন রাখিও স্মরণ ॥
ফটিক কয় কি বলব বেশী, গাছের চার শাখায় বিংশতি শশী,
মিলন কর আসি ; সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রে মিশি ;
হবে বিধুর নর্ত্তন ॥

১৩নং গীত।

অনুরাগের জোরে পাড়ী ধর।
রাধা নামে বাদাম টেনে ; শ্রীগুরু কাণ্ডারী কর ॥
গুরুকে গৌরাঙ্গ জেনে, বাদাম টান বানে গুণে,
নয়ন রেখে নয়নের সনে ; কি করবে ঘোর তুফানে ;
গুরু যাহার কর্ণধার ॥
ভব সিন্ধু কামের পবন, তরঙ্গ ধায় পরব্যোম,
রসিক জানে সেই ভাবের মরম ; লোভী কামী করলে গমন;
নৌকা ডুবে চরার পর ॥
ল রসিক নেয়ে, অনুকূল বাতাস পেয়ে,
বিশুদ্ধ প্রেমিক সাজিয়ে ; আনন্দে যাচ্ছে বেয়ে ;
ছেড়ে জাতি কুল বিচার ॥

১৬নং গীত।

মন যেও না রংপুরের সহরে
কত তত্ত্ব জ্ঞানী সেথায় গিয়ে আত্ম ত্যজে মরে ॥
কৃষ্ণ ভক্ত যারা চতুর তারা ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে ;
তারা দিন পেয়েছে সুখে আছে সাধের দিনাজপুরে ॥
যোগিগণ একত্র হয়ে, পার্ব্বতীপুরেতে গিয়ে,
তিন পথ দেখে অবাক হয়ে, বসে চিন্তা করে ;
শেষে দার্জ্জিলিংএর টিকেট কেটে সম্মুখের পথ ধরে ;
তারা শিলিগুড়ী দ্বিদল গিয়ে গাড়ী বদল করে ॥
যোগ মার্গ ভাবিয়া শ্রেষ্ঠ, ভক্তি মার্গ হয়ে ভ্রষ্ট,
মন গিয়াছে এভারেষ্ট, পরম শিবের ধারে ;
বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তি রতন মিলবে কেমন করে ;
সদাশিব সেই প্রেমের লাগি শ্মশানে বিহরে ॥
তুই জোগায় এক জোয়ার পেয়ে, সুসন্ধানে রসিক নেয়ে,
তিন অক্ষরের বাদাম টেনে, যাচ্ছে ভব পারে ;
ফটিক বলে মন মাঝি তুই পড়লি বিষম ফ্যারে ;
সময় থাকতে নামলি নারে সাধন সমরে ॥

১৭নং গীত।

প্রেমিক ওঝা না সাজিয়ে, কেন তোর সাপ ধরা মতি হলরে
সুন্দর ব্রহ্মাণ্ডখানি, গরল অমৃতের খনি,
তার মাঝে সাপা সাপিনী ; ধরতে গেলে ভাব না জানি ;

ফোঁস করলে দোষ ঢুকে পড়েরে ॥ (সাপিনী)
মায়াবিনী সেই সাপিনী' মধুর মৃদু হাসিনী,
কটাক্ষেতে খায় কামুক প্রাণী ; ধরতে গেলে তত্ত্বজ্ঞানী ;
অধরে সুধা ক্ষরেরে ॥ (সাপিনীর)
বামন হয়ে চন্দ্র ধরা, পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘন করা,
দেখে **ফটিক** জীয়ন্তে মরা ; কলির সাধু নক্সা সারা ;
কলঙ্কে দেশ ভেসে গেলরে ॥ (কামুকের)

১৮নং গীত।

রূপ নেহারে, ধরগে তারে সুযোগের সময়।
নিরীখ ছুটলে পরে অধর চাঁদ সে জন্মের মত ছেড়ে যায় ॥
(হারেসেত)
ভব সাগরে পাড়ী ধরা, ঠিক রেখে দুই নয়ন তারা, তারায় তারায় ;
হলে দন্তে পদে নেত্রে সেই যোগ রতির গতি উজান ধায় ॥
(হারে সেদিন)
শুনে গোপীর সহজ ভজন, সাধু হতে লয় কত জন, প্রকৃতির আশ্রয় ;
শেষে কাম সাগরে বান ডাকিয়ে প্রেমের পশার ভেসে যায় ॥
(হারে সাধু)
গুরু যাহার হয় কাণ্ডারী, সেজন বেয়ে প্রেমের তরী, ভব পারে যায় ;
এবার অসাধনে এদীন **ফটিক** প্রেমের পাগল হতে চায় ॥
(হারসেত)

১৯নং গীত।

আর ঘুমা'য়োনা এখন।
চেতন গুরু বর্ত্ত করে মর্ত্ত্যে কর আগমন॥
শিক্ষাগুরু সন্নিধানে, সজ্জিত হয়ে বানে গুণে,
সকালে কন্দর্প রণে, দাওহে দরশন ;
অধঃ উর্দ্ধে লয়ে কর বান বরিষণ ;
মনের মানুষ করবে শেষে বারাম খানায় আগমন
প্রাণপণে পঞ্চজনে, মাতিলে কন্দর্প রণে,
দমের সনে বিধুগনে, করিবে নর্ত্তন ;
মনের মানুষ করবে তখন রাসমঞ্চে গমন ;
অষ্টদলে হবে তখন মহারাসের আয়োজন॥
যোগমায়া ভগবতী, কুণ্ডলিনী রূপে সতী,
এই লীলা গঠেছে অতি, করিয়ে যতন ;
সুশীলা সুমতি হলে জানে বিবরণ ;
হিয়াতে লুকায়ে নাগর করে সে রস আস্বাদন॥
কুণ্ডলিনী জগৎ মাতা, ভুজঙ্গ রূপে লোহিতা,
সর্ব্ব জীবে সুনিদ্রিতা, জানে সাধু জন ;
শম্ভু লিঙ্গে দিয়ে আছে সার্দ্ধত্রিবেষ্টন ;
ব্রহ্মদ্বারে বদন দিয়ে সুধা পানে রয় মগন॥
রণে হ'লে রিপু জয়, যোগমায়ার যোগ ভঙ্গ হয়,
কুণ্ডলিনী সেই সময়, হইয়ে চেতন ;

ব্যস্ত হয়ে করে চতুর্দ্দিক দর্শন ;
তখন বক্রভাবে চক্র ভেদি গোলকে করে গমন ॥
রাসমঞ্চে ছিল যারা, সেই দুই জন জীয়ন্তে মরা,
সেই যোগে যোগে তারা, করিল গমন ;
রত্ন সিংহাসনে যথা ব্রজেন্দ্র নন্দন ;
নিত্য সিদ্ধ দেহে করে সেবা সুখ আস্বাদন ॥
এদিন **ফটিক** নিরানন্দে, অকূলে পড়িয়া কান্দে,
ডেকে সুধায় এ বিবন্ধে, কেহ নাই এমন
গোসাই বিশ্বরূপের পদ ভুল নারে মন ;
গুরুকল্পবৃক্ষে পাবি অহৈতুকী প্রেম ধন ॥

২০নং গীত।

কে কথা বলে, কোন কৌশলে রে তোর দিল দরিয়ার মাঝে।
(হারে)
ও তুই দেখলি না তোর কর্ম্ম দোষে, উল্লুকের সংসেজে ॥
গঙ্গা যমুনার নেয়ে, জোয়ার ভাটা যাচ্ছে বেয়ে ;
ও সে কোন্ সময়ে কোন্ গোন বেয়ে, কোন্ ধামে বিরাজে ॥
সে জন জন্মিল কিসে, যে জন চক্ষের নিমিষে,
ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আসে, আজব এক জাহাজে ॥
পাঁচটী মহাদেশ আছে, পঁচিশ হাইকোর্ট বসেছে,
উনপঞ্চাশ লাট রয়েছে, নিজ নিজ কাজে ॥
সহস্রার বিলাত হ'তে, হুকুম যায় হাই কোর্টেতে,
দ্বিদল পদ্ম দিল্লী হতে, জেনে লয় সব জর্জ্জে ॥

ফটিক কয় আজব কাণ্ড, সুবিশাল এই ব্রহ্মাণ্ড,
একুশ হাজার ছয়'শ ঘুল্লায় একটী ঘড়ি বাজে ॥

২১নং গীত।

হারে যাস্‌নে আর ঈশান কোণে প্রাণ যদি বাঁচে।
ঈশানী সেই ঈশান কোণে অসি হাতে রয়েছে।
মাসে এক নরবলি, লইতো ঈশানের কালী,
নিয়ম রাখ্‌ল না কলি ;
কাম দিতেছে কলির জীবের জ্ঞান চক্ষে বালি ;
এখন এক রোজেতে দুই তিন বলি, কলির রাজা দিতেছে
একদল সাধু জগতে, তারা যায় তন্ত্র মতে,
শক্তি সাধন করিতে ;
আত্ম সংযম নাই তাই বালি লাগ্‌ল চক্ষেতে ;
শেষে কলির দলে দল মিশায়ে, বলির পাঠা হতেছে ॥
গুরু নিষ্ঠা রতি যার, সত্বার শত্রু নাইরে তার,
সত্য সুহৃদের বাজার ;
ঘরের ধন পরকে দিয়ে করতেছে ব্যাপার।
হয়ে তার প্রতি সদয় ঈশানী, ফণীরে মণি দিতেছে ॥
ফটিক বলে শোনরে মন, গুরু নিষ্ঠার বিবরণ,
পূর্ণ আত্ম সমর্পণ ;
আমি জানি বিশ্বরূপ সে পতিত পাবন ;
হ'লে ষোল আনার এক রতি কম, যেতে হয় যমের কাছে

২২নং গীত।

কথায় যায়না ধরা, ও সেই মধুর প্রেম রসের ভ্রমরা।
ওসে স্বরূপেতে রূপ মিশায়ে, হ'তে হয় জীয়ন্তে মরা ॥
গুরু অনুগত হ'য়ে, বকের মত স্বভাব লয়ে,
নিরীখ চাই ঠিক করা ;
যদি নিমেষ মাত্র মুদে আঁখি, ফাঁকি দেয় সেই মনোচোরা ॥
ত্রিবেণীর ত্রিকলের ঘাটে, তিন দিনে তিন জাহাজ উঠে,
তিন বর্ণে রং করা ;
আছে তিন জাহাজে একটী নিশান, লাল বর্ণ তাহার চেহারা ॥
মনের মানুষ সেই জাহাজে, উদয় হয় সে ভীষণ সাজে,
ভয়ঙ্কর চেহারা ;
দেখে রসিক জনার হয় আনন্দ, কর্ম্মী জ্ঞানীর কর্ম্ম সারা ॥
একজনের এক আদেশ পেয়ে, দশ জনে দশ কর্ম্ম লয়ে,
সাধন করে যারা ;
এদীন **ফটিক** ভণে সুসন্ধানে, মনের মানুষ ধরে তারা ॥

২৩নং গীত।

না জেনে ডাকা বিষম ভুল।
সৌর শাক্ত শৈব বৈষ্ণব সকলের এক ভক্তি মূল ॥
খাটী লোহা যারে কয়, পরশস্পর্শে স্বর্ণ হয়,
তামা কাঁসা ভাজ থাকিলে যেমন তেমনি রয় ;
প্রেমশূন্য নামরবির তাপে ফুটবে না সে পদ্ম ফুল ॥

যদি ধরিবি সেই অধর, আগে ভক্তির সাধন কর,
প্রেম ভক্তি ভাব যোগাড় করে বেঁধে লওরে ঘর ;
ধর সেই ঘরে সেই অধর মানুষ বাহিরে পাবিনে কূল ॥
ঘরের নিম্নে নদীর ঘাট, তার তিনদিকে তিন হাট,
দোকান ঘরে বিনা পাল্লায় মেরেছে কপাট ;
বেলা গেলে সন্ধ্যা হ'লে হাট ভেঙ্গে যায় নদীর কূল ॥
ঘাটের ভঙ্গী চমৎকার, নামলে উঠে সাধ্য কার,
লোভী কামী দূরের কথা সাধুর সারা ভার ;
এদীন **ফটিক** বলে বেহুস হ'লে ভেসে যায় সোনার
পুতুল ॥

২৪নং গীত।

ব্রজপুরে রূপনগরে যাবি যদি মন।
ও সেই রূপ নগরে রূপের হাটে ; বিকায় অনর্পিত
প্রেম রতন ॥

সেই রূপনগর যেতে, বিষম সঙ্কট রয় পথে,
বান ডেকেছে সপ্তসাগর, সপ্ত নদীতে ;
এবার সেই নদীর ওপারে যেতে ; আছে কাণ্ডারী
শ্রীগুরু ধন ॥

পুরের তিন দিকে তিন জন, ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিলোচন,
সিং দরজায় মহাশক্তি, চৌকীদার একজন ;
আছে চিন্ময়ী সেই দিগম্বরী ; অসি হাতে পাহারা দেয়
অনুক্ষণ ॥

এদীন **ফটিক** তাই বলে, সুপ্রেম রসিক জন হ'লে,
রূপনগরের ধনীর মণি, তার ভাগ্যে মিলে ;
নইলে কি সাধে সাধক পাগল হ'য়ে ; দিয়েছে জাত-
কুলমান বিসর্জ্জন ॥

২৫নং গীত।

সংসার বনে অসংখ্য ফুল ফুট্‌ছে ঈশান কোণে।
সেই ঈশানীর অনন্ত রূপের একবিন্দু কিরণে ॥
দেখলে সেই ফুলের জ্যোতিঃ, ঠিক থাকে কার শকতি,
তুই একজন মহামতি, ফুলের তত্ত্ব জানে ;
সে ফুল কাম চক্ষে করিলে দৃষ্টি শিরশ্ছেদ তখনে ॥
সেই ফুলে মধুর মত, কাম প্রেম বিষামৃত,
রসিক ভ্রমর হংসের মত, পান করিতে জানে ;
তারা বিষামৃত বিভাগ করে বিবেক যন্ত্রের গুণে ॥
ফটিক কয় রসিক ভ্রমরে, ফুল বাগের উত্তর ধারে,
খাটী মধু পান করে, সুজনে সুজনে ;
যত লোভী কামী নিন্দুক ভ্রমর মরে তার দক্ষিণে ॥

২৬নং গীত।

নিগূঢ় ব্রজ রসের সাধন করা পারবি কিরে তোরা।
হারে অসাধ্য সাধনা ভাইরে ফণীর মাথার মণি ধরা ॥

যোগ মায়া সে পূর্ণ মাসি, পূর্ণ মাসে পূর্ণ শশী,
তাহার মিলন করা ;
সে সব জানতে পারে ব্রজপুরে যোগের সময় জাগে যারা ॥
দুই মানুষ থাকে গোকুলে, সম্মিলন হয় রাস মণ্ডলে,
প্রেম পিরীতের দ্বারা ;
তারে অখণ্ড গোলকে পাঠায় সুচতুর গোপ গোপী যারা ॥
সুরসিকের যোগের বলে, যমুনার জল উজান চলে,
তার সঙ্গে যায় তারা ;
গিয়া অখণ্ড গোলকে সাজে নিত্য চন্দ্র চিত্ত চোরা ॥
ভাব না জেনে ভান ধরিলে, মনন মাত্র নদীর কূলে,
নরবলি সারা ;
এদীন **ফটিক** ভণে বাঁচতে জানে নিঃস্বার্থ প্রেম করে যারা ॥

২৭নং গীত।

কোন্ সময় কোন্ পথে চলে ॥
তারে ধরিবি রে কোন্ কৌশলে ॥
বলি মিছে মায়া মোহ ঘুমে দেখিলিনা আঁখি মেলে ॥
করে শুভযোগে শুভ যাত্রা বারুণী স্নান যে কালে ;
করে কিঞ্চিৎ দেরী মণিপুরী বিরাম করে চতুর্দ্দলে ॥
ওতার যুগল মিলন গুপ্তপাড়ার মুক্ত ত্রিবেণীর কূলে ;
করে পুনঃ যাত্রা গোলক ধামে মহেশ্বরী যোগ হলে ॥
ফটিক কয় পাবি না তারে বিদ্যা বুদ্ধির কৌশলে ;
সেই অধর মানুষ দিবে ধরা গুরুচাঁদ সদয় হ'লে ॥

২৮নং গীত।

বিদেশ হতে স্বদেশেতে চল যাই এখন।
থেক না আর পরদেশে; পরদেশী বন্ধুগণ॥
তোমার স্বদেশ কোথা ভাই, একবার ভেবে দেখ তাই,
যে নদীর পার যেতে হবে তার কূল কিনারা নাই;
সুদূর পথ ধু ধু করে; শেষ বেলা ডুবু ডুবু করে তপন॥
সেই নদীর কর্ণধার, একজন মানুষ চমৎকার,
শূন্য ভরে চালায় তরী তরঙ্গের উপর;
তরীর দম কলেতে এক দম দিলে; চলে চৌরাশী
লক্ষ যোজন
পারের ঘাটমাঝি যে জন, তার নাম নিত্য নিরঞ্জন,
গুরু রূপে করেন পারের টিকিট বিতরণ;
সেই সত্য সরল টিকিট লয়ে; চলে যাও নিত্য শান্তি
নিকেতন॥
মুক্ত ত্রিবেণী হয়ে, যুক্ত ত্রিবেণী গিয়ে,
যেতে হবে সত্য সরল টিকিট দেখায়ে;
গিয়ে বিরাজ ব্রহ্মাণ্ড পারে; দেখবি মানুষের মহামিলন॥
দেখে বিষয় ধন জন, সে ত ছাড়বে না কখন,
ফটিক কয় সেই কাণ্ডারী চায় প্রেম ভক্তি রতন;
মনের বিকার ফেলে প্রেম স্বরে; একবার বল হরিবল বল

২৯নং গীত।

মালিনীর ফুলের গাছে।
কত রং বেরঙ্গের ফুল ফুটে রয়েছে ॥
মিছে মধুর লোভে মত্ত হয়ে রে ;
ফুলের কলি ভেঙ্গে কত অলি মরেছে ॥
এক ফুলেতে দুইটী বোঁটা, উপরে তার মোহন কাঁটা ;
সাজান রয়েছে ;
ফুলের মূল না চিনে ধরতে গিয়ারে ;
সেই মোহন বানে কত মুনি মরেছে ॥
অসময় ভ্রমরা বন্ধু, খেতে গিয়ে ফুলের মধু,
বড় পাকে পড়েছে ;
যেমন মক্ষিকাফাঁসবৃক্ষের মত রে ;
সেই ফুলের মাঝে অলি মরে রয়েছে ॥
ফটিক বলে রসিক যারা, ফুলের মধু খেয়ে তারা,
ফুলের মালা গেঁথেছে ;
শেষে কৃষ্ণ প্রেমের প্রেমিক সেজে রে ;
তারা মধুর প্রেমেতে মেতে রয়েছে ॥

৫ম অধ্যায়।

নামকীর্ত্তন গীতি।

১নং গীত।

আনন্দে বল রে হরিনাম।
অন্তে পূরবে তোর মনস্কাম॥
হরি নাম সুধা সিন্ধু, পান কর একবিন্দু,
খেলে সুধা, যাবে ক্ষুধা, নাম পরম বন্ধু ;
একবার খেলেপরে ভয় নাই পারে ; অন্তে পাবি মোক্ষ ধাম
ও সে নামের এমনি বল, কত হচ্ছে আজব কল,
কেউ চুরি, কেউ বৈষ্ণব গিরি, চতুর্ব্বর্গ ফল ;
ও সে নামের বলে আজব কলে ; আছে রে ত্রিভঙ্গ ঠাম॥
পাপ তাপ রবেনারে তোর, ও সে নামের এমনি জোর,
নামের অসি, ধর কসি, কাট মায়া ডোর ;
এদীন ফটিক বলে রাগ মাস্তুলে ; দেও তুলে নামের বাদাম

২নং গীত।

মন প্রাণ খুলে বাহুতুলে হরিবল রসনা।
ও তোর আর হবে না ভবের মাঝে জঠর যন্ত্রণা॥
ও তোর আছে রতন, তাতে নাই রে যতন ;
এবার অযতনে হ'ল পতন, জেনে তাও জান না॥

এবার থেকে চেতন, কর ধনের যতন ;
শেষে ফল পাবি তুই মনের মতন, পতন আর হবে না ॥
এদীন **ফটিক** বলে, একবার বাহুতুলে ;
এবার হরি হরি হরিবল, পূরিবে বাসনা ॥

৩নং গীত।

মধুর এই হরি নাম,
এই হরিনাম তারক ব্রহ্ম জীবন অন্তে ভুলনা।
(রে নাম বল রসনা)
হরিনাম সুধা পান কর মনা রে, ও ভব ক্ষুধা রবে না ॥
(রে নাম বল রসনা)
হরি নামে রতি উত্তম গতি রে, বলে সাধু যে জনা ;
এই তারক ব্রহ্ম নামের মত রে ; ও এমন বন্ধু মিলে না ॥
(রে নাম বল রসনা)
হরি নামে প্রেমে ঐক্য হলে রে, যাবে ভব যন্ত্রণা ;
ও শেষে হরিচাঁদের উদয় হবে রে ; মনের আঁধার রবে না ॥
(রে নাম বল রসনা)
এদীন **ফটিক** বলে সাধন পথে রে, আমার অশেষ যন্ত্রণা ;
ও আমার হরি চাঁদ করুনা কর রে ; ভজন সাধন জানি না ॥
(রে নাম বল রসনা)

৪নং গীত।

দিন গেল হরি বল ওরে পাষাণ মন।
হরি বল রসনা বদন ভরে দূরে যাবে কাল শমন ॥
কর এই হরি নাম সার, নামের তুল্য নাই রে আর,
অনন্ত কাল অনন্তদেব অন্ত পায় না যার ;
কর নাম ব্রহ্ম সার কলিকালে কালের ভয় হবে মোচন ॥
এই যে অনিত্য বৈভব, বৃথা করছ যার গৌরব,
দু'চার দিনের লীলা খেলা ভুলে গেলি সব ;
এবার দিন থাকিতে চেতন হয়ে কর হরি নাম স্মরণ ॥
ফটিক বলে বারে বার, ছাড় অনিত্য ব্যাপার,
শুদ্ধ হয়ে কর সত্য হরি নামটী সার ;
হরি নাম সুধা রস পান করিয়ে প্রেমানন্দে হও মগন ॥

৫নং গীত।

একবার প্রেমানন্দে বাহুতুলে এই হরি নাম বল রসনা।
পেয়ে মনুষ্য দুর্লভ জনম বিফলে কাল কাটা'ও না ॥
জীবের দুর্গতি হেরি, এল সেই গৌর হরি,
লয়ে প্রেম রসের তরণী খানা ;
সে যে নিঃস্বার্থ প্রেম দেয় রে যেচে এমন দয়াল আর
মিলেনা ॥
আত্মীয় বন্ধু যত, ত্যজি সে জন্মের মত,
সে মানুষ জাতি কুলের ধার ধারে না ;
এল সোনার মানুষ বেহাল বেশে বেহুস জীবের জ্ঞান হল না ॥

ফটিক কয় এই সকালে, অনুরাগের বাদাম তুলে,
প্রাণ গৌর নিতাই বলে ডাক রসনা ;
হবে তোর তাপিতাঙ্গ শীতল পেয়ে হরিচাঁদের কৃপাকণা

৬নং গীত।

হরেকৃষ্ণ হরিবল ওরে আমার মন,
আর ঘুমাস্ নে মোহ ঘুমে হও রে চেতন।
বিষয় মদের নেশায়, বসে আছ কার আশায় ;
এসব ফুরায়ে যাবে ভোজের বাজীর মতন ॥
অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরা রায়,
কৃষ্ণ প্রেমের প্রেমিক সেজে কে দেখবি রে আয়,
বড় সুযোগের সময় ;
এই কলির জীবের দায়, আমার গৌর দয়াময়
করে দ্বারে দ্বারে হরি নাম সংকীর্ত্তন ॥
আয়ুরবি অস্ত প্রায় অধিক বেলা নাই
জ্ঞান চক্ষু মেলে চেয়ে দেখ ওরে ভাই,
জীবের ভাগ্যের সীমা নাই
এসে গৌর নিতাই, তারা দুটী ভাই ;
অহৈতুকী প্রেম ধন করে বিতরণ ॥
কু'বিষয় বিষানল নির্ব্বান কারণ,
প্রেম দাতা প্রাণের হরি পতিত পাবন,
দয়াল নাই রে এমন ;

ফটিক বলে মন, এখনও তুই শোন ;
জয় রাধে গোবিন্দ বল জুড়াবে জীবন ॥

৭নং গীত।

মধুর এই হরি নাম বল রে ও মন রসনা।
মন তোর সাধের দিন ফুরায়ে গেল এমন দিন আর হবে না ॥
যে নাম এনেছে নিতাই, এমন নাম তো শুনি নাই,
দিচ্ছে আপামরে দ্বারে দ্বারে জাতির বিচার নাই ;
সে যে পায় ধরে নাম দিতেছেরে এমন দয়াল মিলে না ॥
বল হরেকৃষ্ণ রাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
নয়ন জলে ভেসে ভেসে বল অবিরাম ;
ভবে যার জন্য যার পরাণ কাঁদে তার কি দয়া হবে না ॥
ফটিক বলে এই সময়, মন রে কর সদুপায়,
সত্য পথে সরল হয়ে চল পার ঘাটায় ;
পাবি হরিচাঁদের চরণতরী পারের ভয় আর রবে না ॥

৮নং গীত।

মনের আনন্দে বাহু তুলে বল হরি বল,
মায়া জালে বন্দী হয়ে হারাস্ নে সম্বল
(বল হরি বল গৌর হরি বল)
সেই অনর্পিত ধন, হরি নাম সংকীর্ত্তন ;
কলির জীবের ভব পারের সম্বল ॥
(বল হরি বল গৌর হরি বল)

জীবের দুর্গতি হেরি গৌর দয়াময় ,
ভব পারের তরী লয়ে এল পার ঘাটায় ;
গেল ভব পারের দায়, তোরা কেকে যাবি আয় ;
এল পাপী তাপীর বন্ধু পরম দয়াল ॥
(বল হরি বল গৌর হরি বল)
কর্ম্ম তপ যোগ জ্ঞান যত হেরি,
বিধি ভক্তি জপ ধ্যান পরিহরি ;
কত ব্রহ্মচারী, তারা বলিয়ে হরি ;
গৌর প্রেমে মেতে হইল পাগল ॥
(বল হরি বল গৌর হরি বল)
ফটিক বলে হিংসা নিন্দা ত্যজিয়ে ত্বরায়,
সরল হয়ে সত্য পথে চল পার ঘাটায় ;
বসে আছ কার আশায়, সাধের দিন ফুরায়ে যায় ;
হরি হরি বলে ভব পারে চল ॥
(বল হরি বল গৌর হরি বল)

৯নং গীত।

(১) এবার জীবের জন্য শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হল।
এবার দূরে যাবে শমন শঙ্কা হরি হরি বল ॥
এমন সুধা মাখা নাম, জীবের মোক্ষ ধাম,
মন সুখে পান কর।
এবার খেলে এই সুধা, দূরে যাবে ভব ক্ষুধা,
নিতাই বলে ধর ধর ॥
(শমন ভয় নাশিতে)

হরিনাম সুধা পান,   করি পঞ্চানন,
মৃত্যুঞ্জয় নাম হ'ল।
ও সে খেয়ে হলাহল,   হল মহাকাল
শমন জ্বালা নিবারিল ॥
(সুধা পান করিয়ে)

(২) (এমন বন্ধু নাইরে) (তারকব্রহ্ম নামের মত)
(দিন থাকিতে ডাক ভাই) (বড় দয়াল গৌর নিতাই)
(নাম ব্রহ্ম বল ভাই) (অন্য উপায় আর কিছু নাই)
(শমন জ্বালা রবে না) (হরি হরি বল ভাই)

(৩) নামব্রহ্ম হৃদকমলে কর জপ মালা।
হবে না অকালে মরণ যাবে শমন জ্বালা ॥
ভক্তি বীজ আরোপণ কর শত দলে।
অঙ্কুর হবে শ্রী হরি নাম কীর্ত্তন রূপ জলে ॥
সেই বীজে লতা হয়ে বাড়িতে লাগিবে।
বিরজার উপরে গিয়ে প্রেম ভক্তি ফল পাবে ॥
(জ্বালা রবে না) (এই ত্রিতাপ জ্বরের দাহ জ্বালা)
ফটিক বলে যে তুফানে ভাসে দেহ তরী।
সে তরঙ্গে তর্‌বি যদি বল হরি হরি ॥
(কেন হয় না সেদিন) (মন তোর আজ কাল বলে ফুরাল দিন)
(এবার যে বল রে) (তারক ব্রহ্ম এই হরি নাম)
(আর তো হবে না) (মন তোর এমন সাধের মানব জনম)

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

গোবিন্দ গীতি।

১নং গীত।

(১) বিষম দায়ে বসুমতী অমরাতে যায় গো ॥
বিনয় বচনে বলে শুন শচীপতি।
দুরাত্মা দৌরাত্মে মম এহেন দুর্গতি ॥
(দুঃখ কই তোমাকে) (নইলে মনের দুঃখ মনে থাকে)
মহা পাপীর পাপানলে দগ্ধ কলেবরে।
জুড়াতে এসেছি সবার কৃপা সরোবরে ॥
(সবে দেও হে বারি) (আমি মনের অনল শান্তি করি)
(বারি যে দেও হে) (অধীনারে কৃপা ক'রে)

(২) এহেন বচন, শুনি দেবগণ, কিছুক্ষণ মৌনে রয়।
সে ভাব অন্ত হ'লে, কেহ কেহ বলে, কি করি বিষম দায় ॥
(আহা মরি)
বলে প্রজাপতি, শুন বসুমতি, যাহাতে মঙ্গল হবে।
দিবস রজনী, চিন্ত চিন্তামণি, নিশ্চয় এ দুঃখ যাবে ॥
(শুন বসুমতি)
অমর নিকরে, অনেক প্রকারে, বলিতেছেন প্রজাপতি।
মিলিয়া সকলে, ক্ষীরোদের কূলে, চল হে যাই শীঘ্রগতি ॥
(মোরা সবে মিলে)

ক্ষীরোদ বিহারী, পেলে ভক্তিবারি, দিবে সে চরণ তরী।
জানি চিরকাল, অনাদি গোপাল, সে বড় দয়াল হরি॥
(দিবে চরণ তরী)

(৩) যতেক অমরে, গিয়া ভক্তি ভরে ;
ক্ষীরোদ উত্তর কূলে। (ও সেই)
বলে কোথা দয়াময়, এস হে এসময়,
এসময় থেক না ভুলে॥ (প্রভো)
বিপদ তরিতে, ও পদ তরীতে ;
মন মাঝি আরোহিল। (আমার)
পার না হইতে, মোহ ঝঞ্ঝাবাতে,
দেহ তরী ডুবে গেল॥ (বুঝি)
(বুঝি ডুবে গেল) (অসময় সাধের দেহ তরী)
(কৃপা তরী বিনে) (বুঝি প্রাণে মরি)
(কৃপা তরী দেও তরী দেও) আমায় সদয় হয়ে)
(হরি কোথা র'লে) (দানবারি)
(কোথায় যে র'লে গো) (দীন দয়াময় দয়াল হরি)

(৪) এমতি করিয়া যদি ভক্তি প্রকাশিল।
ক্ষীরোদ বিহারী হরি সদয় হইল॥
দৈববাণীতে বলে শুন দেবগণ।
মথুরাতে আমি গিয়া লভিব জনম॥
কিছুদিন মথুরা ছেড়ে থেকে বৃন্দাবন।
কংসকে বধিয়া হব মথুরা রাজন॥

ফটিক ভণে দেবগণ যখন শুনিল।
হৃদি মাঝে আশা তরু বাড়িতে লাগিল ॥
আশীষ বচনে তখন আনন্দ বাড়িল।
প্রজাপতি বলে সবে হরি হরি বল ॥
(হরি যে বল) (একবার হরি যে বল রে)
(প্রেমানন্দে বাহুতুলে একবার)
(হরি যে বল রে) (প্রেমানন্দে বাহু তুলে)

২নং গীত।

(১) দ্বাপরে ধরার দুঃখ বিনাশ করিতে হরি।
শ্রীমতীকে বলেন হরি, যাও মর্ত্ত্য ব্রজপুরি ;
বসুমতির এ দুর্গতি সহে না হে রাসেশ্বরী
তুমি হইও মর্ত্ত্যব্রজে, বৃষভানু রাজকুমারী ;
আমি হব গোকুলেন্দ্র নন্দের কানাই বংশীধারী ॥

(২) এহেন বচন শুনি, বলেছেন বিনোদিনী
নিবেদন করিহে তোমায়। (হরি হে)
(তাই তোমায় যে বলি গো) (সে যে বড় দুঃখের কথা)
শ্রীদামের অভিশাপ, পেতে হবে মনস্তাপ,
শত বৎসর তোমাকে হারায়ে (হরি হে)
(তাই মনে যে পড়ে গো) (বিরহ সন্তাপের জ্বালা)
থেকে মর্ত্ত্য বৃন্দাবন, শত বৎসর অদর্শন,
এ জীবনে সবে না কখন। (হরিহে)

(সে দিন পায় যে রেখ গো) (অধীনারে কৃপা করে)

বলেছে কমলা কান্ত, মিছে কেন হও ভ্রান্ত,

কান্ত ছাড়া কবে থাক ধনি। (বল শুনি)

(চেয়ে দেখনা গো) (হৃদয় গোলোকে)

শুন সখা সখীগণ, গিয়ে মর্ত্ত্য বৃন্দাবন,

জনম লভিও গোপ কুলে ॥ (সবে মিলে)

(নইলে দুঃখ তো যাবেনা) (কৃষ্ণ ভক্তি পরায়ণার)

(৩) এখানেতে মধুপুরে কংস কারাগারে।

পাষাণে পীড়ন করে দেব দৈবকীরে ॥

পাষাণ বুকে পুত্ত্রশোকে দেবক নন্দিনী।

হরি হরি বলে কাঁদে দিবস রজনী ॥

নাশিতে তাহার দুঃখ দীন বন্ধু হরি।

অবিলম্বে উপনীত মথুরা নগরী ॥

শ্রীহরি ইচ্ছাতে ধনী দেখিল স্বপন।

কোলে বসে মা বলিছে শৈশব নন্দন ॥

শ্রীহরি মায়াতে ধনী সব পাসরিল।

কার পুত্ত্র কোথা ছিল বুঝিতে নারিল ॥

মনেতে ভাবিল ধনী আপন নন্দন।

বাৎসল্য ভাবেতে মুখে তুলে দিল স্তন ॥

শ্রীহরি বলেছে মাগো চিন্তা কি কারণ।

নিশ্চয় তোমার দুঃখ করিব মোচন ॥

(মা তোর জীবন তো যাবেনা) (জীবনের জীবন পেয়েছিস্)

(৪) নিদ্রাভঙ্গে বলে ধনী এহ'ল কি হেতু।
বিধি কি আর দিবে আমার দুঃখ সাগরে সেতু ॥
(সেদিন আর কি হবে) (আমার)
(যে দিন দীনবন্ধু মা বলিবে)
বসুদেব বলেছে তখন শুন ওলো ধনী।
দরিদ্রের সম্ভবে না নীলকান্ত মণি ॥
(সে নীলকান্ত মণি) (হায়গো)
(পেয়েছে প্রেম ধনের ধনী)
বাৎসল্য প্রেম রত্ন আছে যাহার ভাণ্ডারে।
পাবে সে নীলকান্ত মণি এভব সংসারে ॥
(তাই শুনলো ধনী) (আমার কথা)
(আমরা নই সে ধনে ধনী)
(সে ধন কি পাবগো) (যে ধনেতে সুরধূনী)

৬নং গীত।

(১) ও মন ভবে এসে কর্ম্মদোষে ; ও তোর বৃথা এদিন গেল।
হারে দিনকরসুত এল দীনবন্ধু বল ॥
(দীনবন্ধু বল) (হায়গো) (ভবে আর কিছু নাই বলা বল)
(বন্ধুবল দীনবন্ধু বলরে) (এমন সাধের দিন ফুরায়ে গেল)
(গতি যে নাইরে) (হরে কৃষ্ণ নাম বিনে)

(২) শুন শুন সর্ব্বজন হয়ে এক মন।
দ্বাপরেতে কৃষ্ণ লীলা ভূভার হরণ ॥
যোগ নিদ্রা বিষ্ণু আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ।
করিলেন কংসরাজের প্রতিজ্ঞা পূরণ ॥

দেবকীর ছয় পুত্র করিল নিধন।
পুনরায় হ'ল তার গর্ভের লক্ষণ ॥

সেই গর্ভ যোগ নিদ্রা করি আকর্ষণ।
রোহিনীর জঠরেতে করিল স্থাপন ॥

সবে বলে দেবকীর গর্ভপাত হ'ল।
সংবাদ শুনিয়া কংস আনন্দে মাতিল ॥

সেই গর্ভে রোহিনীর হইল নন্দন।
আকর্ষণ গর্ভ তাইতে নাম সঙ্কর্ষণ ॥

মুনিগণে যারে চিন্তা করে সর্ব্বক্ষণ।
দেবকীর অষ্টম গর্ভে জন্মিল সেজন ॥

(জন্ম লইল সে যে জন্ম লইল গো) (জীব তরাতে
মথুরাতে হরি)

(জন্ম লইল গো) (জীব তরাতে মথুরাতে)

(৩) মধুপুরে জন্ম নিলেন হরি।
দেবকীর দুর্গতি হেরি ; পুত্র ভাবে দিলেন পারের তরী ॥
কে জানে তাহারি অন্ত, সকলি হয়েছে ভ্রান্ত ;
কিবা ঋষি কি অনন্ত ; ক্ষান্ত হলেন অন্ত নহে হেরি ॥
ভাদ্র মাসে অষ্টমীতে তিথি মন্দ নয়। (হায়গো)
কৃষ্ণ পক্ষে কৃষ্ণ চন্দ্র হইলেন উদয় (হায়গো)
অর্দ্ধরাত্র গত হ'লে, গেলেন কৃষ্ণ মায়ের কোলে ;
রূপ হেরে দেবকী বলে ; বলে আঁখি দেখবে ত্বরা করি ॥

কিবা রূপ ভঙ্গী বাঁকা অরুণ নয়ন (হায়গো)
গলে আছে বনমালা অতি সুশোভন ॥ (হায়গো)
কটীতটে পীতধড়া, মস্তকেতে মোহন চূড়া ;
কিবা যুবা কিবা বুড়া ; দেখলে সেরূপ না যায় পাসরি ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভূজেতে (হায় গো)
কন্দর্প জিনিয়ে তনু শোভা হয়েছে ॥ (হায় গো)
বসুদেব দেবকী দেখে, এব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণের মুখে ;
দেখিতে লাগিলেন কৌতূকে ; দুঃখার্ণবে পেয়ে চরণতরী

(৪) ওসে অকূল কাণ্ডারী, গোকুল বিহারী,
জনমিল মধুপুরী।
সে যে' অনাদি অনন্ত, বেদে সে বৃত্তান্ত,
কালীয়ে কালান্তকারী ॥
(সে অকূল কাণ্ডারী)
বসুদেব দেবকী, সেরূপ নিরখি,
আঁখি পালটিতে নারে।
সে ভাব' দেখিয়ে শ্রীকান্ত, সুশীল সুকান্ত,
শিশুরূপ তখনি ধরে ॥
(সেরূপ গোপন করে)

৪নং গীত।

উদয় হইল ভানু চেয়ে দেখ ভাই,
ধড়া চূড়া পরে সেজে আয়রে কানাই।

কানাই তোমাবিনে, অতি ক্ষুণ্ণ মনে ;
শিঙ্গা স্বরে ডাকে দাদা বলাই ॥
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে তোরে যত রাখালগণ ;
কেমন করে থাকিস্ ঘরে ওরে নীল রতন ;
কানাই তোমার কারণ, যত ধেনু বৎসগণ ;
হাম্বা রবে তারা ডাকিছে সদাই ॥
যে যে ভাবে তোরে ভাবে তুই ভাবিস তেমন,
এই বুঝি ভাই জীবন কানাই সেই প্রেমের লক্ষণ ;
আমরা ভাবি সর্ব্বক্ষণ, কানাই তুই সর্ব্বস্ব ধন ;
তাইতে মন সুখে বনফুলে সাজাই ॥
ফটিক বলে এই সকালে সকলে জানাই,
মা যশোদে সাজায়ে দে জীবন কানাই ;
আমরা গোচারণে যাই, সঙ্গে থাকে তোর কানাই ;
তারে মনের আনন্দে রাখাল রাজা সাজাই ॥

স্নেহ গীত।

(১) একবার সেজে আয় ভাই কালশশী মোহন বাঁশী লয়ে।
ও তোর শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম ডাকে ব্যাকুল হয়ে ॥
(তোমায় না দেখিয়ে)
ও ভাই মোরা তব সনে, যাব গোচারণে,
মনেতে বাসনা করি।
যদি পড়িহে বিপদে, পাব নিরাপদে,
তরিতে ও পদ তরী ॥

(রাখব সঙ্গে করি)

তোর কি দয়া মায়া নাই, শোনরে কানাই,
কেমনে রয়েছিস্ ভুলি।
তুইরে হৃদয়ের ধন, অমূল্য রতন,
নাচরে দু'বাহু তুলি ॥
(হৃদি পদ্ম ফুলে)

(২) মন দিয়েছি মদনমোহন তব ঐ চরণে।
তোমা বিনে গোচারণে যাই বল কেমনে ॥
সংসারে স্বপ্নের ছবি মোরা যত প্রাণী।
স্বপ্নের স্বপন দেখাও তুমি মোরা তাতো জানি ॥
(মোরা তাতো জানি ভাই) (কানাই) (ও তোর মায়া চক্রে সবই থাকে)
কি বিপদে ভয় ভেবেছিস ওহে কাল শশী।
তোর বিপদের ভয় দেখে আজ দুঃখের সময় হাসি ॥
(ঐ পদে পদ পেয়েছে) (ও তোর) (সেই বিপদ সম্পদ পদ মহাপদ)
(ঐ পদে পদ পেয়েছে) (তারা) (সেই বিপদ সম্পদ পদ মহাপদ)
ফটিক বলে হৃদ কমলে এস বংশীধারী।
মন ধেনুকে চরাও এসে এই বাসনা করি ॥
(একবার সেজে এস হরি) (তুমি) (করেতে পাচনী করি)
(একবার যে এসহে) (হৃদি মাঝে রাখাল সেজে)

(৩) মোরা যত রাখাল গণে, ডাকি তোরে ঘনে ঘনে
কেন নিদয় হলিরে কানাই। (ভাইরে)
(থাকিস্ কেমন করে) (নিদয় হয়ে)
চেয়ে দেখরে জীবন কানু, ঊর্দ্ধ মুখে ডাকে ধেনু,
বৎসগণে দুগ্ধ নাহি খায়। (ভাইরে)
(তোমা বিহনে) (করে হাম্বাধ্বনি ও নীলমণি)
উচ্ছিষ্ট ফল মিষ্ট বলে, দিয়াছি তোর মুখে তুলে,
তাই বুঝি এত অভিমান। (ভাইরে)
(আর দিব না) (উচ্ছিষ্ট ফল মিষ্ট বলে)
অপরাধ ক্ষমা করি, করেতে কর বাঁশরী,
বল একবার সাধা রাধা নাম। (ভাইরে)
(একবার বাজাও) (মন ভুলানে মোহন বাঁশী)
(বাঁশরী বাজাও হে) (জয় রাধে শ্রীরাধে বলে)

৬নং গীত।

সখী গো দেখে আয় তোরা।
ও কে বাঁশী বাজায় মনোহরা॥
সখী রাধার একি বালাই হ'লোরে;
বাঁশী কি রাধা বুলি শিক্ষা করা॥
সখী কি মোহিনী মোহন বাঁশীরে;
বাঁশী শুনলে না যায় ধৈর্য্য ধরা॥
ওসে চরণ ভেবে **ফটিক** বলেরে;
শুধু রাধা প্রেম বাঁশীতে পোরা॥

৭নং গীত।

ও যার প্রেমে পাগল হলি ও সখীরে, সখী ওসে প্রেমিক কেমন।

যে জন যায় যমুনার ঘাটে ; ও তার হরে নিল মন॥

সহজ প্রেমিক রয় কোন দেশে,ওসে কোন বাতাসে মিশে এসে,

কিসে হৃদয়ে বসে ; বল দেখি সে কেমন রসে ;

ও তোর মজাইল মন॥

কোন রসেতে রসিক সেজন,তোরা কোন রসেতে মজালি মন,

প্রেমের বিভব কেমন ; ভাব না জেনে হ'লে মগন ;

ও তাতে মিলবে না রতন॥

ফটিক কয় প্রেমের তরে, ব্রজে বিশ্বরূপ মণি ভিক্ষা করে,

যে শ্রীচরণ ধরে ; সেই চরণ বক্ষে ধরে ;

ও কবে জুড়াব জীবন॥

৮নং গীত।

সহজ প্রেমিকের কথা ও সখীরে, সখীরে কি বলব তোরে।

মন প্রাণ নিয়াছে হরে ; মোহন বাঁশরী স্বরে ;

ওসে সহজ প্রেমিক নিত্যের দেশে; ওসে প্রেম বাতাসে মিশে এসে,

বানে প্রাণে পশে ; মধুর প্রেম মাধুর্য্য রসে ;

সে আমার মন নিল হরে॥

মধুর রসে রসিক সেজন, আমরা সামর্থা রতিতে মগন,

নিত্য সঙ্গিনীগণ ; প্রেমের বিভব জানবি তখন ;

ডুবলে প্রেমের সাগরে॥

ফটিক কয় রসিকের ধরম, সখী না জেনে সেই প্রেমের মরম,
বৃথা গেল জনম ; মধুর প্রেম করিয়ে সাধন ;
চল রসিক নগরে ॥

৯নং গীত।

(১) শ্রীমতী সায়াহ্নেতে, আয়ানে সন্তোষিতে,
রন্ধন গৃহেতে রাধে বন্ধন প্রায়।
ওসে কৃষ্ণ প্রেম আশে বাসে থাকা দায় ॥
এমন সময় নিকুঞ্জেতে কাল শশী ;
রাধা রাধা বলে বাজায় মোহন বাঁশী ;
শুনে সেই ধ্বনি ধনী উন্মাদিনীর প্রায় ॥

(২) বাঁকা শ্যাম রায়। (হায়)
রাধা রাধা রাধা বলে বাঁশরী বাজায় ;
শুনে বাঁশী রাই রূপসী, কাঁদতে থাকে রাঁধতে বসি ;
মনে ভাবে দেখে আসি ; যাওয়া বিষম দায় ॥
অসময় রাধা বলে বাজাও বাঁশরী ;
সময় কি চেননা ওহে রসময় হরি ;
তোমার ঐ বাঁশরীর স্বরে, সরে এ প্রাণ স্বরে স্বরে ;
পরকীয়া পরের ঘরে ; পারা বিষম দায় ॥
কৃষ্ণ প্রেমা যত ধনী গোকুল বাসিনী ;
ব্যাকুল হইল শুনি সেই বাঁশরী ধ্বনি ;
শুনে ধ্বনি বলে ধনী, চল ধনী কোথা রাই ধনী ;
শুনব মোরা সকল ধনী ; কোন ধ্বনি বাজায় ॥

(৩) চল সখী ত্বরা করি কি করিতেছে রাই ধনী।
ও সেই কৃষ্ণ প্রেমের চাতকিনী ॥
শ্যামের মোহন বাশীর স্বরে, আমাদের প্রাণ কেমন করে;
সে কেমনে থাকে ঘরে; ওযার সর্ব্বস্ব ধন চিন্তামণি ॥
কুল ত্যজিয়া কুলবালা: হ'ল কৃষ্ণ প্রেমে কলঙ্কিনী ॥
চল যাই শ্রীমতীর সনে, শ্যাম এসেছে কুঞ্জবনে;
ফটিক বলে সযতনে; আমরা সাজাব শ্যাম চিন্তামণি ॥

১০নং গীত।

(১) নিশীথে শয়ন অন্তে, কান্তে ঘুমে রেখে সব ধনী চলিল।
তারা মিলিতে চলিল; আয়ান ভবনে রাইয়ের সনে ॥

(২) রাই যেন ঠিক পাগলিনীর মত।
তরুণী সে ত্বরান্বিত; বসে আছে চেয়ে আশা পথ ॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে, অধীর হয়ে এলোকেশে;
এই সময় সখীগণ এসে; রাই ভাবিনীর ভাব দেখে ভাবিত ॥
মণি হারা ফণীর মত কমলিনী রাই; (হায় গো)
চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করতেছে সদাই; (হায় গো)
না দেখে নীলকান্ত মণি, ধনী মণি হারা ফণী;
দাবদগ্ধ কুরঙ্গিণী; রাই রঙ্গিনী রঙ্গ করছে কত ॥
কটির বসন গেছে রাইয়ের নিতম্ব উপর; (হায় গো)
অম্বরে না সম্বরে রাই পদ্ম পয়োধর; (হায় গো)

মস্তকেতে ছিল বেণী, যেন বক্র ভুজঙ্গিনী ;
এলিয়ে গিয়াছেন তিনি ; চন্দ্রহারে চরণ আবৃত ॥
বৃন্দা বলে ও বিশাখা বিলম্বে কি কাজ ; (হায় গো)
অবিলম্বে পরাও রাইয়ের অভিসারের সাজ ; (হায় গো)
ফটিক বলে বিনয় করি, তোমাদের বিলম্ব ভারি ;
কেন মিছে কর দেরী ; শ্রীমতীকে করলো সজ্জিত ॥

(৩) বৃন্দা বলে বিনোদিনী, কেন হলি উন্মাদিনী।
ও ভাবে ভাবেনা তোমায় রসিক নাগর চিন্তামণি ॥
(সাজায়ে দিই রাই) (আয় তোরে)
(নইলে ভুলবে কেনে নাগর কানাই)
কমলিনীর মলিনাঙ্গ, যদি দেখে সে ত্রিভঙ্গ।
অমনি হবে মধুর প্রেমে রসরাজের রস ভঙ্গ ॥
(করিস না রাই) (এমন কর্ম্ম)
(আমরা বুঝাই কি তুই বুঝিস্ কি ছাই)
এস ধনী বিনোদিনী, বেণী বানাই সব সজনী।
কেন বা সেজেছিস ধনী কমলিনী কাঙ্গালিনী ॥
(কেউ পায় না ধনী) (নীলকান্ত মণি)
(ও রাই তুই ধনী নয় কাঙ্গালিনী) (তব রাঙ্গা চরণ)
(থেকে নয়ন মুদে দিন রজনী) (আবার) (কোটী তীর্থ তোর)
(ও রাই তুই হবি কেন কাঙ্গালিনী)
রাই তোর চরণে রয়েছে ; গয়া গঙ্গা কাশী ॥

(৪) মিলিয়া সঙ্গিনীগণ অতি মনোরঙ্গে।
বহু বেশ ভূষণ তারা দিচ্ছে রাইয়ের অঙ্গে ॥
বেণী বিনাইয়ে দিল বিশখা সুন্দরী।
চম্পকলতা চাঁপার মালে বাঁধিল কবরী ॥
ললিতা নলক দিল হরষিত হয়ে।
কল্পলতা কর্ণে কুণ্ডল দিলেন পরিয়ে ॥
কমলা সাজায় করিমুক্তায় কুচ করিকুম্ভ ॥
চন্দ্ররেখা চন্দ্রহারে সাজালেন নিতম্ব ॥
পদ্মা দিল পুষ্পহার তার কি চমৎকার আলা।
মাধবী দিলেন রাইয়ের গলে মতিমালা ॥
অঙ্গলেখা এনে দিল মনিময় অঙ্গুরী।
পাদোপরি পঞ্চম দিল সখী প্রেম মঞ্জরী ॥
গুজরি দিল গুণবতী অতি যত্ন করি।
চরণ সাজায় চরণ পদ্মে চিত্রা সহচরী ॥
রঙ্গদেবী রুলী হস্তে দিলেন কৌতুকি।
বাউটী হস্তে দিয়াছে বিচিত্রা বিধুমুখী ॥
লীলা দিল নারকেল ফুল কিবা শোভা হ'ল।
করোপরি রঙ্গদেবী রতন চুর দিল ॥
ফটিক কয় কে কত জানে ভূষণের তদন্ত।
বিমলা বাহুতে দিল সুবর্ণের অনন্ত ॥
(শোভা হয়েছে) (কিবা সুমধুর)
(কি শোভা হয়েছে) (মদন মোহন মন মোহিনীর)

১১নং গীত।

১। রাই ধনী ব্যাকুল হয়ে, সঙ্গিনী সঙ্গে লয়ে,
চল্লেন রাই ধেয়ে কুঞ্জ কাননে।
শ্যামের বাঁশীর স্বর প্রাণের ভিতর ধরে টানে ॥
তারা গমন করিল লয়ে প্রেম পশরা ;
কৃষ্ণ পক্ষের নিশিতে মেঘে গগন ঘেরা ;
শ্যামের নাম স্মরে ধৈর্য্য ধরে যায় বনে ॥

২। শোন শোন ঐ বাজে শ্যামের বাঁশী।
মোর মাথা খাস, ও পথে না যাস ; একবার দেখসে আসি ॥
ব্যাকুল হইয়া, পথ হারাইয়া, কেউ নহে মিশা মিশি ;
যে দিকে ধেয়ে যায়, সে দিকে শুনিতে পায় ; যেন সব দিকে কালশশী ॥
গভীর রজনী, ঘোর কাদম্বিনী, বিষম আঁধার নিশি ;
ফটিক বলে হায়, অসময় দায় ; ঠেকাইলে কাল শশী ॥

৩। ঠেকালে কি দায়। (হায়)
ব্যাকুল হ'য়ে এলেম ধেয়ে, তব প্রেম আশায় ;
পথিমধ্যে একি জ্বালা, ঘটাইলে চিকণ কালা ;
কুল কামিনী কুল বালা ; হ'ল নিরুপায় ॥
তোমার জন্য জাতি কুলে কালী দিয়েছি ;
সাধ করে কলঙ্কের মালা করে লয়েছি ;
জীবন যৌবন দিয়ে পদে, দাসী হলেম মন সাধে ;
অদ্য এই ঘোর বিপদে ; রাখ রাঙ্গা পায় ॥

তুমি বিপদের বন্ধু আমরা জানি তাই ;
তাই তরিতে বিপদ বন্ধু ঐ পদে বিকাই ;
শরণ লয়ে ঐ শ্রীপদে, কত বিপদ পদে পদে ;
স্থান দিলে আজ ঐ শ্রীপদে ; বিপদ ঘুচে যায় ॥
এই বিপদে পড়ে যদি প্রাণ পরি হরি ;
কে চাবে নাথ তব পানে সেই দুঃখে মরি ;
কৃষ্ণ প্রেমায় কাতর দেখে, কৃষ্ণ ধন এল সম্মুখে ;
ফটিক কয় রঙ্গিনী দুঃখে ; ত্রিভঙ্গে সুধায় ॥
৪। যে তোমারে চিন্তা করে সংসারে তার এত বাধা ।
ভাণ্ডের মধ্যে এত কাণ্ড ; বাহিরে বিশুদ্ধ সাদা ॥
ভুলায়ে গোপের নারী, করবে বলে ছল চাতুরী ;
সেই জন্যে কি বংশীধারী ; রাধা নামে বাঁশী সাধা ॥
পড়িয়ে ছলনা ফাঁন্দে, অকলঙ্ক পূর্ণ চাঁদে ;
কলঙ্কের দাগ লেগে কাঁদে ; তোমার কলঙ্কিনী রাধা ॥
ফটিক কয় মানিস না বাধা, প্রেম পথিকের অনেক বাধা ।
যার মায়াতে জগৎ বাঁধা ; তার মাথায় আজ নন্দের বাধা ॥
৫। কেন নিন্দা কর ধনী চিন্তামণি তোমার তরে ।
গোঠে মাঠে যায় সারাদিন , নন্দের বাধা মাথায় করে ॥
রাধে তোমার প্রেমের আশে, ভ্রমণ করি দেশ বিদেশে ;
গোলক ছেড়ে ভূলোক এসে ; জন্ম নিলেন মধুপুরে ॥
বৈকুণ্ঠে বিলাসোত্তমে, চৌদিকে সঙ্গিনী সনে ;
লক্ষ্মী যে পদ সেবনে, নিযুক্ত রয় হর্ষান্তরে ॥

ফটিক কয় যে অভয় পদ, বিরিঞ্চি ভব সম্পদ ;
সে পদের এমনি বিপদ ; পদানত ঐ পদ ধরে ॥

৬। কেমন কথা বল্লে হরি, লাজে মরি দুঃখে মরি।
হয়ে রাজনন্দিনী বনচারী ॥

জান নাকি বংশীধারী, মধুর প্রেমের ধারা ধারি ;
দাস খতের মহাজন প্যারী ; জানে সব সখী মঞ্জরী ॥

বলহে শ্যাম আর কোন দেশে, কুল বধূ প্রেমের আশে ;
বাস ত্যজে বিপিনে আসে , পীত বাসরে আশা করি ॥

ঋণী হয়ে মাধুর্য্যেতে, খত লিখিলে আপন হাতে ;
দেখা নাই আসলেরসাথে ; সুদের জায় পায় ধরা ধরি ॥

ফটিক বলে শুন প্যারী, দাস খত লিখছে মুরারী ;
রেয়াত মৌরাত বাদে হরি ; শোধ করেছে পদে ধরি ॥

১২নং গীত।

১। শুন বলি হে বিশখা প্রাণ সখা এল না কেনে।
আমার সুখের নিশি গত হল চেয়ে আশা পথ পানে ॥

কুল ছেড়ে ফুল তুলে মোরা গেঁথেছিলাম মালা ;
সারানিশি জাগলেম বসি এল না সে কালা ;
(আমার প্রাণসখা কোথা রল) (তারে এনে দেখা ও বিশখা)

বৃথা জন্ম লয়েছিলাম দুরদৃষ্টা নারী ;
কৃষ্ণ প্রেমাভীষ্ট সিদ্ধ হল না আমারি ;
(তাই বুঝি হ'ল না সখী) (আমার তাপিতাঙ্গ শ্যামের সঙ্গ)

কালিয়ে বিরহ কালে সকালে আসিল ;
কালাগত প্যারী বুঝি কালগত হ'ল ;
(আমি অন্তে কি তার পাবলো) (প্রাণ কান্তের পদ প্রান্ত সখী)

ফটিক কয় ঐ মধুর প্রেমের কে জানে তদন্ত ;
কৃতান্তে প্রাণ দিচ্ছে যার পায় কৃতান্তের কৃতান্ত ;
(প্রেমের গতি কে জানে) (ও সেই প্রেম নদীর ডুবুরি বিনে)
(জানতে যে পারে গো) (প্রেম স গরে ডুবলে পরে)

(তান)

ব্যাকুল হইয়া তখন বলে বিনোদিনী।
ও বিশখা একবার দেখা সখার চিত্র খানি ॥
নিশি যোগের রঙ্গ চিত্র করিয়া কৌতূকে।
বিশখা দিয়েছে দেখা রাধিকা সম্মুখে ॥

২। বলে রাই গো—
তারে করলো কিশোরী দরশন।
ও সেই চন্দ্রাবলী সনে, হরষিত মনে,
পুষ্পাসনে মোদের প্রাণ ধন ॥ (ছিল)
ও তার দ্বিতীয় মূরতি, হের রসবতী ;
নিশি অবসানের বিবরণ। (দেখ)
শুনে কোকিলের ধ্বনি, চিন্তে চিন্তামণি,
চৌদিকে ঘেরা সখীগণ ॥ (দেখে)

দেখ তৃতীয় চরিতে, গমন ত্বরিতে ;
করিয়াছে শ্যাম কাল বরণ। (গমন)
তখন যেও নাহে বলি, সেই চন্দ্রাবলী,
টেনে ধরে শ্যামের পীত বসন ॥ (তখন)
সে যে রসিক শেখর, রূপ মনোহর ;
রূপে মোহিত এই ত্রিভুবন। (ও যার)
সে রূপ দেখে **ফটিক** বলে, হৃদয় কমলে,
ঐ রূপে থেক রাধারমণ ॥ (তুমি)
ঐ রূপে থেক হে মদন মোহন বংশীধারী
ও রাই বিনোদিনী মরিবি কালার প্রেমাগুণি ও রাধে
রাধে গো।

১৩নং গীত।

একি ভাব ধরে তুই এলি।
রাধা প্রেমের অভাবের ভাব এভাব কোথায় পেলি ॥
ও ভাব দেখে ভেবে মরি, সত্য বল বংশীধারী হায়রে ;
কার ভাবে হয়েছে এভাব সে ভাব কি করিলি ॥
যে ভাবে গোপীরা ভাবে, তুমি নয় সে ভাবের ভাবে হায়রে ;
তবে কেনে কপট ভাবে গোপীকার কুল মজালি ॥
ফটিক বলে ভাবুক যারা, ঐ ভাবেতে ভাবে তারা
হায়রে ;
গোপীগণের গোপন করা ভজনের প্রণালী ॥

১৪নং গীত।

অনুগত হ'লেম ধনী নিদয় হইও না।
তোমার অভয় চরণ ধরেছি রাই চরণ ছাড়া ক'রোনা॥
তুমি ধনী ফণীর মণি, আমিত হয়েছি ধনী ফণী একজনা ;
"ধনী" মণি হারা হলে ফণী বেঁচে কি ফল বল না॥
জন্মাবধি অবিরত, লীলা খেলা দেখলেম কত, শান্তি হ'ল না ;
হলেম জন্মের মত অনুগত নেহার ভঙ্গ করো না॥
জহুরী জেনেছে যারা, মণি ধরা জানে তারা, রসিক সুজনা ;
এবার **ফটিক** নেহার করেছে তার অভয় চরণ দুখানা॥

১৫নং গীত।

আমি ধরি ঐ চরণ দু'খানি মান ত্যজ রাই ধনী।
তব প্রেম সুধারস পানের আশে বাসে নির্ব্বাস অনুমানি॥
তব প্রেমের আশা করি, গোলোকে ছেড়ে ব্রজপুরী,
তিন বার মৃত্যু জানি ;
কেবল বেঁচে আছি রাই পিয়ে তব প্রেম সুধা রস সঞ্জীবনী॥
গোলোক আর বৈকুণ্ঠ পুরী, বিলাসের বাহাদুরী,
জানতো সজনী ;
আমি সে সুখ সম্পদ পরিহরি নন্দের বাধা বই এদানী॥
এই প্রেম বিচ্ছেদ হ'লে, শত বৎসর, শোকানলে,
জ্বলবে চিন্তামণি ;
ফটিক কয় ঠিক তেমনি দশা ঘটল আমার কপাল গুণি॥

১৬নং গীত।

আমি বিকায়েছি তব চরণে রাই।
ফেলনা হে ঠেলে, অনুগত বলে, চরণ কমলে, দিও ঠাই॥
সাধু শাস্ত্র মতে, ধর্ম্মাধর্ম্ম পথে, দেখে শুনে যেতে, সাধ্য নাই;
এ ঘোর তুফানে, তব নিজগুণে, যাহা লয় মনে, কর তাই॥
ত্যজে লাজ ভয়, ধরেছি ও পায়, তথাপি নিদয়, কেন হলে রাই;
বাধা মাথায় করি, গোঠে মাঠে ফিরি, বিনে চরণতরী, অন্য আশা নাই॥
এদীন **ফটিকে**, রেখ না বিপাকে, বলেছি তোমাকে, বারে বারে তাই
জীবনে মরণে, ও রাঙ্গা চরণে, হৃদি পদ্মাসনে, ধরে প্রাণ জুড়াই॥

১৭নং গীত।

১) নিকুঞ্জে বসে শ্রীমতী; ভেবে ত্রিভঙ্গ মূরতি;
হারে কাতর হইল কৃষ্ণ বিরহেতে অতি;
(রাধে ধরায় যে পল) (হায়গো) (ধরায় পল রাধে ধরায় পল গো)
(শ্যাম বিরহে মতি হারা রাধে ধরায় পল গো)
(ধরায় পল গো শ্যাম বিরহে মতি হারা)

(২) রাজার কুমারী, পতিকে না হেরি, পড়েছে ধরনী তলে।
থর থর থর কাপে কলেবর, ধর সখী ধর বলে ॥
(রাধে ধরায় পড়ে)
বৃন্দা সহচরী, দেখি ত্বরা করি, ধরে নিজ করতলে।
সহজ পিরীতি, হইল কি রীতি, বৃন্দা দূতী তখন বলে ॥
(রাধার করে ধরে)

(৩) কৃষ্ণ বিচ্ছেদ হুতাশনে ; দগ্ধীভূত প্রাণে ;
কুঞ্জ বনে সখী সনে রাধে ধরাসনে ;
(আছে ধরাসনে) (হায় গো) (ও সেই অধর চাঁদে
হারা হয়ে)
আছে দগ্ধ প্রাণে স্থির নয়নে ; যত গোপীগণে ;
বাক সরে না বিধূমুখে মধুসূদন বিনে ;
(মধুসূদন বিনে) (হায় গো) (করে রোদন ধনী
নিশিদিনে)
তখন বৃন্দাবনে ওগো রাধে ; ফেলে ঘোর তুফানে ;
চিন্তামণি ছেড়ে যাবে স্বপ্নেও জানিনে ;
(আমরা জানতেম যদি) (হায় গো) (ভাল বাসতেম
না সই নিরবধি)
ফটিক ভণে গোপীগণে ; আছে ক্ষুণ্ন মনে ;
মন দিয়ে সেই মনোমোহনে কিছু লয় না মনে ;
(কিছু লয় না মনে) (হায় গো) (ভাসে বিষাদ নীরে
বন্ধু বিনে)

(৪) বৃন্দা রাধা হেন মতে, আছে নিকুঞ্জ বনেতে,
হেনকালে ললিতা আইল। (ত্বরা করি
(বলে একি দেখিলো) (বল সখী ত্বরা করি)
বৃন্দা বলে ও ললিতে, কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গেতে,
নিকুঞ্জেতে ছিলাম দু'জন। (মন সুখে)
(বলে আমায় যে ধরলো) (ধূলায় পড়ে বলে রাধে)

(৫) রাধে বলে সহচরী, ছেড়ে যদি গেল হরি,
প্রাণ ধরি কিসের কারণ। (সইরে)
ছেড়ে গেল প্রাণ পাখী, তবু কেন বেঁচে থাকি,
এ জ্বালা কি যাবে না কখন ॥ (সইরে)
শুন সব সহচরী, বলি আমি বিনয় করি,
করে ধরি করি নিবেদন। (সইরে)
আমি অচেতনে ভাল থাকি, জ্বালাসনে আমারে ডাকি,
কালার জ্বালায় জ্বলে এ জীবন ॥ (সইরে)
(জ্বলে যে মরি গো) (শ্যাম বিরহ মনাগুনে)

(৬) ললিতা বলেছে রাধে, পিরীতি করিলি সাধে,
না ভাবিলি কি হইবে পিছে। (রাধে গো)
শুনে কালার বাঁশীর গান, সেধে দিলি কুলমান,
সাধা পিরীত হয়ে গেল মিছে॥ (রাধে গো
সেধে দিয়ে কুলমান, শেষে করিস অভিমান,
সে মানে না মানে কালা বাধা। (রাধে গো)
তোর মত সেত নয়, প্রেমে পাগল অতিশয়
চঞ্চল প্রেমধন সাধা ॥ (রাধে গো)

(প্রেম জানে কালা) (প্রেম যে জানে গো)
(সরল প্রেমের প্রেমিক কালা সেত)
(প্রেম যে জানে গো সরল প্রেমের প্রেমিক কালা)

(৭) সখী আমাকে বলিয়ে, গিয়েছে কালিয়ে,
কাল আসিব ব্রজপুরী।
এল না সে কালা, সহে না এ জ্বালা,
গলায় লইব ছুরী ॥ (ওলো প্রাণ সখী)
জীবন কুসুম, অতি অনুপম.
ভাবিয়া মম অন্তরে।
প্রেম বারি দিয়ে, সে চরণ ধুয়ে,
দিয়েছি চরণ পরে ॥ (ওলো প্রাণ সখী)
তাই' বলহে আমাকে, কেবা কোথা থাকে,
জীবন শূন্য দেহ ধরি।
দোষেতে কি গুণেতে, পারি নে বলিতে,
আমি যে কেন না মরি ॥ (ওলো প্রাণ সখী)

(৮) বৃন্দা বলে রাই, শুনতে নাহি চাই ;
কেশবে ভুলানে কথা। (রাধে)
তোর যা ছিল তা'সবে, দিয়াছিস কেশবে,
বিরহ পেয়েছিস কোথা ॥ (রাধে
মনের সহিত, করিয়া পিরীত,
থাকলো স্বরূপে চেয়ে। (রাধে)
স্বরূপ প্রভাবে ; সেরূপ মিলিবে,
থাকলো তেমতি হয়ে ॥ (রাধে)

(তারে পাবিলো) (ওলো রাইধনী) (করলো ধ্বনি)
(স্বরূপে আরোপ) (ধনী যে হবি লো) (নীলকান্ত
মনি পেয়ে)

(৯) একি একি হ'ল আমার বল প্রাণ সখী প্রাণ সখী।
দিনমনি থাকতে কেন অন্ধকার দেখি ॥
(আমার কি হলো রে) (সখী) (সখী আমায়
ধর ধর)
সখী গণে বলে তখন রাধার অঙ্গহেরি অঙ্গহেরি।
এতদিন পরে বুঝি মরিল কিশোরী ॥
(প্রেমে এই কি হ'ল) (কালার (ও সেই
কালার তরে প্যারীমল)
বৃন্দা বলে ও ললিতা নিদানে প্রকাশে প্রকাশে।
মলে ও রাই বাঁচতে পারে চিন্তামনি রসে ॥
(রোগের ঔষধ ভাল) (এসব) (অনুপান নয়নের
জলে)
ফটিক বলে সবে মিলে বল হরি হরি বল হরি।
কর ধনী নামের ধ্বনি মরবে না কিশোরী ॥
(হরি বল হে সবে) (প্রেমানন্দে) (হরি বল্লে জ্বালা
দূরে যাবে)
হরি যে বল একবার হরি যে বল রে
প্রেমানন্দে বাহুতুলে একবার
হরি যে বলরে প্রেমানন্দে বাহুতুলে

১৮৮নং গীত।

(১) শ্রীকৃষ্ণ বিরহে ভাসে অকূলে গোকুল নিবাসী।
তারা রোদন করে কিবা নিশি ॥ (হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণবলে)
সাধের গোকুল শূন্য করে শ্যাম গিয়াছে মথুরায়।
গোকুলে অকূল তরঙ্গে প্রাণী গণের প্রাণ যায় ॥
(জলে অঙ্গ জ্বলে যায়) (বিরহ বাড়বা নলে)
মধু করে করে দিনকরসুতে প্রাণার্পণ।
জীবনান্তে রাধাকান্তে পাবে বলে আকিঞ্চন ॥
(বলে পদপ্রান্ত দিওহে (হলে জীবনান্ত রাধাকান্ত
ফটিক বলে জীবন গেলে কি হবে কি জানি।
প্রাণ থাকতে প্রাণ কান্তে দেখে জুড়াও পরাণী ॥
(মোরা চল একবার দেখে আসি)
(প্রাণ থাকতে প্রাণ কান্তে মোরা)
(তান
শুকিয়াছে তরুলতা ভেঙ্গেছে মুকুল।
মধু বিনে মন ক্ষুণ্ণ যত অলি কুল ॥

(২) বলে মধুসূদন বিনে ব্রজে মধু নাইরে কোন ফুলে।
জুড়াব জীবনের জ্বালা, প্রাণ ত্যজে যমুনার জলে
যখন ব্রজে ছিল কালা, ছিল না আর কোন জ্বালা ;
হল মৃত মন্ত্র জপ মালা, কানা বিনে গোকুলে ॥
ব্রজে রাধা কান্ত বিনে, অন্ধকার হয়েছে দিনে ;
প্রাণ বাঁচে না তারে বিনে, মরি বুঝি অকূলে ॥

মরিতে বাসনা করি, আসার আশে ধৈর্য্য ধরি ;
আসবে হরি ব্রজপুরী. চিরদিন রবে না ভুলে ॥
রসরাজের প্রেম তূফানে, কুল ত্যজেছে রসিক জনে ;
ফটিক ভণে শেষের দিনে, কুলাবে না জাতি কুলে ॥

(তান)

ভ্রমর বলেছে তখন শুন হে ভ্রমরি
চল দেখি কি ভাবে রয়েছে শুক সারী ॥
শুক সারী সন্নিসানে গিয়া ত্বরা করি !
দেখে দ্বিগুণ বিরহে দগ্ধ যত শুক সারী ॥

কথা—

(৩) তখন শুক বলছেন।

সারী গো। সারী এই তো সেই মধুর বৃন্দাবন।
পূর্ব্বে দেখেছি যে সব, পড়ে আছে সব,
ছেড়ে গেছে মধুসূদন ॥
সে যে ত্রিভুবন যিনি, নীল কান্ত মণি ;
হয়েছিল মোদের শিরোভূষণ। (সে যে)
এখন হারায়ে সে মণি, দিবস রজনী,
পেতেছি বহু মন বেদন ॥
ওসে গোলোক বিহারী, নন্দ সুত হরি ;
সর্ব্ব জীবের প্রাণ ধন। (সে যে)
সদা হরষিত মনে, বিবিধ ভূষণে,
সাজাইতো তারে গোপীগণ ॥

কেশব বিহনে, যে সব জ্বালা ;
পেয়ে হতেছি জ্বালাতন। (জ্বালা)
বিনে জলদ বরণ, জীয়ন্তে মরণ,
কে করিবে নিবারণ ॥
ফটিক বলে হরি, সাজিয়ে সংসারী।
করিয়াছি ভবে আগমন। (আমি)
এই ভব খেলা সঙ্গে হ'লে, পাই যেন ঐ শ্রীচরণ ॥

১৯নং গীত।

কি ব'লবো তোমারে, কথা বলতে গেলে প্রাণ বিদরে।
কাল কোকিলের সেই কুহুধ্বনি কাল হয়েছে ব্রজপুরে ॥
শুকিয়ে গিয়েছে মুকুল, তরু লতায় নাই ফল ফুল,
গোকুলের সেই পারে ;
এদিক কুব্জা রাণীর শুকনা গাছের ডাল ভেঙ্গে যায় ফুলের ভারে।
যে দিন এল নীল মণি, সেই দিন হতে ক্ষীর নবনী,
নন্দ রাণীর করে ;
সদা হা গোবিন্দ গোপাল বলে কাঁদে রাণী ধরাধরে ॥
সঙ্গে ষোল সহচরী, দশম দশায় রাই কিশোরী,
যমুনার কিনারে ;
বহে যমুনার জল বিষম বেগে কমলিনীর আঁখিনীরে ॥
সখী গণে সবে মিলি, কৃষ্ণ নামে অন্তর্জ্জলী, করতেছে রাধারে ;
এ দীন **ফটিক** বলে রাই কিশোরী কথা কয় না ডাকলে পরে ॥

২০নং গীত।

(১) ও সেই নন্দরাণী প্রভাস যজ্ঞে যায়।
উন্মাদিনী সে ধনী মণি হারা ফণীর প্রায়॥
ও তার প্রাণ গোপাল বলে, প্রাণ জ্বলে শোকানলে,
রাণীর নয়নের জলে, বক্ষ ভেসে যায়;
গোপাল তরে প্রাণ ধরে ধীরে ধীরে চলে যায়॥
ক্ষীর সর লয়ে করে, বিচ্ছেদ শর বক্ষে ধরে,
বিষম যাতনা জ্বরে, জীবন জ্বলে যায়;
দুঃখিনীরে দুঃখ নীরে ভাসালিরে অসময়॥
রাণী গিয়া সেই যজ্ঞের দ্বারে, দ্বারীকে বিনয় করে,
অতি কাতর স্বরে, বলে ধরি পায়;
প্রাণ গোপালে না দেখালে শোকানলে জীবন যায়॥

(২) দ্বার ছেড়ে দেওরে দ্বারী, না হয় তোমার রাজায় বল
ক্ষীর নবনীলয়ে করে; ও তার মা যশোদা দ্বারে এল॥
দুঃখিনীরে দুঃখ নীরে, ভাসায়ে এসেছিল রে;
একবার দেখতে দেরে তারে; তাপিত প্রাণ করি শীতল॥
কাত্যায়নীর করে সাধন, পেয়েছিলাম ও নীল রতন;
না বুঝিয়া তাহার যতন, হারা হলেম সে সম্বল॥
পেয়ে সে নীল কান্ত মণি, তোরা তো হয়েছিস্ ধনী;
গোকুলে সব গোপ গোপিনী; অকূলে ভাসে অবিরল॥
রাণী বলে বিনয় ক'রে, দ্বারী বলে রাগের জোরে;
তুহারি গোপাল কাঁহা রে, মালুম নাহি কেয়া বাত বল॥

ফটিক কয় চেন না দ্বারী, ইনি তো রাজার মাতারি ;
ঐ দশা হয় সে মাতারির ; যার কৃষ্ণ ধন প্রাণের সম্বল ॥
(৩) ও প্রাণ গোপাল, হয়ে ভূপাল, নিঠুর হয়ে কাল কেন রে হলি।
প্রাণে বুঝে নারে, তাই তোর স্বজ্জের দ্বারে ;
বুঝি ভাগ্যলিপি আজ শোধিলি ॥
বিধির বিধানে শিরে বজ্রাঘাত, দ্বারীর প্রহারে হেরি উল্কাপাত
ধূলায় মিশায়ে রুধির অশ্রুপাত,
কৃষ্ণ কর্দ্দম তুই করিলি ;
সমূলে নাশিল আশাতরুর প্রাণ, দত্তাপহারী বিধির কি বিধান ;
আমার সকল আশা হ'ল অবসান ;
এক বার ডাকলি নারে মা'বোল বলি ॥
(৪) ভীষণ প্রহারে রাণীর পরাণ বিদরে গো ;
লুটিয়ে পড়িল ধরায় ॥ (হায় গো)
(প্রাণে আর সহে না) (দারুণ আঘাতের পর দ্বারীর আঘাত,)
গোপাল গোপাল বলে, ভাসে রাণী শোকাকুলে ;
নয়ন জলে ধরা ভেসে যায় ॥ (হায় গো)
(ধরায় ধরে না) (কৃষ্ণ কাঙ্গালিনীর নয়নের জল)
নিদারুণ দণ্ডাঘাতে, নাকে মুখে রুধিরউঠে ;
চর্ম্ম কেটে অস্থি ফেটে যায় ॥ (হায় গো)

(দেখলি না রে) (তোর মা দুঃখিনীর দুর্দ্দশা গোপাল)
রাণী বলে উচ্চৈঃস্বরে প্রাণ আমার স্বরে সরে ;
বাঁচিনারে বাঁচা অসময় ॥ (হায় গো)
(দেখে যারে) (একবার জন্মের মত যাবার কালে)
(চলে যে যাইরে) (তোরে দেখতে দেখতে ব্রজের পথে)
(৫) এদীন **ফটিক** তাই ভেবে বলে, কালের ইষ্ট যার ছেলে,
তার কি অকালে শোকানলে, জীবন যায় ;
গঙ্গা যার পায় তার মাতা অসময় কি গঙ্গা পায় ॥

২১নং গীত।

ঘোর যামিনী ভোর হইল ভারত মাঝারে।
পোহাইল নিশি, জাগ ব্রজ বাসী, হরিষ অন্তরে ॥
বল' শ্রীরাধে গোবিন্দ, মুরারী মুকুন্দ, সত্য সনাতন সচ্চিদানন্দ ;
বিপদ ভঞ্জন, শ্রীমধুসূদন ; রাম নারায়ণ হরে ॥ (বল)
ভ্রমরা ধরেছে সুমধুর তান, কোকিলা করেছে পঞ্চমে গান ;
বসে বৃক্ষ ডালে; শুক সারী বলে, রাম নারায়ণ হরে ॥
(বলে)
শুক বলে সারী প্রমাদ ঘটিল, রাই কানুকুঞ্জে ঘুমায়ে রহিল ;
বল উচ্চৈঃস্বরে, হরে কৃষ্ণ হরে ; হরে রাম হরে ॥ (বল)

সারী বলে শুক অনেক ডাকিলাম, না জাগিল রাধে না
জাগিল শ্যাম ;
শুক বলে সারী, ধর্ম্ম সাক্ষী করি ; বল দিবা করে॥ (একবার)
ফটিক বলে দেখ এসেছে সুদিন, ভজ রাধে শ্যাম হয়ে দীন-
হীন ;
শচীর কুমার, গৌরাঙ্গ সুন্দর ; নদীয়া নগরে ॥ (এল)



৭ম অধ্যায়।

গৌর-গীতি।

১নং গীত।

(১) শচীর কুমার, রূপ মনোহর, ত্রিভুবন মনোমোহন।
জোড়া ভুরু যেন, কামের কামান, কাম কামিনী দমন ॥
অধরে সুধারে ক্ষরে সুধা রাশি, লয়েছে পিয়েছে নদীয়া নিবাসী;
কোটী পূর্ণ শশী, নদীয়াতে আসি, শোভিয়াছে গৌর আনন ॥
মস্তকের কেশ জিনি নবঘন, ভালে তিলক শোভে দামিনী দমন;
ত্রিতাপ তপন, তাপ নিবারণ, প্রতাপে তাপিত শমন ॥
সুবর্ণ বিবর্ণ গৌররূপ হেরি, ঐ রূপ নেহারি ভব হন ভিখারী;
ফটিক বলে শুধু, আশা করি করি, বিফলে গেল এজীবন ॥
(আমার)
কোটী পূর্ণ শশী, নদীয়াতে আসি, শোভিয়াছে গৌর আনন ॥
(আহা)

(২) (শোভিছে ভাল) (আমার গৌর চন্দ্রানন)
আহা কি সুন্দর, কান্তি কলেবর;
কিবা মনোহর হেরি গো। (সেরূপ)
হেন বর্ণ নাই, কোন বর্ণে ভাই;
সে বর্ণ বর্ণন করি গো ॥ (আমি)

কথা

শুধু আমি কেন—

পদ

(কেঁউ পারে না) (গৌররূপ বর্ণিতে)

কথা

যদি কেহ সেই গৌররূপ দেখে থাকে, সেও পারে না।
কেন পারে না ?

পদ

(তাই পারে না) (সেরূপ অপার ভেবে বসে আছে)

কথা

অতএব গৌররূপ সিন্ধুর বিন্দু ও প্রকাশ করা যায় কিনা সন্দেহ ? তবে আমার মত জ্ঞান ও ভক্তি শূন্য যদি কেহ থাকে
না বুঝে সেই পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করে।

পদ

(কেউ পারে না) (গৌররূপ বর্ণিতে)
(কর্ম্মী জ্ঞানী যত আছে তারা)

কথা

কেন পারে না ?

পদ

(তারা দেখে নাই) (সেই গৌররূপ)
(দেখিতে পারে নাই) (দেখলে পরে ভুলতে নারে)

কথা

(৩) অতএব কর্ম্মী জ্ঞানী গৌররূপ কেন দেখে নাই তাহা শ্রবণ করুন।

গৌররূপ দেখিতে হইলে শ্রীধাম নবদ্বীপ যাইতে হয়। কর্ম্মী জ্ঞানী তাহা না করিয়া প্রথমতঃ তাহারা সংসার রূপ বন গাঁ জংশন হইতে দক্ষিণ (ডাইন) দিকে রংপুরের টিকিট কাটিয়া সেখানেই গিয়া থাকে, কিন্তু তাহা না করিয়া যদি বাম দিকে ভক্তিরূপ কৃষ্ণনগরের টিকিট করে তাহা হইলে সেখানে গিয়া কিছু দূর হাঁটিয়া যাইতে না যাইতে—

পদ

(ধ্বনি শুনা যায়) (কিবা মধুর স্বরে) (হরি বল হরি বল বল বল)

শেষে হাটিয়া হাটিয়া, কিছু দূর গিয়া,
তরিতে তরণী পাওয়া যায়। (অমনি)
গেলে স্বরূপ গঞ্জের ঘাটে, নিকটে নিকটে,
তরঙ্গিণী তটে দেখা যায়॥ (সেরূপ)
(সেরূপ সুরধূনী তটে দেখা যায়)
(সেরূপ নবদ্বীপের ঘাটে দেখা যায়)
(উদয় হ'ল) (জীব তরাতে নদীয়াতে এসে)
(উদয় যে হয়েছে) (জীব তরাতে নদীয়াতে)

কথা

(৪) অতএব আমার গৌররূপ কেমন ?

পদ

(যেন দামিনী দমন) (আমার গৌরাঙ্গরূপ যেন)

কথা

শুধু দামিনী দমন নয়, দামিনীর সৌন্দর্য্য বেশী বটে, কিন্তু সে ক্ষণস্থায়ী ! দামিনী অপেক্ষা কামিনী শ্রেষ্ঠ।

পদ

(সেই কামিনী দমন) (দামিনী দমন সে যে)

কথা

শুধু তা' নয়, কামিনী দমন আবার কাম আছে।

(সেই কামও দমন) (কামিনী দমন কাম)

(আমার গৌরাঙ্গরূপের কাছে)

(৫) অতএব গৌরাঙ্গরূপের কাছে আর কোনরূপের উপমা হয় না যদি বল যে, তবে কেন সে ধূলায় পড়িয়া এরূপ বিরূপ ভাবাপন্ন হ'য়েছে তার কারণ—

পদ

যদ্যপি গৌরাঙ্গরূপ হয় সর্ব্ব জিনি।
তথাপি রয়েছে রাধারূপের কাছে ঋণী ॥
(তাই ধূলায়ে পড়েছে) (জয় রাধে শ্রীরাধে ব'লে)
(রাধে দয়া কর ব'লে)

কথা

(৬) সেই গৌররূপ আমি একবার বিদ্যুতের ন্যায় দেখেছিলাম দেখে আমার হ'ল কি ?

পদ

ছিল গুরু গৌরব হৈমাগার, কুল লজ্জা সিংহদ্বার ;
ধৈরয কপাট তার ছিল। (হারে)
প্রেম পবনাঘাতে, ভেঙ্গে গেল অকস্মাতে ;
মন পাখী তখনি উড়িল ॥ (হারে)
শচীর দুলাল চাঁদ, পেতেছে প্রেমের ফাঁদ ;
মন পাখী সে ফাঁদে পড়িল। (হারে)
(উড়িতে নারিল) (পড়িয়ে জড়িয়ে র'ল)
(গৌর প্রেম ফাঁদে পড়ে)

কথা

যদি বলেন সে পাখী ফাঁদে পড়িলে চীৎকার করিয়া থাকে তোমার মন পাখী চীৎকার করে কই ? কেন আমার মন পাখী ত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে।

পদ

পাখীর জড়িয়ে গিয়েছে পাখা, জাতি কুল যায় না দেখা ;
জপ তপ সকল ভুলে গেল ॥ (হারে)
(লুটিয়ে পড়েছে) (উঠিয়ে রহিতে নারে)
(হরি বল হরি বল ব'লে)
(বল হরি বল বলতে বলতে)

২নং গীত।

সুধামাখা এই হরিনাম বল জগাই মাধাই।
হরি নামের মত পরম বন্ধু, আর তো কিছু নাই ॥
দস্যুবৃত্তি যাদের লাগি, কর দয়া মায়া ত্যাগী;
তারা কেউ হবে না পাপের ভাগী; জেনে দেখ তাই ॥
(রে মাধাই)
চিরদিন কি এমনি রবে, একদিন তো ভাই যেতে হবে;
ও তুই পথের সম্বল করবি কবে; বল আমায় তাই ॥
(রে মাধাই)
মারলি আমায় কাঁদা ফেলে, দুঃখ নাইরে তাহা ব'লে;
তবু হরিবলে আয়রে কোলে; তাপিত প্রাণ জুড়াই ॥
(আমার এই)
ফটিক বলে ওমন ভোলা. চেয়ে দেখ তোর ডুবল বেলা;
ও তোর রবেনা আর শমনজ্বালা; বল ওরে ভাই ॥ (হরিবল)

৩নং গীত।

গৌর চাঁদ নদীয়ায় উদয় হ'ল, বল হরি বল বল।
ঐ দেখ লাগল নদেবাসীর ঘরে ঘরে;
গৌর অকলঙ্ক চাঁদের আলো ॥
গোরা জয় রাধে শ্রীরাধা নাম বলিতে;
সে যে রা' রা' বলে ধূলায় প'ল ॥

জীবের জ্ঞান কর্ম্ম তপ যোগ ধর্ম্ম যা' ছিল ;
হরি নাম যজ্ঞে আহুতি দিল ॥
ফটিক ঝাঁপ দিয়েছে অকূল সাগরে ;
ক'রে তারক ব্রহ্ম নাম সম্বল ॥

৫নং গীত।

এসেছে রে নবভাবের মানুষ নদীয়ায়।
মধুর হ'তে সুমধুর হরি নামের ধ্বনি শোনা যায় ॥
রাই রূপেতে গিল্টি করা,
শ্যাম রূপ তার মধ্যে পোরা, ঝলক দেখা যায় ;
কটাক্ষে কামিনীর কুলে কলঙ্কের দাগ লেগে রয় ॥
প্রেমের সাগর প্রেমের তরী,
নিতাই চাঁদ পারের কাণ্ডারী, তরী পার ঘাটায় ;
তোরা আয় কে যাবি ভবপারে পারের সময় ব'য়ে যায় ॥
ফটিক বলে পারের সম্বল,
দুর্ব্বলের বল আছে কেবল, হরিনাম সহায় ;
এবার সময় থাকতে বল হরি বল সাধের দিন তো ব'য়ে যায়

৬নং গীত।

এল নবরসের খাসভাণ্ডারী গৌর হরি এই নদীয়ায়।
তোরা এমন দয়াল আর দেখিস্ নাই,
সোনার মানুষ কে দেখবি আয় ॥

মধুর প্রেম জাহাজ পূরে, এসে এই নদে পুঁরে,
প্রেম সুধা যেচে যেচে নেচে বেড়ায় ;
কাঁদে সোনার মানুষ জীবের তরে,
চিনতে পারে দুই এক জনায় ॥
জাহাজ রূপগঞ্জের ঘাটে, শুয়ে র'লি সুখের খাটে,
দিন গেল চেতন হ'য়ে কে যাবি আয় ;
এ ভবে তুমি বা কার কেবা তোমার,
ভুলে আছ কেন্ মিছে মায়ায় ॥
ফটিক কয় সুযোগ ফেলে, ভুলে কেন থাক কূলে,
কূল ছেড়ে উঠ প্রেমিক নাবিকের নায় ;
সে যে রা' রা' বলে বাদাম তুলে,
ধা' করিয়ে ওপারে যায় ॥

৩নং গীত।

প্রেমধন লয়ে গোরা এল নদীয়ায়,
তাপিত প্রাণ জুড়াবি যদি আয়রে ত্বরায়।
সেই যশোদা জীবন, হ'য়ে শচীর নন্দন ;
মধুর প্রেমরসে জগত ভাসায় ॥
ভাবের মানুষ বেহাল বেশে সাজিয়ে পাগল,
বিনা মূলে বিলায় ভব পারের সম্বল ;
অতি সুনির্ম্মল, সেই প্রেমের হিল্লোল ;
পাপী তাপীর পঞ্চ পরাণ জুড়ায় ॥

উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে কেঁদে শচীর নন্দন,
আপামরে বিলায় ব্রজের অনর্পিত ধন ;
আর দেখি নাই কখন, দয়াল এমন ;
দেবের দুর্ল্লভ ধন জীবেরে বিলায় ॥
ফটিক কয় গোলকের ধন এসে নদীয়ায়,
কাঙ্গাল বেশে দ্বারে দ্বারে ভ্রমিয়া বেড়ায় ;
হাসে কাঁদে গায়, পাগলের প্রায় ;
কেঁদে কেঁদে গোরা ধূলায় লোটায় ॥

৭নং গীত।

এক কাঙ্গাল এসে বেহাল বেশে, ডাকে উভরায় রে,
আয় পারে আয়।
সে যে অহৈতুকী প্রেমধন জগতে বিলায় রে ॥
অহঙ্কারের ঠুসি খুলি, দেখ জ্ঞানের আঁখি মেলিরে ;
সে যে জীবের তরে দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়ায় রে ॥
হ'য়ে রাধা প্রেমে মাতোয়ারা, সদা বলে রা' রা' রা' রা' রে ;
আবার ধা বলিয়ে সোণার মানুষ ধূলায় লুটায় রে ॥
সে যে কাঙ্গাল হ'য়ে জীবের তরে, কেঁদে বেড়ায়
দ্বারে দ্বারে রে ;
ও তার কত শত মন্দাকিনী বক্ষে ব'য়ে যায় রে ॥
সে যে পাগল হ'ল জীবের তরে, জীবে তারে নিন্দা করে রে ;
তবু নিন্দুকেরে বন্ধু ব'লে প্রণাম করে পায় রে ॥

সেই অকূল সাগরের নেয়ে, তীরে এল তরী লয়ে রে ;
এদীন **ফটিক** ভণে সরল মনে চল এই নৌকায় রে ॥
(হরি বল বলে রে)

৮নং গীত।

এল এক ভাবের মানুষ কৌপীন পরা আয় দেখে যা তোরা।
মুখে বল হরি বল হরি বলে রে ;
গৌর প্রেম বন্যায় ভাসাল ধরা ॥
মহাভাবে বিভোর হয়ে বলে হরি বল,
মধুর প্রেম রসের পাগল,
সঙ্গে বাজে শিঙ্গা শঙ্খ জয় ঢাক কাঁশী খোল ;
গৌর প্রেম সুধা রস নামের মধুরে ;
পান করে হরিচাঁদের ভক্ত যারা ॥
হয় নাই এমন দয়াল আর হবে না রে,
এই ভবের বাজারে,
অনর্পিত পরশ মণি দেয় যারে তারে ;
কলিতে পতিত পাবন পূর্ণ প্রকাশ রে ;
আনন্দে পার হ'য়ে যায় পতিত যারা ॥
ফটিক বলে মহা ভাবের বান ডাকিয়াছে,
গৌর প্রেম সিন্ধু মাঝে,
নদী নালা পাথার ভেসে এক হ'য়ে গেছে ;
এবার ব্রাহ্মণে চণ্ডালে মিশে রে ;
কেবল বল হরি বল বলে তারা ॥

৯নং গীত।

কেঁদে কেঁদে ডাক দেখি ভাই।
সে যে প্রাণ গৌর গোলকের গোসাই ॥
উচ্চৈঃস্বরে মন প্রাণ খুলে, ডাক তুই বাহু তুলে ;
প্রাণের হরি আসবে চলে, প্রেমদাতা সেই গৌর নিতাই ॥
আসবে সেই প্রাণের হরি, ভক্তের দুর্গতি হেরি ;
মুছাইবে নয়ন বারি, তার মত দয়াল কেহ নাই ॥
মিলিয়াছে প্রেমের মেলা, খেলনা আর কলির খেলা ;
আমার এই যাবার বেলা, ঘরে পরে সুধায়ে যাই ॥
ফটিক আছে বসিয়ে, জাত-কুলের ওপার গিয়ে ;
আয় দেখি সব গোণের নেয়ে, এই বেলা তরী বেয়ে যাই ॥

১০নং গীত।

এই হরিনাম তারক ব্রহ্ম, একবার বল জগাই মাধাই।
সম্মুখে অতি ঘোর নিশি ; আর তো বেশী বেলা নাই ॥
(হারে মাধাই)
কত ব্রহ্মচারী পুরুষ নারী মেরেছ তার সীমা নাই ;
এই পাপের ভরা বোঝাই ক'রে ; কি লাভ হবে বল তাই ॥
(হারে মাধাই)
কন্যা পুত্র প্রাণ প্রেয়সী যার মত আর কেহ নাই ;
তারা কেউ হবে না পাপের ভাগী ; একবার জেনে দেখ
তাই ॥ (হারে মাধাই)

গায়ের জোরে এসংসারে কোন কাজ হবে না ভাই ;
এখন সত্য সরল বন্ধুর সঙ্গে ; ব্রজধামে চল যাই ॥
(হারে মাধাই)

ফটিক বলে ভূমণ্ডলে এমন দয়াল কেহ নাই ;
তারা মা'র খাইয়া প্রেম ধন যাচে ; প্রেম দাতা গৌর
নিতাই ॥ (হারে মাধাই)

১১নং গীত।

আর থেক না এ নদীয়ায়, ব্রজ ধামে চল যাই।
সেই দেখা আর এই এক দেখা ; অনেক দিনের পরে ভাই ॥
(হ'ল দেখা)

এত সাধের ধড়া চূড়া মোহন বাঁশী কোথায় ভাই ;
তোরে কে সাজাল বেহাল বেশে ; তার কি প্রাণে দয়া
নাই ॥ (হারে কানাই)

মা যশোদার অঞ্চলের ধন বৃন্দাবনে ছিলি ভাই ;
আজ ধরা পরে দেখে তোরে ; বক্ষ ফেটে যায় কানাই ॥
(হারে আমার)

বৃন্দাবনে সখী সখা কতই বন্ধু ছিল ভাই ;
এখন কাঁদিস পথে পথে ; ব্যথার ব্যথিত কেই নাই ॥
(হারে কানাই)

ভবের হাটে গোল বাধায়ে দুঃখ সাগরে ভেসে যাই ;
ফটিক কয় প্রাণের বন্ধু যে ; তার সঙ্গে সম্বন্ধ নাই ॥
(হারে এবার)

৭২নং গীত।

(১) বল কি অভাবে গৌরহরি ; আছ বিষাদিত মনে।
আবার চক্ষের জলে বক্ষ ভাসে বল কি কারণে ॥
(কিসের অভাব হ'ল) (হায়গো) (এমন বিশুদ্ধ ভাব
কান্তি পেয়ে)
(অভাব হ'ল আবার কি অভাব হ'ল গো)
(এক অভাব পূর্ণ করতে এসে আবার)
(কি অভাব হ'ল গো) (ভাব সাগরে ঝাঁপ দিয়ে আজ)

কথা

(২) তখন মহাপ্রভু বলিতেছেন।

পদ

(নূতন কি হ'লো গো) (এযে পুরাণের পুরাণ কথা)

কথা

সে কোন পুরাণের কথা ? যাহাকে বলে দশম স্কন্ধ
শ্রীমদ্ভাগবত মহা পুরাণ

পদ

(সেই পুরাণের পুরাণ কথা)

কথা

আবার বলি সবই নূতন।

পদ

নূতন অঙ্গ নূতন সঙ্গ নূতন নিবাসী।
ধড়া চূড়া ফেলে হ'লেম নবীন সন্ন্যাসী॥
(অন্ত পেলেম না) (সেই অন্তরঙ্গ ভাবিনীর)
(সেই ভাবিনীর মহা ভাবের)
(অনন্ত রূপিনীর ভাবের)

কথা

(৩) ভাই নিতাই! অন্ততো পেলেম না কিন্তু;

পদ

(মন তো বুঝে না) (ভাবের অন্ত পেলেম না তবু)

কথা

মন কেন বুঝে না বলি;

পদ

(সেই বাসনা ছিল গো) (করবো উপাসনার ব্যবসা)
(উপাসনার ব্যবসাতে)

কথা

(৪) শুধু একটী বাসনা নয় আরও দুইটী বাসনা আছে।

পদ

(ধারা ধারে ধারবোনা)
(আর ওধারে ধারবো না) (পূর্ব্বের ধারে এধার ওধার)
আবার (সে এধারে ধারে না) (আমি ধারি তাহার ধারে)

কথা

আমার আর একটী বাসনা আছে তাহা এই—

পদ

(বড় ভাল বাসিগো) (আমার বিভিন্নাংশের জীব)

কথা

ভাল বাসি বটে, কিন্তু—

পদ

যত জীব আছে এই ব্রহ্মাণ্ড নিবাসী।
সকলের চেয়ে আমি কাঙ্গাল ভালবাসি ॥

কথা

আবার আমার মনে বলে কি ?

পদ

(বলে কাঙ্গাল হব গো) (কাঙ্গাল হব জীব তরাব)

কথা

(৫) তখন নিত্যানন্দ বলিতেছেন।

পদ

বুঝিতে নারিনু তোমার মনের ধারনা।
উপাস্য দেবতার আবার কোন উপাসনা ॥
তোমার লাগিয়া কাঁদে এই জগজ্জনে।
তুমি কাঁদ কার জন্য বুঝিব কেমনে ॥

(বুঝা আর হ'লো না) (ভূতের বোঝা ব'য়ে গেলাম)
দীন দৈন্য দুরাচার **ফটিকের** এই বাণী।
আত্মস্মাৎ কর মোরে গৌর গুণমণি ॥
(দয়া যে কর হে) (ত্রিতাপে তাপিত জনে)
(দীন দরিদ্র দুঃখী জনে)
(অকূলের কাণ্ডারী গৌর)

কথা

তখন মহাপ্রভু বলিলেন দেখ ভাই নিতাই ! যত দিন জীবিত থাক, কখন ও বড় ধনীর ধারে এবং নদীর নিকটে বাস করিও না।

পদ

আমি বাস করে এক নদীর কূলে, ভেসেছি আজ এ অকূলে,
কূল না পেয়ে হ'লেম দিশে হারা। (হায়রে)
সে নদীর জল প্লাবনে, মর তো কত জনে বনে,
কোন জনে হত জ্যান্তে মরা ॥ (হায় গো)
(অকূলে ভাসি গো) (কূল পাব পাব ব'লে)
(সাধের গোকুল পরিহরি)

পদ

(৯) সে জল কি নদীতে ধরে, দেখতে দেখতে ধরাধরে,
চরাচরে ধরে না ধরায়। (হায় গো)
(তরঙ্গ উথলে) (তটিনীর তটে তুমুল)

সপ্ততালা বাড়ী ঘর, সে তরঙ্গ তার উপর,
রঙ্গে ভঙ্গে উছলিয়া যায় ॥ (হায়রে)
নদীয়াতে লেগেছে) (সেই চাঁদের আলো এবার)
(আনুকূল্যে সে তরঙ্গ)
(গৌরাঙ্গের দেহতরী)
(সাঙ্গো পাঙ্গে সকল তরী)
(ব্রজ গোপীর প্রেম তরঙ্গ)

কথা

(৮) নিত্যানন্দ বলিলেন, প্রভু সেই জলে বোধ হয় কোন হিংস্র জন্তু ছিল না, তাই প্রাণে বাঁচিয়া আছেন। প্রভু বলিলেন, হিংস্র জন্তু তো যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সে এক নূতন রকমের জন্তু ;

তারা জলে গেলে কুম্ভীরিনী, কূলে উঠলে কেশরিনী,
এদানী ও কম্পে প্রাণ হুতাশে। (হায়রে)
হানিলে নয়ন বাণ, বিন্ধে যায় পঞ্চ প্রাণ,
ইন্দ্রিয়গণ অকর্ম্মন্য ত্রাসে ॥ (হায়রে)
(চলিতে নারিত) (চরণে চরণ ছেড়ে)
(মোহন বাণে বিন্ধে মন)
(যেন বাণ বিদ্ধ কুরঙ্গিনী)

(বলিতে ও নারিত) (রসনা অবশে ত্রাসে)

(তাকিয়ে থাকিত) (বাঁকা বাঁকি বাঁকা আঁখি)

(মোহন বাণে বিন্ধে আঁখি)

(লাগিয়ে রয়েছে) অদ্যাপি নয়নে সেরূপ)

(লাগিয়ে রয়েছে) (অদ্যাপি নয়নে সেরূপ)

(অকলঙ্ক চাঁদের কিরণ)

কথা

(৯) নিত্যানন্দ বলিলেন, প্রভু এতাদৃশ হিংস্র জন্তুর নিকটে বাস করিয়া অপানার কোন অনিষ্ট হয় নাই তো ?

প্রভু বলিলেন, ভাই নিতাই ! অনিষ্টের কথা আর কি বলব আমার সহায় সম্বলের মধ্যে ছিল

প্রবৃত্তি কুরঙ্গিনী নিবৃত্তি হংসিনী ।
জ্ঞান রাখাল চরাইত চরাচরে জানি ॥
প্রবৃত্তি কুরঙ্গিনী ছিল কুঞ্জবনে ।
কেশরিনী খেয়েছে তার সর্ব্বস্ব জীবনে ॥
জ্ঞান রাখালের সনে নিবৃত্তি হংসিনী ।
তরাসে তরিতে তীরে ত্বরিত গামিনী ॥
তটিনীর মাঝামাঝি তরিল যখন ।
কেশরিনীকুম্ভীর হ'য়ে করিল ভক্ষণ ॥
(ডুবিয়ে রয়েছে) (জনমের মত তারা)

(মাধুর্য্য প্রেম সিন্ধুনীরে)

কথা

(১০) আমি সেই হইতে প্রবৃত্তি কুরঙ্গিনীকে হারা হইয়াছি নিবৃত্তি হংসিনীকে হারাইয়াছি এবং জ্ঞান রাখালকেও হারা হইয়াছি। উহাদিগকে হারা হইয়াও আমি শারীরিক সুস্থ থাকিতে পারিলাম না সেই হইতেই যেন আমার কি একটা রোগ হইয়াছে, সেই রোগের অষ্টাদশটী লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

পদ

প্রথম লক্ষণে হয় স্তম্ভিত শরীর।
দ্বিতীয়াতে অঙ্গ কাঁপে হ'তে নারি স্থির ॥
তৃতীয় লক্ষণে হয় পুলকিত অঙ্গ।
চতুর্থ লক্ষণে অশ্রু জলের তরঙ্গ ॥
পঞ্চমেতে রোমাঞ্চিত হল কলেবর।
ষষ্ঠমেতে স্বরভেদ হইল আমার ॥
সপ্তমেতে অতিশয় কম্পে কলেবর।
অষ্টমে বিবর্ণ হ'ল বপু ওষ্ঠাধর ॥
(বিবর্ণ হয় গো) (বলিতে বলিতে বর্ণ)
(যেন কোন বর্ণের অভাবেতে)
(কোন বর্ণে লেগে বর্ণ)

কথা

(১১) যেমন রঙ্গমঞ্চে নর্ত্তকীগণ এবং অভিনেতা গণ অভিনয় করিয়া থাকে আর একজন রঙ্গকর কিম্বা রঙ্গিনী সেই অভিনেতা গণকে রং বিরংঙে সাজাইয়া দিয়া থাকে কখন বা গৌর বর্ণের লোককে পাউডার মেখে কাল বর্ণে পরিণত করে আবার কখন বা কাল বর্ণের লোককে পাউডার মেখে গৌরবর্ণ করিয়া তুলে বোধ হয় তদ্রূপ আমি যেন কোন রঙ্গিনীর রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতে আসিয়াছি তাই আমায়

পদ

(বিবর্ণ করেছে) (যেন কোন বর্ণে থেকে আমায়)
(যেন কোন বর্ণে রয়েছে) (চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যেন)
ফটিক বলে যে বর্ণেতে থাকহে রঙ্গিনী।
উদ্দেশে প্রণাম করি দেও চরণ দু'খানি ॥
(বঞ্চিত ক'রোনা) (সঞ্চিত ছিল না ব'লে)
(চরণে রে'খ হে) (দেখ বা না দেখ আমায়)
(দয়া যে কর হে) (দীন দরিদ্র দুঃখী জনে)

পদ

নবম লক্ষণে হয় চিন্তা অতিশয়।
দশমেতে নিশি দিশি নিদ্রা নহে হয় ॥
একাদশ লক্ষণে উদ্বেগ হয় ভারী।
দ্বাদশ লক্ষণে যেন নব নৃত্য করি ॥

ত্রয়োদশ লক্ষণে দেখতে দেখতে মলিনাঙ্গ।
চতুর্দ্দশ লক্ষণে হয় প্রলাপের তরঙ্গ॥
পঞ্চদশে ব্যাধিগ্রস্ত জীবের লক্ষণ।
ষোড়শ লক্ষণে হয় উন্মাদের মতন॥
সপ্তদশ লক্ষণে যেন মোহগ্রস্ত প্রাণী।
অষ্টাদশে অচেতন কিছুই না জানি॥
(জীয়ন্তে মরি গো) (যেন কি যাতনায় জ্বলে জ্বলে)
এই শেষ লক্ষণ আমার যখন উদয় হবে।
বন্ধুগণে চতুর্দ্দিকে থেক তোমরা সবে॥
তখন (হরেকৃষ্ণ বলিও) (কর্ণমূলে একবার)
(কর্ণ মূলে সবেমিলে)

কথা

(১২) নিত্যানন্দ বলিলেন, নদীর নিকটে বাস করিয়া যাহা হইবার তাহা হইল। এখন বলুন দেখি প্রভো ধনীর ধারে বাস করিলে কি হয়? তখন প্রভু বলিলেন। ভাই নিতাই!

এই সংসারে যত বড় ধনী আছে তাহাদের কারবারের এক নিয়ম আছে কোন জিনিষ বিক্রয় করিতে হইলে এক মনের কম বিক্রয় করেনা আবার ধাতু মুদ্রা ধার দিতে হইলে ষোল আনার কম দেয় না। সুতরাং আনিতে হইলেও ঠিক ষোল আনা, দিতে হইলেও ঠিক ষোল আনা। ঐরূপ একমণে একমণ আনতে হয় আবার দিতে

হইলেও একমণে একমণ দিতে হয়। গরীব লোকের সব সময়
টাকা পয়সা হাতে থাকে না, এক সেরের দায় ঠেকিলে ধারে একমণ আনিতে হয়, এক আনার দায় ঠেকিলে ধারে ষোল আনা আনিতে হয় ; কিন্তু যখন সাল তামাদির হিসাব করিয়া এক সময় আদায়ের চেষ্টা করে তখন সকল বিষয়ে নিরুপায় হইয়া দাস খত লিখিয়া দিয়া চিরকালের মত দাসত্ব করিলেও আর ধার শোধ হয় না তদ্রূপ

পদ

আমি থেকে এক ধনীর ধারে, ধারিয়াছি অনেক ধারে ;
অশ্রুধারে ভাসি তেকারণ। (হায়রে)
(ব্যথার ব্যথিত মিলে না) (অনেক দিন হইল অতীত)
ফটিক বলে গৌর হরি, ব্যথার ব্যথিত পরিহরি ;
নিজে এলে নদীয়া ভুবন ॥ (হায়রে)
সেই ধনীর প্রেম ধার, চেষ্টা ক'রে শোধিবার ;
দ্বিগুণ ধারে বেধেছ এখন। (হরিহে)
ছিল' শ্যাম রূপেতে তনু ভোরা, রাই রূপ দিয়া রসের গোরা ;
গ'ড়ে দিছে সেই মহাজন ॥ (হরিহে)
(বাহিরে রয়েছে) (রাই রূপের সেই গিল্টি করা)
আবার (অন্তরে রয়েছে) (মোহন মূরলী ধরা)
(সে যে অন্তরে রয়েছে) (ব্রজ গোপীর মন চোরা)

১৩নং গীত।

হারে নিমাই চাঁদ তুই কোথায় গেলিরে।
কি দোষে আজ নিশির শেষে, নিমাই তোর নবীন বয়সে,
অতি বেহাল বেশ পরে ;
কোথায় গেলি কোন বিদেশে খুঁজে পাবকি তোরে ॥
তোরা দেখেছিস্ কি নদেবাসী, আমার এত সাধের নিমাই শশী,
তারে কে নিল হ'রে ;
হাতের বালা পায়ের নূপুর রেখে পালঙ্ক'পরে ॥
দেখলে জীবন যায় না রাখা, এই যে নিমাইর সেই পাদুকা,
রয়েছে ঘরে,
মণি হারা ফণীর মত ক'রে আমারে ॥
কি দেখতে এসেছিস তোরা, আমি নিমাই চাঁদ হয়েছি হারা,
আমার কপালের ফ্যারে ;
আমার মত দীন দুঃখিনী কেউ নাই সংসারে ॥
ফটিক কয় আর কেউ জানে না, পুত্র শোকীর কি যন্ত্রনা
থাকে বুকের ভিতরে ;
সম দুঃখের দুঃখী বিনে কেউ জানে নারে ॥

১৪নং গীত।

আয় তোরা কে নিবি প্রেম রতন।
এসেছেরে নদে পুরে নবরসের মহাজন ॥
নবরসের রসিক সে যে নব নব রসিক সেজে ;
মিশে যা' রসিক সমাজে, ফল পাবি মনের মতন ॥

কর্ম্ম তপ জ্ঞান কিম্বা যোগ, সব দিকে রয়েছে ভোগ ;
সেরে যাবে ঐ মহারোগ, প্রেম বাতাস লাগবে যখন ॥
ফটিক কয় হরিবলে, ভেসে যাও নয়ন জলে ;
প্রাণের হরি আসবে চ'লে, দেখলে জুড়াবে জীবন ॥
কাম গন্ধ পরিহরি, নিষ্ঠা সরল স্বভাব ধরি ;
দেখবি নিত্য গোলক পুরী, শ্যাম সুন্দর মদন মোহন ॥

১৫নং গীত।

(১) ওকি মধুর ধ্বনি শোন লো ধনি সুরধূনীর কূলে।
হয়ে' সে প্রেমে আকুল, গেলে নদীর কূল,
কুল থাকে না কূলে ॥
চাহিতে তা'পানে, পশিল পরাণে;
গিয়া সে জাহ্নবীর কূলে।
আমার' মনে বলে সই, হই বা না হই,
দাসী হই পদমূলে ॥
সে যে' নূতন রসে পোরা, নূতন এক চেহারা,
নূতন নূতন কথা বলে।
যেমন' বিধির হ'ল ভুল, কৃষ্ণ বর্ণের ফুল,
মিশে রাধা পদ্ম ফুলে ॥
যারে' সাধনের ধন, ব'লে মুনিগণ,
ভাবেন সহস্র দলে।
বুঝি' সেরূপ মাধুরী, পূর্ণ ব্রহ্ম হরি,
উদয় নদীয়া পুরে ॥

(২) (তোরা দেখে যা) (ও সেই গৌর বরণ রূপের ছবি)
(এমন দেখিস নাই) (সে যে বেদের অতীত বিধির গড়া)

কিবা সে চাহনি, ভুবন মোহিনী ;
গলে দোলে বন মালা। (গৌর)
হেরিয়ে মূরতি, হইল এমতি,
জ্বালার উপরে জ্বালা ॥ (সখী)
(জ্বলে যে মরি গো) (জ্বালায় জ্বালায়)
(জ্বলে যে মরি গো) (গৌর রূপ হেরে)
(জলে কি নিবে লো) (যে অনলে অঙ্গ জ্বলে)

কথা

(৩) সখী তোদের যদি বিশ্বাস না হয়, তবে তোরা এক কাজকর্।

পদ

(তোরা দিয়ে দেখ) (বক্ষোপরি হাত)
দেখিতে পারিবি, বুঝিতে নারিবি ;
কি জানি কিসে কি করি।
স্বীয় কর্ম্ম ফলে, চিতের চিতানলে,
বুঝিলো পরাণে মরি ॥
(প্রাণে মরি গো) (গৌর রূপ হেরে)
(প্রাণে যে মরি লো) (প্রাণ সঁপিয়া পরাধীনী)

কথা

(৪) সখি, আগুণ নয় অথচ পুড়ে মরছি, দাবানল নয় অথচ দগ্ধ হচ্ছি, বাড়বানল নয় কিন্তু উত্তপ্ত হচ্ছি সখী এ যে আমার কি এক রোগ হয়েছে এরোগের নাম কি তোরা কেউ জানিস ? জানিস যদি তবে আমার একটু উপকার কর।

(তোরা ডেকে আন) (এই নূতন রোগের বৈদ্য কোথায়)
(দাঁড়িয়ে রলি) (বুঝি একা যেতে ইচ্ছা হয় না তাই)
(আমিও যাব) (তারে দেখে তাপিত প্রাণ জুড়াব)
(দয়া যে হবে লো) (তার জন্যে প্রাণ কাঁদলে পরে)

কথা

(৫) দ্বিতীয় সখি। বৈদ্য ডেকে আনতে কষ্ট মনে করে যে দাঁড়িয়ে আছি তা' নয়। তুই যদি উন্মাদ রোগ গ্রস্ত হ'য়ে থাকিস্ আর আমরা যদি বিষ বৈদ্য ডেকে আনি, তাহা হইলে, সে বিষ নামানের চেষ্টা করিবে তাতে কি তুই উন্মাদ রোগ মুক্ত হবি ?

পদ

যে ব্যাধির যে লক্ষণ, আমরা জানি বিলক্ষণ ;
নিদানেতে স্পষ্ট লেখা আছে। (সইরে)
তোর যেরূপ দেখতে পাই, নিদানে এর কিছু নাই ;
স্পষ্ট বলি কষ্ট তোর আছে॥ (সইরে)

বাম নেত্র সদা নাচে, কি জানি কি ভাগ্যে আছে ;
ভাল মন্দ বুঝিতে না পারি। (সইরে)
জাতি কুল জ্বালাইতে, গিয়াছিলি জল আনিতে ;
তোর জ্বালাতে আমরা জ্বলে মরি ॥ (সইরে)
(জ্বলে যে মরি লো) (জ্বালার উপর তোর জ্বালাতে)

কথা

(৬) ১ম সখি—সখি, আমার রোগের কথা আমি পূর্ব্বেও বলেছি, আবার এখনও বলি।

পদ

সে যে কি মানুষ কি রসে পোরা, দেখে হ'লেম আত্মহারা ;
চক্ষে ধারা বক্ষ ভেসে যায়। (সইরে)
তারে দেখে প্রাণ আকুল, সেই হ'তে রোগের মূল ;
বল দেখি করি কি উপায় ॥ (সইরে)
এই রোগে প্রাণ যায়, কর লো ঔষধি জায় ;
যদি যায় এ ব্যাধি ঘুচিয়ে। (সইরে)
উপসর্গ অনুরাগ, হৃদয়ে লেগেছে দাগ ;
কুলেতে কলঙ্ক রেখা দিয়ে ॥ (সইরে)
(যাবার তো নয় লো) (গৌর প্রেম কলঙ্ক রেখা)

কথা

(৭) ২য়ঃ সঃ—সেকি সখি, সত্যই কি তাই ! পর পুরুষের প্রতি তোর তো এরূপ ভাব কখনও ছিলনা অকস্মাৎ এরূপ ভাবের কারণ কি ? কুলের কথা ভুলে গিয়ে অকূলে ঝাঁপ দিতে তোর কিছু মাত্র শঙ্কা হ'ল না।

পদ

কুলবধূর কুল ধর্ম্ম, ভুলে গেলি তার মর্ম্ম ;
কি কুকর্ম্ম শুনালি শ্রবণে। (সইরে)
আমরা তো কুলীনের নারী, অকূলে কি যেতে পারি ;
পর পুরুষের কথা সয় না প্রাণে॥ (সইরে)
(কালের করে দিলি লো) (পর ভজিয়ে পরকাল)

কথা

(৮) ১মঃ সঃ—সখি, এতদিন আমাদের জ্ঞান ও ভক্তি এক ভাবে চলে আসছে। আসক্তিও সকলের একরূপ। পর পুরুষ তো কেহ কোন দিন ভাল বাসি নাই তবে যে তারে দেখা মাত্র আমার মনে কেমন একটা ভাব হ'য়েছে তাহা শুন।

পদ

শুন সখি, অতঃপর, পর নয় সে পরাৎপর ;
পর হ'লে কি ঘরের কথা জানে। (সইরে)
তারে দেখে সর্ব্বক্ষণ, প্রাণ মন উচাটন ;
সর্ব্বস্ব ধন ধ'রে সে যে টানে॥ (সইরে)
আমরা মণিহারা ফণী, সে ত মোদের শিরোমণি ;
সুরধূনীর কূলেতে উদয়। (সইরে)
দেখে সেই হারা মণি, আমি হ'লেন পাগলিনী।
তোরা দেখলে হবি আমার প্রায়॥ (সখিরে)
(তোরাও যে হবি লো) (গৌর হেরে পাগলিনী)

কথা

(৯) ৩য়ঃ সঃ—সখী সেই হইতে আমরা জাহ্নবীর ঘাটে জল আনিতে যেতেছি। কত কোটী কোটী মনুষ্য আমাদের নয়ন গোচর হ'য়েছে, তার মধ্যে কত লক্ষ লক্ষ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মনুষ্য দর্শন করেছি, কৈ আমাদের মনে তো কখনও ওরূপ ভাবের উদয় হয় নাই। তুই যে কি এক নূতন রূপ দেখে এসেছিস্ আমরা ভাই শুধু তোর মুখের কথা শুনে তোর মত হচ্ছি না. চল, আমাদের সকলকে যদি দেখাতে পারিস্ তবে আমরা বর্ত্তমানে দেখে নেব।

পদ

(এরা মানে না) (শুধু কথায় শুনে অনুমানে)
(মানবে কেনে) (অনুমানে এরা) (তোর মত নয়)
(যারে তারে দেখে মনে লয়) (লয়েছে তোর মন)
(তুই ও যেমন সেও তেমন)
(যেতে ভয় করে লো) (যেতে যেতে জাত হারালি)

কথা

(১০) ৩য়ঃ সঃ—সখী দোষের কথা নয় যে যেমন প্রেমিক তার মন সেইরূপ প্রেমিক চায়। তুইও তোর মনের মত মানুষ দেখে পাগল হয়েছিস্। আর আমরা কিরূপ মানুষ দেখে পাগল হই শোন।

পদ

সে যে অশেষ গুণের নিধি, বিধানে না পায় বিধি,
তারে সাধি শিব মৃত্যুঞ্জয়।
কিবা সে রূপের শোভা, কোটী সূর্য্য সম প্রভা ;
সাধু মুখে শুনেছি নিশ্চয় ॥
সাধু শাস্ত্রে ব'লে গেছে, সে মানুষ মানুষে আছে ;
কলি যুগে কলুষ ঘুচায়।
ছ' জনাকে মেরে বাণ, সে হ'য়েছে ভাগ্যবান ;
পঞ্চ প্রাণ পঞ্চের আশ্রয় ॥
প্রথমে সাজিয়ে ধনী, উপাসনায় হ'য়ে ধনী ;
ধনীর ধ্বনি বলছে অবিরাম।
আমরা যত কুলনারী, কুচিন্তা করিয়া মরি ;
চিনতে নারি বিঁধি হল বাম ॥
(চিনতে যে নারি লো) (চিনতে পারলে কিনতে পারতেম)
(১১) (চিনতে নারি) (তুইও নারী আমিও নারী)
(চিনবো তারে) (যোগ রয়েছে তারে তারে)
(আছে এই বাসনা) (আমরা কর্‌ব তার উপাসনা)
(আর তো বাসনা নাইলো) (উপাসনা বিনে)

কথা

(১২) ১মঃ সঃ—সখী আমার আর বলতে হবেনা।

পদ

(আমি দেখলেম যারে) (তোরা কেমন করে চিনলি তারে)
(কবে দেখেছিস্) (দেখে হিয়ার মাঝে রেখেছিস্)
(কেন বলিস্ নাই) (সখী আমার কাছে)
(বলছিস্ তারে) (তোরা মনের মত ভাবছিস্ যারে)
(তারে কি পাবলো) (যার জন্যে প্রাণ আকুল হ'ল)

কথা

(১৩) ১মঃ সঃ—সখী আমাদের এই ভাবে যাওয়া হবে না, যদি বল কেন যাওয়া হবে না ? তার কারণ শোন। এখন আমাদের যেরূপ অবস্থা, লোকে আমাদিগকে দেখা মাত্র তাহাদের চিত্ত ভীষণ সমস্যায় পতিত হবে। তাই বলি সখী আমাদের যেরূপ ভাবের উদয় হইয়াছে, আমরা তাহার বিপরীত ভূষণে ভূষিত হ'য়ে গমন করিব।

পদ

(নইলে হবে না) (এবার এভাবে সে ভাব)
(তারে দেখবি যদি) (রাখ বহিরঙ্গ ভাব বেদের বিধি)
(তোরা আয় রূপসী) (আমরা গৌর প্রেম সাগরে পশি)
(ডুবে যে রবলো) (গৌর প্রেম তরঙ্গ নীরে)

কথা

(১৪) তখন সেই প্রেমোন্মাদ অবস্থায়, তাহারা কি করিয়াছিল শুন।

পদ

দূরে থাকি নামের ধ্বনি শ্রবণে পশিল।
প্রবর্ত্ত পিপাসা তাদের প্রবল হইল॥
নিকটস্থ হ'লে সেরূপ নয়নে লাগিল।
প্রেমের চাতকিনী হয়ে জাতি কুল ত্যজিল॥
(বলে আর কিছু নাই) (জাত কুলের ভয়)
(কুলে কি আছে লো) (অকূলের কুল গৌর হরি)

কথা

(১৫) তখন ৩য়ঃসখী ১মঃ সখীকে বলিল, সখী তুমি যা' বলেছ সকলই সত্য। ইনিই সেই পরাৎপর পূর্ণ অবতার গৌরচন্দ্র।

পদ

পরাৎপর নাম ধরেছে পরের ছেলে নয়।
পাপী তাপী উদ্ধারিতে হয়েছে উদয়॥
কে বলে এই গৌরচন্দ্র নদীয়া নিবাসী।
ফটিক বলে সর্ব্বজীবের হৃদ পদ্ম বিলাসী॥
(হৃদ্ পদ্মে আছে গো (কুল বধূর কুল মজায়ে)
(হৃদ্ পদ্মে আছে গো) (কুলবধূর কূল মজায়ে)

১৬নং গীত।

ও সেই গৌরাঙ্গ রূপ যে দেখে একবার।
সে কি ঘরে রইতে পারে, থাকেনা তার কুল বিচার ॥
সে যে' কি গোরা রূপের মাধুরী, দেখলে ভুলে পুরুষ নারী ;
ও সে সদা বলে হরি হরি, কলির জীব করে নিস্তার ॥
সে যে' কি দুঃখে ডোর কৌপীন পরে, বলে হরে কৃষ্ণ হরে ;
আবার' রাধা ব'লে নয়ন ঝোরে, রাধা কিবা হয়রে তার ॥
সে যে' কি অভাবে কাঙ্গাল হ'ল, না জানি কার দায়িক ছিল ;
ভবে সে মহাজন কেমন বল, দয়া মায়া নাইরে তার ॥
ভেবে' **ফটিক** বলে গৌর হরি, এ অকূলে প্রাণে মরি ;
একবার দেওহে তরী দয়াল হরি, নিজগুণে কর পার ॥

১৭নং গীত।

ওরূপ লাগলে নয়নে সখি যায় না পাসরা।
সখি সকল রসের শিরোমনি, সেই নব রসের গোরা ॥
ওরূপ লাগলে নয়নে, প'শে রয় নয়ন কোণে,
হৃদি চিত্রপটে দেখা দেয় ক্ষণে ক্ষণে ;
শেষে দাগ লেগে যায় লাগার মত, সে দাগ উঠায় রজকিনী যারা ॥
ওকি এমনি রূপের ফাঁদ, ফাঁদে পড়েছে কত চাঁদ,
মুহূর্ত্ত কাল দেখলে রয় না জাতি কুলের বাঁধ,
শেষে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হ'য়ে, হতে হয় জ্যান্তে মরা ॥

এদীন **ফটিক** বলে তাই, ওকি কর্ম্ম করছেন সাই,
মোহনে মন মোহন করলে জাতির বিচার নাই ;
যায় না কুলের ধারে প্রেম পাথারে, সাঁতার খেলে তারা

১৮নং গীত।

গৌর প্রেম কলঙ্কের কাঁটা ফুটেছে সই আমার গায়।
কি করিতে কিনা করি, ঠেকলেম বড় বিষম দায় ॥
প্রেম কণ্টকের বিষানলে, দিবানিশি অন্তর্জ্বলেরে
অন্তর্জ্বলে।
বের হলেম চাঁদ গৌর ব'লে,
ত্যজিয়ে জাত কুলের ভয় ॥
নবরসের শিরোমণি, পঞ্চ পরশ রত্নের খনিরে রত্নের খনি ;
ডগ মগ অঙ্গ খানি,
প্রাণ জুড়ায় ধরলে হৃদয় ॥
সে যে কি এক রসের খনি, মন জানে আর আমি জানিরে
আমি জানি ;
বুঝবে কেনে কর্ম্মী জ্ঞানী,
কাজ সারা কামের জ্বালায় ॥
সেইরূপে মন দিয়ে সজনী, উঠেছে কলঙ্কের ধ্বনিরে
কলঙ্কের ধ্বনি ;
ফটিক কয় ঐ ভূষণ খানি,
পরবো আমার সব জায়গায় ॥

১৯নং গীত।

সখী তোরা কি কেউ চিনিস তায়, কোন মানুষ এসেছে নদীয়ায়।

ওসে রা' রা' বলে ধূলায় অঙ্গ লুটায় ;
নয়ন জলে ধরা ভেসে যায় ॥ (শত শত ধারে)
ঘৃণা লজ্জা ভয় জাতি হিংসা জয় কুলমানের লেশ কিছু মাত্র নাই
চণ্ডাল ব্রাহ্মণে অথবা যবনে, কোল দিয়া বলে হরিবল ভাই ;
সে যে সদা ভাসে নব প্রেম রসে ;
এমানুষ এতদিন ছিল কোথায় ॥ (নূতন ভাবের মানুষ)
ক্ষণে বলে রা' ক্ষণে বলে ধা, ক্ষণে ক্ষণে বলে হরেকৃষ্ণ রাম,
ক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে বলে বারে বারে মধুর স্বরে মধুর তারক ব্রহ্মনাম ;
ও নাম বলতে বলতে অমনি ব্যাকুল হ'য়ে ;
সে যে লুটিয়ে পড়ে ধূলায় ॥ (ভাবে বিভোর হ'য়ে)
চরণে নূপুর বাজে সুমধুর, বিধুর নর্ত্তন অতি চমৎকার ;
মৃদঙ্গ মাদল আর বাজে খোল, হরিবোল রবে হরে পাপভার ;
ও তার অভয় পদ পীযূষ-আকরে ;
কত পূর্ণ চন্দ্র শোভা পায় ॥ (ও তার পদ নখে)
এ ভব সংসারে এসে বারে বারে, চেতন মানুষেরে না চিনে যে জন
ফটিক বলে তার বৃথা দেহভার বহনে এবার কিবা প্রয়োজন ;
এবার ডুব দিয়ে সেই প্রেম সাগরের মাঝে ;
বল শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ রায় ॥ (একবার সবে মিলে)

২০নং গীত

এ নয়ন লাগে না সখি অন্য নয়নে।
সেই রূপ সাগরে ডুবেছে মোর নয়ন তারা একদিনে॥
অন্য রূপ লাগেনা মনে,
বাক্য বাণে জ্বালাস কেনে মনের আগুনে ;
সখি তোরা বলিস গৃহে রইতে আমি রইতে পারিনে॥
(হারে সখি)

জাত কুলেতে কালী দিয়ে,
কলঙ্কের ভূষণ পরিয়ে নামলেম তুফানে ;
হোকনা কেন তুফান ভারি তরীর ভাবনা ভাবিনে॥
(হারে সখি)

ফটিক কয় হয় মন্ত্র সাধন,
না হয়ত এই দেহ পতন ভেবেছি মনে ;
আমি এক মরণে সব জেনেছি মরার ভয় আর করিনে॥
(হারে সখি)

২১নং গীত।

আয় দেখে যা' প্রাণ সখি।
এল এক শিকলি কাটা টীয়া পাখী॥
গোকুলে মা নন্দরাণী, খেতে দিত ক্ষীর নবনী ;
নদে এল এদানী, শ্রীরাধারে দিয়ে ফাঁকি॥
জোড়া ভ্রু নয়ন বাকা, শ্যামরূপ রাই রূপে ঢাকা ;
ইচ্ছা হয় পেলে দেখা, হৃদ্ পিঞ্জরে ধ'রে রাখি॥

ফটিক কয় বারে বারে, যে জন ঐ পাখী ধরে ;
সে জন জীয়ন্তে মরে, তাই তোমাদের আছে বাকী ॥

২২নং গীত।

সখি গৌর প্রেম বিচ্ছেদানলে দহেছে হৃদয়।
আমি কুল কামিনী কুল বালা করি কি বল উপায় ॥
দেখলেম গিয়া সুরধূনী,
প্রেম রসের মূরতি খানি, ও প্রাণ সজনী ;
হলেম সেইরূপ দেখে পাগলিনী গৃহে থাকা বিষম দায় ॥
সেরূপ দেখতে বাঞ্ছা হয় অন্তরে,
শাশুড়ী ননদী ঘরে, যাই কেমন ক'রে ;
আমার প্রাণ গেল প্রাণ বন্ধুর তরে আমার হবে কোন উপায় ॥
ফটিক কয় জানিস্ না তোরা,
ব্রজগোপীর মনচোরা, সেই রসের গোরা ;
তারে যে দেখে সে পাগলপারা ও তার কান্দ্‌তে কান্দ্‌তে
পরাণ যায় ॥

২৩নং গীত।

আমি আর কার আশায় রই ঘরে।
একবার দাঁড়াও ও প্রাণ গৌর দেখি নয়ন ভরে ॥
জাতি কুলের গৌরব করে, অনেক দিন রয়েছি ঘরে হায় গো ;
সেই জাতি কুল ভেসে গেল আমার গৌর প্রেম সাগরে ॥
মণ প্রাণ করিয়ে চুরি, কোথায় যাও হে গৌর হরি হায় গো ;
কোন্ ভক্তে টেনেছে তোমায় গৌর প্রেমের ডুরি ধ'রে ॥

তুমি যখন বাড়ীর মাঝে, তখন ছিলাম গৃহকাজে হায় গো
সময় মত হয় নাই আসা আমার এই অদৃষ্টের ফ্যারে ॥
ফটিক বলে প্রেম পিরীতি, যে করে তার ঐ দুর্গতি হয় গো,
থাকে না তার কুল মান জাতি ঐ গৌর পতি হেরে ॥

২৪নং গীত।

হ'লেম জন্মের মত কলঙ্কিনী রে,
প্রাণ সখি গৌর রূপে নয়ন দিয়ে।
আমার একুল ওকুল দু'কুল গেলরে ;
হারে আমি দাঁড়াই কোন কুলে গিয়ে ॥
হারে সখি মন গিয়াছে রূপের সাঁথে,
আমার নয়ন কাঁদে পথে পথে, হারে বিবাগী হয়ে ;
হ'ল যার জন্য এই মন উদাসী রে ;
হারে সখি তার বড় কঠিন হিয়ে ॥
হারে সখি হ'লেম হ'লেম কলঙ্কিনী,
যদি পেতেম গৌর গুণ মণি, তবে জুড়াত হিয়ে,
আমার প্রাণ কাঁদে প্রাণ গৌর বলে রে ;
হারে আমি পাই তারে কোথায় গিয়ে ॥
হারে এদীন **ফটিকের** কোন কর্ম্ম ফ্যারে,
ও সে মনের মানুষ বারে বারে, ফিরে যায় দেখা দিয়ে ;
আমি না জানি কোন অপরাধে রে ;
হারে আমার জুড়ায় না তাপিত হিয়ে ॥

২৫নং গীত।

সইরে যে অনলে অঙ্গজ্বলে, জলে প্রাণ জুড়ায় না।
আমার মনের দুঃখ মনে জানে অন্যে সে দুঃখ জানে না॥
গৌর দেশে বসত ক'রে,
গৌর দেশীর বাক্য শরে, অন্তরের জ্বর গেল না ;
জ্বরে ক্ষণে দাহ ক্ষণে শীতে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না॥
মনে বলে গৌর হেরি,
প্রাণের গৌর প্রাণে ধরি, পরি গৌর প্রেম গহনা ;
আমার ভাব শূন্য অযোগ্য দেহে স্বভাবে তা'কুলায় না॥
ফটিক কয় গৌরাঙ্গের হাট,
অনেক জিনিষ বিকায় বটে, এই ললাটে ঘটে না ;
আমার আজীবনের ব্যাপারের ধন কোন কাজে লাগে না॥

২৬নং গীত।

কার জন্য প্রাণ কেমন করে কি ব'লব রে প্রাণ সখি।
যেমন তূষের অনল বুকের মাঝে সদা জ্বলে ধিকি ধিকি॥
প্রাণের গৌর হারা হ'য়ে, মনে প্রাণে পাষাণ দিয়ে,
রয়েছিরে প্রাণ সখী ;
তবু কি জন্য প্রাণ কেমন করে তোরা কিছু জানিস নাকি॥
কি আগুনে পুড়ে মরি, ব'লে দেগো সহচরী,
এ যন্ত্রণা জুড়ায় নাকি ;
সইরে এযে পোড়া বিষম পোড়া যার পোড়ে না সে জানবে কি॥

কি ব'লব কি ব'লব সইরে, এ ব্যথার কি ব্যথিত নাই রে,
বিধাতার এই বিধি নাকি ;
এদীন **ফটিক** বলে, ব্যথিত পেলে বলে দেখ্‌তাম জুড়ায়
নাকি ॥

২৭নং গীত।

আমার মন হরা ধন হরিয়ে মন ফাঁকি দিয়ে গেল নাকি।
ভাল চাঁদ উঠেছে নদীয়াতে আয় দেখে যা প্রাণ সখি ॥
দরিদ্রে রতন পেয়ে, আনন্দে জ্ঞান হারায়ে,
ঠিক পায় না তার কর্ত্তব্য কি ;
আমার তেমনি দশা হয়েছে সই প্রাণের গৌর কোথায় রাখি ॥
নবরসের শিরোমণি, ডগমগ তনুখানি,
দেখলে জুড়ায় তাপিত আঁখি ;
সেযে কি অপরূপ রূপের স্বরূপ বলা যায় না জানাব কি ॥
ফটিক কয় সেই রূপ হেরিয়ে, জাতি কুল মান ত্যজিয়ে,
পাগল হল এ প্রাণ পাখী ;
আমার সর্ব্বস্ব ধন গৌর বিনে কি ধন লয়ে গৃহে থাকি ॥

২৮নং গীত।

আমার মন প্রাণ লয়ে কোথায় গেলি রে,
হরিচাঁদ আমি কেমন ক'রে পাই তোমায়।
মনি হারা ফণীর মত রে ;
হারে আমার হা হুতাশে দিন ফুরায় ॥

হারে আমি কুল কন্যা কুলের নারী,
কুলের বাহির হ'তে নারি, করি গুরুজনের ভয় ;
আমার অন্তরে বাহিরে জ্বালা গো ;
সে জ্বালায় জীবন রাখা বিষম দায় ॥
হারে আমার মন প্রাণ যায় তোমার সাঁথে,
হরি তুমি পড়ে কার প্রেমেতে, যেন চলেছ কোথায় ;
ভবে যার জন্য যার পরাণ কাঁদে গো ;
সে কেন তার দিকে না ফিরে চায় ॥
হারে যার মন প্রাণ ডুবে রূপ সলিলে,
ওসে কি ধন লয়ে থাকবে ভুলে, ওতার কুলে থাকা দায় ;
এদীন **ফটিক** কয় সেই রূপ সাগরে গো ;
হারে সে ঝাঁপ দিয়ে জীবন জুড়ায় ॥

২৯নং

আমার প্রাণ গেল গো সই, গৌর প্রেম বিরহ অনলেতে ।
কার কাছে কই জ্বলে মরি সই পারি না বলিতে ॥
প্রাণ গৌরের রূপ হেরিয়ে, কুলে জলাঞ্জলী দিয়ে,
কলঙ্কিনী নাম কিনিয়ে, রয়েছি এই জগতে ;
মন প্রাণ ডুবেছে গৌর রূপ সাগরেতে ॥
যে অনলে অঙ্গজ্বলে, জানাব কার কাছে বলে.
ঝাঁপ দিলে জাহ্নবীর জলে, জুড়ায় না সেই জ্বলেতে ;

জলে অনল দ্বিগুণ জ্বলে হিয়ার মাঝেতে ॥
ঘুরে বেড়াই দ্বারে দ্বারে, আপন ভেবে যারে তারে,
শান্তি পাব কোলে ক'রে, ভেবেছিলেম মনেতে ;
ফটিককয় তা' হ'ল না মোর এই কপালেতে ॥

৩০নং গীত।

রাধার প্রেম ঋণ শোধ করা আমার হলনা।
ওরে আমি শোধ করিব বলে এসেরে আমি দ্বিগুণ হয়েছি দেনা ॥

আমি বাঁশী ত্যজি দণ্ড ধরেছি,
পীত বসন পরিহরি কৌপীন পরেছি ;
ওরে রাধা প্রেমের মরা ম'রে আছিরে,
আমি বাঁচিনে কি যন্ত্রণা ॥
আমি মুড়িয়াছি সাধের চাচর কেশ,
ধড়া চূড়া বিনে আমার দীন দৈন্য বেশ ;
ওরে তবু হ'লনা প্রেম ঋণের শেষ,
ওরে আমায় দ্বেষ করে দ্বেষীজনা ॥
এদীন **ফটিক** বলে বিনোদিনী রাই,
কেঁদেছে তোর কাঙ্গাল হরি দুঃখের সীমা নাই ;
ওরে সে দুঃখ তোমা বিনে কারে জানাইরে,
এমন ব্যথিত আর কেউ মিলেনা ॥

৩১নং গীত।

রাধারাণীর জেলখানাতে কবে যেন যাই।
ওরে ক'রে প্রেমের খতে ডিগ্রী জারিরে,
আমায় দস্তক করলেন ধনী রাই॥
রাই প্রেমের খতের ডিগ্রী ক'রে জারি,
আমি এলেম ব্রজ ছেড়ে বেহাল বেশ ধরি ;
আমি কি করিতে কিনা করিরে,
নিষ্ঠুর প্যারীর প্রাণে দয়া নাই॥
ওরে আমার অস্থাবর মাল জাতি কুল ছিল,
রাই ধনী মাল কোরক ক'রে সব হ'রে নিল ;
শেষে যা' কিছু আর বাকী ছিলরে,
এবার গদাধর ধরেছে তাই॥
ফটিক বিশ্বরূপের সঠিক বচন ধর,
ঘরানায় রাই ধনীর সঙ্গে কিস্তীবন্দী কর ;
কর কিস্তীর খতে প্রেমের স্বাক্ষর,
ডিগ্রী মকস্মলীর দরকার নাই॥

৩২নং গীত।

পাগলের সংসাজায়ে তোর কি লাভ বল তাই।
আমার অন্তরেতে বুকপোরা দুঃখ বলিয়ে কারে জানাই॥
বর্ণে বর্ণে দলে দলে, তুমি সরলে গরলে,
এই দেখি এই নাই ;
দেখে বাজীকরের বাজীর মত রাজী নাই মন মাঝি ভাই॥

যে দুঃখেতে অন্তর জ্বলে, বলবার নয় কি জানাই ব'লে,
ব্যথার ব্যথিত নাই ;
ব্যথার ব্যথিত পেলে মন প্রাণ খুলে মনের দুঃখ তারে সুধাই ॥
ফটিক বলে বারে বারে, বুঝেনা কেউ বল্লে পরে,
কেমনে জানাই ;
বড় ক্ষুধা পেয়ে ভবার্ণবে সুধা বিনে গরল খাই ॥

৩৩নং গীত।

আমার তাপিত অঙ্গ জ্বলে গেলরে,
প্রাণের স্বরূপ কৃষ্ণ নাম শুনাও আমায়।
আমি জুড়াতে যাই নদীর জলেরে ;
হারে সেই জলে অঙ্গ জ্বলে যায় ॥
স্বরূপ কহ কহ কৃষ্ণ কথা,
হারে ঘুচাও আমার মনের ব্যথা, বন্ধু এই দুঃখের সময় ;
আমার প্রাণ যেন আজ কেমন করেরে ;
হ'ল এই জীবন রাখা বিষম দায় ॥
স্বরূপ বন পোড়ে দেখে সব লোকে,
আমার মন পোড়ে তা' কেউ না দেখে, ব'লে জুড়াব কোথায় :
আমার তাপিতাঙ্গ শীতল কররে ;
হারে প্রাণের বন্ধু স্বরূপ রামরায় ॥

কৃষ্ণ প্রেম পিরীতের সিন্ধু,
উথলিলে তার এক বিন্দু, এই জগত ডুবে যায় ;
এবার সাধন ভজন না করিয়া রে ;
হারে এদীন **ফটিক** তার এক বিন্দু চায় ॥

৩৪নং গীত।

রাধে আমায় সাধে সাধে সংসাজালি তোরা।
প্রেম ঋণের তরে চিন্তা জ্বরে হ'লেম সারা সারা ॥
ব্রজ ছেড়ে নদে এসে, কলির শেষে কাঙ্গাল বেশে,
হ'লেম নবরসের গোরা ;
রাধে ক্ষমা কর আর হবনা গোপীর মনোচোরা ॥
রাধে তোমার প্রেমের তরে, খত লিখিয়ে শপথ ক'রে,
আমি এখনে যাই মারা ;
এবার চক্রবৃদ্ধি ধরে করলি আমার দফাসারা ॥
ফটিক বলে রাইকিশোরী, খাঁতক তোমার নাতক ভারি,
তাতো জানা শুনা সারা ;
ও তোমার অভয় চরণ দেও তাপিত প্রাণ শীতল করি মোরা ॥

৩৫নং গীত।

কুঞ্জ ভঙ্গ হইল হরির লুট নিবিকে আয়।
আছে চিনি সন্দেশ ফুল বাতাসা রে ; যার সাধ্যে যা' কিছু কুলায় ॥
খোল করতাল সঙ্গে লয়ে হরি ভক্তগণ, করে নাম সংকীর্ত্তন ;

নাচে ভক্তগণে চতুর্দ্দিকেরে ;
মাঝ খানে নাচে গোরা রায় ॥
গোলোক লীলা ভূলোকে হয় সময় সময়, চেয়ে দেখলে
দেখা যায় ;
এসে বালক মাঝে বালক সাজেরে ;
যশোদার গোপাল হাত বাড়ায় ॥
অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরা রায়, ন.মকীর্ত্তনের
সময় ;
এবার গৌরনিতাই দুভাই এসেরে ;
আনন্দে হরির লুট বিলায় ॥
ফটিক বলে থেকনা কেউ ঘুমে অচেতন, তোমরা জাগ
সর্ব্বজন ;
গৌর প্রেমের মেলা ভেঙ্গে গেলরে ;
এমন দিন হয় কি না আর হয় ॥

৮ম অধ্যায়।

শৈব ও শাক্ত গীতি।

১নং গীত।

মা আমারে বারে বারে এ যাতনা দিবি কত।
অম্বিকে অম্বরহীনে, এ দীনের সে দিনাগত ॥
কর্ম্ম সূত্রে দিয়ে গ্রন্থি দিয়েছ মা বিষয় ভ্রান্তি ;
এবার আমার কর শান্তি, এ অশান্তি যাতায়াত ॥
তনয়ে তার ত্রিলোক তারা, ত্রাণকারিণী ত্রিতাপ হরা ;
ভব দারা দশকরা, করিস্‌নে কাল করান্বিত ॥
ফটিক তোমার পাগলা ছেলে, প্রবর্ত্ত মা তোমার বলে ;
সাজাস্‌নে আর মোহমালে, কেঁদে বলে জন্মের মত ॥

২নং গীত।

ত্রাহি মে তারিণী, ত্রিগুণ ধারিণী, ত্রিনেত্রা ত্রিতাপ নাশিনী
দেহি পদং দাক্ষায়ণী দৈত্য দানব নাশিনী ॥
ওমা অসুর নাশিতে, হইলে অসিতে,
সমর তরঙ্গে স্বগুণে পশিতে ;
অঙ্গেতে অম্বর শূন্য অধরে অট্টহাসিনী ॥
ওমা **ফটিকের** এবাণী, যা' কর ভবানী,
স্বগুণে নির্গুণে তার শিব সীমন্তিনী ;
নাশ সন্তানের শমন শঙ্কা সদা শ্মশানবাসিনী ॥

৩নং গীত।

ভবে বিভব ভবানীপদ ভক্তি ভাবে ভজ মন তারে।
আছে কুলের পথে, কুল ধরিতে, কুণ্ডলিনী মূলাধারে॥
আগম নদী পারে যেতে, ছয়টী চক্র মাঝ খানেতে,
সন্ধান বিনে সহজ পথে, যেতে কে পারে ;
ওযার চক্রের জোরে, বেড়াও ঘুরে, সেই চক্রধারী সহস্রারে
অন্তে পরম বন্ধু যিনি, সহস্রারে আছেন তিনি,
সুসন্ধানে সাধন জানি, ধররে তারে ;
এবার নিঃসম্বলে তথায় গেলে, শিরে বিষম বজ্রমারে॥

৪নং গীত।

ক্ষম অপরাধ, কর আশীর্ব্বাদ, বিষময় বাদ, সেধনা সন্তানে।
আপনি যে পদ, করেছেন সম্পদ ; তুচ্ছ ব্রহ্মপদ, সে পদ বিনে॥
শ্রীহরি প্রেম সুধা, খেলে ক্ষুধা হরে,
সে সম্পদে বঞ্চিত ক'রনা আমারে ;
বলি বিনয় ক'রে ও চরণ ধ'রে ; তার এপামরে, কৃপা কণা দানে॥
যে পদে উদ্ভব এব্রহ্মাণ্ডবাসী,
আপনি সে পদে হ'য়ে অভিলাষী ;
কেন' মেখে ভস্মরাশি, হয়েছ সন্ন্যাসী ; ত্যজে সোনার কাশী, থাক হে শ্মশানে॥

মোহ অন্ধকারে জ্ঞানের আলো ধ'রে
আনন্দ বাজারে দেখেছিলাম যাঁরে ;
মন ছাড়ে না তারে, **ফটিক** কি তাই পারে ; ধরবো
সে অধরে, প্রতিজ্ঞা তাইমনে ॥

৫নং গীত।

কালী কুলাও কালী কুলাও কালী কুলাও এ অকূলে।
তরা ত্বরা ওমা তারা, তোর তনয় ডাকে মা বোল ব'লে ॥
মা তোমার গুণ অনন্ত, আমি অতি পথি ভ্রান্ত ;
তাই দিয়ে ঐ পদপ্রান্ত ; শান্ত কর অশান্ত ছেলে ॥
ভব বিঘ্ন বিনাশিনী, সর্ব্বাসর্ব্ব নিবাসিনী ;
তুমি কুল কুণ্ডলিনী ; মা তোর প্রচণ্ড রূপ চতুর্দ্দলে ॥
শিবলিঙ্গ তথায় পেয়ে, ভূজঙ্গ রূপ লোহিত হ'য়ে ;
সার্দ্ধত্রিবেষ্টন দিয়ে ; ঘুমে আছ লিঙ্গ মূলে ॥
ওমা' তুমি সর্ব্বজীবের ইষ্ট, হং সং বং বর্ণ বিশিষ্ট ;
জানি না তাই এত কষ্ট ; মা তোর হংস রূপে হুঙ্কার চলে ॥
ওমা' তুই ঘুমাচ্ছিস্ মূলাধারে; **ফটিক** ডাকে বারে বারে ;
জেগে চল মা সহস্রারে ; ত্রিতাপ জ্বালা যাই মা ভুলে ॥

৬নং গীত।

বল দেখি মা ব্রহ্মময়ী কোন ফুলে তোর পূজা করি।
ফুল ফুটেছে তমঃগুণে দেখে শুনে ভেবে মরি ॥

করতে তোমার পূজার আয়োজন,
মাগো মন সন্ন্যাসী দিবানিশি চিন্তায় মগন ;
আমি কোন ভাবে কি করি এখন ; কলিতে কু'ভাবের তরঙ্গ ভারি।
ফুল ফুটেছে চতুর্ব্বর্ণেতে,
মাগো রূপের সঙ্গে জ্ঞান বিবেক যায় সেই ফুল আনিতে ;
শেষে ফল দেখে ফুলের মূলেতে ; মনে আর হর্ষ নাই বিমর্ষে মরি
এদীন **ফটিক** করে নিবেদন,
মাগো আমা হ'তে হ'ল না সেই ফুলের অন্বেষণ ;
আছে যেখানেতে সেই পুষ্পবন ; লয়ে যাও দীন কানারে করে ধ'রি

৭নং গীত।

কাজ কি আর মানুষের দলে।
এলেম শ্মশানেতে শ্মশান ভাল ব'লে॥
নন্দী ভৃঙ্গী প্রেম তরঙ্গে সদা নাচে বাহুতুলে ;
আমার সাধ হয়েছে তাই দেখে মা, হব ব্রহ্মময়ীর ছেলে॥
কর্ম্ম ক্ষেত্রে যে ফলাফল জেনেছিলাম খুব সকালে ;
এখন সাধে বিষাদ ঘটায়ে মা, এলেম দুপুর বেলায় নদীর কূলে
ছেলের গর্ভে মেয়ের জন্ম হয়েছে তাল বৃক্ষতলে ;
এবার গর্ভেথেকে যাবি মারা, তারা মা তোর বাবার ফলে॥
ফটিকের এই সঠিক ভাষা তারা তোমায় যাচ্ছি ব'লে ;
এবার বাঁচতে যদি চাস মা তারা, ত্বরা পালা তালা খুলে॥

৮নং গীত।

অঙ্গন মন মশান বিজনবাসিনী।
এস হৃদ্‌কমলে শতদলে ; গিরিজা গৌর বরণী ॥
কখন কাঁদাও কখন হাসাও, কখন অঙ্কে বসে বসাও,
কখন দুঃখ সাগরে ভাসাও, থেকে অন্তরে ;
অন্তরে না তোমায় হেরি ; অন্তরে অন্তরে ফিরি ;
যদি কখন ঐ রূপ হেরি ; নিমেষে শেষ হয় রজনী ॥
পরমাত্মা হরের প্রতি, করুনা কটাক্ষে সতী ;
হের একবার হৈমবতী ; হরিষ অন্তরে ;
চিবদিন তো মুক্তকেশী, তব চরণ ভালবাসি ;
মন চায়না স্নুবর্ণ কাশী ; ভালবাসি ঐ চরণ দু'খানি ॥
চরণ পাব ব'লে এবার, এসে এই ভবের বাজার ;
বেধে গেছে উল্টা ব্যাপার কুসঙ্গে মিশে ;
ফটিক বলে দিলাম সাঁতার,যায় যাবে প্রাণ না যায় তো পার ;
এই ভাবনা ভাবছি এবার ; ভঙ্গ দিব না ভবানী ॥

৯নং গীত।

(১) নমস্তে ব্রহ্মময়ী রূপিণী, বিশ্বমাতা বিপদ হারিনী।
ত্রাহি মে তারিণী, ত্রিগুণ ধারিণী,
ত্রিনেত্রা ত্রিতাপ নাশিনী ॥
তব তত্ত্ব কেবা জানে, কিছু জেনে কিঞ্চিৎ ধ্যানে,
সোনার কাশী ত্যজে শ্মশানে, যায় শূল পাণি ;
আমি মায়াতে ভুলিয়ে, হুজুকে মাতিয়ে,
পর্ণ কুটীর স্বর্ণ গণি ॥

বিশ্বনাথ বিষ খেয়ে মরে, পুনর্জ্জীবন দিলে তারে,
মৃত্যুঞ্জয় নাম এ সংসারে, মা তোমার গুণি ;
আমি বিষয় বিষ খেয়ে, র'লেম বেহুঁস হয়ে,
দেখলি না পাষাণের মেয়ে পাষাণী ॥
দয়া মায়া যত ছিল, বাবার, পরেই সকল গেল,
সন্তান কি তোর শত্রু হ'ল, সর্ব্ব নাশিনী ;
আছে কুপুত্র অনেকে, বলে সর্ব্বলোকে,
কু-মাতা থাকে মা কভু না শুনি ॥
কি দোষ দিব মা তোমারে, একমায়ের সন্তান সংসারে,
কেউ দেখতে পারি না কারে, হয়ে ধনী মানী ;
ফটিক জাতি কুল ত্যজিয়া, রয়েছে বসিয়া,
ভরসা ঐ চরণ তরণী ॥

(২) নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ।
তুমি সর্ব্বভূতে আত্মরূপে হর-প্রিয়তম ॥
রক্ষ মা দাক্ষায়ণী, রক্তবীজ বিনাশিনী,
রমা রণ-রঙ্গিণী, ত্বং শ্রীপদে নমঃ ;
তুমি সর্ব্বভূতে আত্মারূপে হরিপ্রিয়তম ॥
সংহারী শূলধারিণী, শিবে সঙ্কট হারিণী,
শঙ্খিণী সুরতারিণী, ত্বং শ্রীপদে নমঃ ;
তুমি সববভূতে বুদ্ধিরূপে হর প্রিয়তম ॥
দৈত্যরণে দশকরা, দুর্গমে অসিধরা,
দুর্গে দুর্গতি হরা, ত্বং শ্রীপদে নমঃ ;
এই ত্রিভুবনে পাপী নাই মা এই **ফটিকের** সম

সম্পূর্ণ।